ஸ்ரீ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যুবরাজ ... ... চন্দন নগরাধিপ।

বীরচন্দ্র ... ... রাজার আত্মীয়।

সূর্য্যনাথ সেন
ভীমসেন রায় } ... বিরোধি জমীদারদ্বয়।

মদন ... ... সূর্য্যসেনের পুত্র।

নরেন্দ্র ... ... সূর্য্যসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

হেমচন্দ্র ... ... মদনের বন্ধু।

বীরেন্দ্র ... ... ভীমসেনের স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

গুরুদেব ... ... মঠাধিপতি।

ভৃত্যগণ, বাদ্যকরগণ, বণিক, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সূর্য্যনাথের স্ত্রী।

হৈমবতী বা
এলোকেশী } ... ... ভীমসেনের স্ত্রী।

বসন্তকুমারী ... ... ভীমসেনের কন্যা।

কমলা ... ... বসন্তকুমারীর ধাত্রি।

নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বসন্তকুমারী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীবাড়ীর রাস্তা—অদূরে মন্দির।

যদু, মহেশ, জীবন ও রঘুনাথ উপস্থিত।

যদু। আপনি কি মহাশয় ঝগড়া কত্তে চান্?

জীব। ঝগড়া মহাশয়—না মহাশয়।

মহে। ঝগড়া চান্—আসুন্—আমি প্রস্তুত আছি। আপনার মণিবের চেয়ে আমার মণিব ছোট নয়; আমরা আগে মার পূজা দেব।

জীব। বড়ও নয়; তবে কেন আমাদের পূজা আগে না হবে?

দূরে নরেন্দ্রের প্রবেশ।

যদু। বল না কেন, বড়; ভয় কি,—আমাদের প্রভুর এক জন আত্মীয় আস্‌চেন্।

মহে। অবশ্য—বড়ইতো।

জীব। মিথ্যাবাদী—

মহে। মানুষ হোস্ তো আয়, দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা।

(যুদ্ধ)

নরেন্দ্র। কি কচ্চিস্—বোকারা, ক্ষান্ত হ। তোরা যে কি কচ্চিস্ তাতো কিছুই বুঝিস্ নে।

বীরচন্দ্রের প্রবেশ।

বীর। কি—নরেন্দ্র! তুই এই সাহস হীন বর্ব্বরদিগের মধ্যে বিক্রম প্রকাশ কচ্চিস্,—এই দিকে ফের্—তোর সম্মুখে কৃতান্ত উপস্থিত—একবার দৃষ্টিপাত কর্।

নরে। আমি কেবল এদের বিবাদ ভঞ্জন কচ্চি, আপনার তরবারি সম্বরণ করুন, অথবা এই সকল লোককে আমার সহিত নির্ব্বিবাদে গমন কত্তে বন্দোবস্ত করে দিন্।

বীর। কি, এ দিকে নিষ্কোশিত অসি এবং মুখে সন্ধি প্রস্তাব? আমি নরককে যেমন ঘৃণা করি, তোর্ কথাকেও সেইরূপ, তোর সেনবংশীয় সকলকেই সেইরূপ, আর তোকেও সেইরূপ ঘৃণাকরি। নিস্তেজ নরাধম—এই রক্ষাকর।

(অসি সঞ্চালন ও উভয়ের যুদ্ধ।)

ক্রমে ক্রমে নগরস্থ লোকের প্রবেশ।

ন-লো। দলস্থ লোক, মণ্ডলগণ, মার্ মার্ বেটা-দিগকে ভূমি সাত কর। সূর্য্যনাথের লোকদিগকে মার! ভীষ্মসেনের লোক গুলোকে খুন্ কর্! খুন্ কর্!

ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। এ কিসের গোলযোগ? আমার তরবারি দাও। বৃদ্ধ সূর্য্যনাথ উপস্থিত; আমার উদ্দেশে তার উলঙ্গ অসিপ্রান্ত উজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান হচ্চে——

সস্ত্রীক সূর্য্যনাথের প্রবেশ।

সূর্য্য। (সক্রোধে) রে নরাধম ভীমসেন! (সশব্যস্তে স্ত্রীর প্রতি) আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ধরে রেখো না।

সূর্য্য-স্ত্রী। আপনি শত্রুর সম্মুখে এক পাও অগ্রসর হতে পাবেন না।

স-সহচর যুবরাজের প্রবেশ।

যুব-রা। রে—রাষ্ট্রবিপ্লবকারিন্! শান্তিমার্গের প্রবল শত্রু! প্রতিবেশি-শোণিত-সিক্ত-সস্ত্র কলুষকারিন্ নরাধম! এরা কি কিছুই শুনবে না! কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যবেশধারিন্ চতুষ্পাদগণ! তোমাদেরই শোণিতবাহি-শিরা বিনির্গত লোহিত প্রবাহেই এই ভয়ঙ্কর ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হবে। যদি যন্ত্রণাভোগের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে এখনই রুধিরময় হস্ত হইতে অশিষ্টাচার অস্ত্রসমূহ ভূমিতলে নিঃক্ষিপ্ত কর এবং তোমাদের ক্রোধপরিচালিত যুবরাজের আদেশ-বাক্যে কর্ণপাত কর। বৃদ্ধ সূর্য্যনাথ এবং ভীমসেন,—তোমরা উভয়েই শূন্যকথা অবলম্বন করে, তিনবার বিবাদ উত্থাপন

করতঃ তিনবার রাজমার্গে শান্তি-ভঙ্গ করেচ। এমন কি তোমাদের এই কৌলিক বিবাদ লইয়াই চন্দননগরের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ যথাযোগ্য সম্ভ্রমসূচক পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করে অস্ত্রধারণ করতঃ তোমাদের এই চির-প্রোথিত ঘৃণার অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করেচে। তোমাদের শান্তি কোথায়? অতঃপর যদি তোমরা কখন রাজপথের শান্তিবিপর্য্যয় কর, তাহলে শান্তির পরিবর্ত্তে তোমাদিগের জীবন গ্রহণ কর্‌বো। সম্প্রতি উভয়ে একত্রে সদ্ভাবে মায়ের পূজা দাও, আর কল্য অপরাহ্ণে উভয়ে আমাদের সাধারণ বিচার-গৃহে গমন করিও, এ সম্বন্ধে আমার কি অভিমত জানিতে পারিবে।

[সূর্য্যনাথ ও তাঁহার স্ত্রী এবং নরেন্দ্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।]

সূর্য্য। এই প্রাচীন বিবাদ পুনরায় কে উত্থাপন কল্লে? বৎস, নরেন্! যখন আরম্ভ হয় তখন কি তুমি উপস্থিত ছিলে?

নরে। আজ্ঞা—আমি এখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, যে, দুই পক্ষের লোকেই বিবাদ আরম্ভ করেচে—আমি এ দিকে ছাড়িয়ে দিচ্চি এমন সময় দেখি, বীরেন্দ্র উপস্থিত, সে নিষ্কোশিত অসি হস্তে আমার কর্ণপাশে যখন স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য প্রয়োগ করে মস্তকোপরি অসি সঞ্চালন করতঃ বায়ুকে খণ্ড খণ্ড কত্তে লাগলো, আমিও ঘৃণার সহিত বাক্য প্রয়োগ কল্লাম। এতেই উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যখন আমরা পরস্পর

প্রতিপ্রহার কচ্চি, এবং নগরের উভয় পক্ষীয় লোক সমবেত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে অসি প্রহার কত্তে লাগলো, তখন যুবরাজ উপস্থিত হয়ে—উভয়পক্ষীয় লোকদিগকে পৃথক করে দিলেন।

সূর্য্য-স্ত্রী। মদন কোথায়? তুমি আজি তাকে দেখেচ? সে যে এ বিবাদের মধ্যে ছিল না, এই আহ্লাদের বিষয়।

নরে। দেবি! সূর্য্যদেব যখন উদয়গিরির স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন কল্লেন, তার দণ্ড দুই পূর্ব্বে আমার চিত্ত চাঞ্চল্য পরিহারের জন্য নগরের পশ্চিম প্রান্তস্থিত উদ্যানস্থ বকুলকুঞ্জে ভ্রমণ কচ্ছিলাম। এত প্রভাত সময়ে আমি আপনার পুত্রকে দেখেছিলাম। আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু তিনি আমাকে জান্‌তে পেরে উপবন লতার অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হলেন। আমি আমার মানসগতি অনুসারে তাঁরও চিত্তবৃত্তি বুঝ্‌তে পেরে, তাঁহার অনুধাবন না করে নিজেরই আন্তরিক ভাবের অনুধাবন কর্ত্তে লাগলাম। এবং তিনি যখন আমাকে দেখে পলায়ন কল্লেন আমিও কাজে কাজেই নিবৃত্ত হলাম; কারণ, লোকের অন্তঃকরণ কার্য্যভারে আক্রান্ত হলে প্রায়ই একাকী অবস্থান করে।

সূর্য্য। আমিও কতদিন প্রাতঃকালে তাকে এস্থানে দেখিছি, সে নিজের অশ্রুবারি দ্বারা শিশির রাশিকে পরিবর্দ্ধিত এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা ঘনরাজির ঘনত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু সর্ব্ব-সন্তোষকারী ভগবান

সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকের দূরপ্রান্ত দেশে প্রভাতদেবীর পর্য্যঙ্ক হইতে ছায়াময় আবরণ উত্তোলন করিতে না করিতেই আমার দুঃখ ভারাক্রান্ত মদন আলোক হতে অপসৃত হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে—সুন্দর দিবাতন আলোক বহির্ভাগে অবরুদ্ধ রাখে। অধিক কি স্বয়ংই একটী কৃত্রিম রজনী প্রকাশ করে। ইহাতেই তাহার আন্তরিক ভাব তমোময় ও বিস্ময়কর বলে বোধ হচ্চে। যদি না এই সময়ে সদ্‌যুক্তি দ্বারা তাহার মনোমালিন্য নিরাকৃত করা হয়, তা হলেই বিপদ।

নরে। মহাশয়! আপনি ইহার কারণ জানেন?

সূর্য্য। কিছুই জানি না এবং কারো কাছথেকে কোন কথাও শুনি না।

নরে। আপনি কি তাহাকে কোনরূপ জেদ্ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

সূর্য্য। শুধু আমি কেন? আমার বন্ধুবর্গও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু, সে তার নিজেরই বশীভূত, নিজেই স্বকীয় মনোভাবের পরামর্শ-দাতা। কতদূর সত্য তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু নব-কুসুম কোরক সমীরণ সম্মুখে সুকোমল পত্রগুলি বিস্তারিত অথবা তাহার সৌন্দর্য্যরাশি সহস্ররশ্মিকে উপহার করিবার পুর্ব্বে স্বীয় অন্তর্দেশে যেমন হিংস্র কীটকে গুপ্তভাবে আশ্রয় দান করে, সেইরূপ মদনও তাহার অন্তঃকরণে মনোভি-প্রায় গূঢ়, দৃঢ়বদ্ধ, অপ্রকাশ্য ও অগোচরভাবে নিহিত করেচে; এত অপ্রকাশ্য যে, সহজে কাহারও নয়ন-

গোচর হইবার নহে। যাহা হউক—কোথা হতে তার এ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়েচে, যদি জান্‌তে পার্‌-তাম্—তাহলে আমরা কায়মনে ও সর্ব্বান্তঃকরণে তার আরোগ্যের জন্য সচেষ্টিত হতাম্।

(দূরে মদনের প্রবেশ।)

নরে। দেখুন—মদন এই দিকেআস্‌চে। আপনার ইচ্ছা হয়তো একটু অন্তরালে গমন করুন্। আমি তাহার মনোদুঃখ অবগত হই—অথবা—সে বলে কি না তাও একবার দেখি।

সূর্য্য। আশা করি, সে যেন তার মনের ভাব গোপন না করে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

নরে। এস, ভাই মদন! মদন! এস ভাই এস!

মদ। এখন কি বেলা হয় নি?

নরে। না, সবে এই নটা বেজেচে।

মদ। হায়! দুঃখের সময় দীর্ঘ বলে বোধ হয়। পিতৃদেব কি এইমাত্র এস্থান হতে গেলেন?

নরে। হ্যাঁ। মদন! আচ্ছা, কোন্ মনোদুঃখ তোমার সময়কে এত দীর্ঘ কচ্চে।

মদ। আর কিছু নয়—তবে যে দ্রব্য পেলে সময় অল্প হয়, তা না পেয়েই—

নরে। সে কি?—প্রণয়?

মদ। যাকে ভাল বাসি, তার প্রসন্ন ভাব অব-লোকন না করে।

নরে। আহা! যে ব্যক্তি প্রেমকে এমন সরল-চক্ষে দেখে, তার পক্ষে প্রেম এমন কষ্টজনক!

মদ।. হায় কামদেবের চিরকালই দৃষ্টিশক্তি নাই, তথাপি চক্ষু ব্যতিরেকেই তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যস্থানের পথ সকল দেখিতে পান—আমরা এখন কোথায় ভোজন করি—ওহো! এখানে কি গোলযোগ হচ্ছিল—যাহোক্ আমাকে আর বলো না, আমি সব শুনেচি। কিন্তু এস্থলে শত্রুপক্ষের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করাই সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য;—কিন্তু তদপেক্ষা প্রণয়েরই আন্দোলন করা উচিত। নতুবা প্রণয় ও ঘৃণা,—একি কখন একত্রে সম্ভব হয়—সৃজন ব্যতিরেকে পদার্থের উৎপত্তি. ভার-বিশিষ্ট লঘুতা, শিশাময় পক্ষচ্ছদ—উজ্জ্বলধূম—শীতল অগ্নি—পীড়িত স্বাস্থ্য—নিয়ত জাগরিত নিদ্রা, এ সমস্ত কিছুই নয়। আমার অনুরাগও ঠিক্ এইরূপ। আর বাদবিসম্বাদে কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তুমি কি আমায় উপহাস কচ্চোনা?

নরে। না ভাই, আমি বরং অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌চি।

মদ। সরলহৃদয়! কি জন্য?

নরে। তোমার কোমল হৃদয়ের বিষম মনোবেদনার জন্য।

মদ। কেন; প্রেমের পরিবর্ত্তনই এইরূপ। আমার দুঃখভার আমার মনেই আছে। তুমি কেবল তোমার দুঃখদ্বারা উত্তেজিত করে আমার মনোদুঃখ আরও বিস্তারিত কর্‌বে। দেখ, প্রেম বিষাদানলের নিশ্বাস-

শিখা-সমুৎপন্ন ধূমরাশি; পবিত্রীকৃত হইলে প্রণয়চক্ষে দীপ্তিমান্ অগ্নি; আবার আলোড়িত হইলে প্রেমিক জনের অনিবার অশ্রুবারি সংযোগে পরিবর্দ্ধিত জলধি। প্রেম এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধীষণাসম্পন্ন উন্মাদ এবং চিরমধুরতা। ভাই, এখন আমি বিদায় হই।

নরে। দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই· যদি আমাকে ছেড়ে যাও তা হলে তোমার বিলক্ষণ অন্যায় হবে।

মদ। হায়! আমি তো আমাতে নাই; আমি কি এখানে আছি, এ তো মদন নয়, সে অপর কোনস্থানে আছে।

নরে। ভাই বলনা, যাকে তুমি এত ভালবাস সে কে?

মদ। কি? তোমাকে বলে কি আমি মনোদুঃখে দগ্ধ হব?

নরে। দগ্ধ হবে? কেন? তা হবে না। কিন্তু বল, কে?

মদ। শয্যাগত পীড়িত ব্যক্তির দারুণ কষ্টের সময় বিষয়ের অধিকারী-পত্র প্রার্থনাও যেমন, আন্তরিক পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিকে এরূপ উৎপীড়িত করাও সেইরূপ। আন্তরিক দুঃখের কথা আর্ কি বল্‌বো, আমি একটী প্রমদাকে ভাল বাসি।

নরে। যখন তুমি প্রণয় কথা উচ্চারণ করেচ, তখনই আমি তাই লক্ষ্য করেছিলাম।

মদ। তুমি ঠিক্ লক্ষ্য কত্তে পারো।

নরে। যাহোক, সরল এবং সুন্দর লক্ষ্য পদার্থ অতিশীঘ্রই বিদ্ধ হয়ে থাকে।

মদ। তা বটে—কিন্তু এটি তোমার ভ্রম, এ লক্ষ্য তো সেরূপ নয়। পঞ্চসায়কের সায়ক সন্ধানেও সে কখন আহত হবে না; সরস্বতীর ন্যায় বুদ্ধিমতী, পবিত্রতারূপ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সম্মুখ সংগ্রামে দণ্ডায়মান। কামদেবের বালকোচিত সামান্য পুষ্পশর তার কি অনিষ্ট কর্‌বে? সে কি প্রেমালাপের আক্রমণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, না অবরোধক নয়নদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়? অথবা মুনি-মানস-প্রলোভক সুবর্ণরাশির জন্য কর প্রসারণ করে? সে সৌন্দর্য্যধনেই ধনবতী। কিন্তু যখন জীবনের সহিত তাহার সৌন্দর্য্য-ধনভাণ্ডার বিলয় প্রাপ্ত হবে, কেবল তখনই তাকে দরিদ্র বল্‌তে পারি।

নরে। তবে সে কি প্রতিজ্ঞা করেচে যে, চিরকাল অবিবাহরূপ পবিত্রভাবে জীবন যাপন কর্‌বে?

মদ। হ্যাঁ—সে তাই করেচে, এবং তাই রক্ষা কত্তে গিয়ে নিজের বিস্তর ক্ষতি কচ্চে। সেই কঠিন প্রতিজ্ঞার জন্য সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে তার ভাবিবংশ হতে একেবারে উন্মূলিত হচ্চে। সে অত্যন্ত রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমাকে হতাশ করে, আনন্দসুখ অনুভব

করে। হায়! সে শপথপূর্ব্বক প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়েচে—এই বাক্য শুনেই আমার জীবন একেবারে বিনষ্ট, কেবল তোমাকে বল্‌বার জন্যই জীবিত আছি।

নরে। দেখ, মদন! তুমি আমার মতাবলম্বী হও; তাকে একেবারে বিস্মৃত হও।

মদ। ভাই! আমাকে উপদেশ দাও, তাকে কিরূপে বিস্মৃত হই।

নরে। তোমার নয়নদ্বয়ের স্বাধীনতা সম্পাদন কর, অপরাপর রূপ লাবণ্যবতী ললিত ললনার বিলোলচক্ষুঃ আলোকন করে পরীক্ষা কর।

মদ। তুমি পাগল—এসব কথায় তারই সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত নীলাম্বর কামিনীগণের কমনীয় কপোল প্রদেশ সুখে পরিচুম্বন করে, দেখিলেই মনে হয়, যেন অন্তরে সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রেখেচে। ভাই! রোগবশতঃ অন্ধ হলে কি কখন দর্শনশক্তির অমূল্য সম্পত্তি বিস্মৃত হতে পারে? তুমি যে কোন কমনীয় কামিনীকে দেখাও না কেন, তার সৌন্দর্য্য যেরূপই হউক না কেন, আমার মনে হবে যে, কেহই সেই অনুপম রূপলাবণ্যবতী রমণীর রমণীয়তাকে অতিক্রম কত্তে পার্‌বে না। কদাপি তাহাকে আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিবার তোমার ক্ষমতা নাই।

নরে। ভাই একটা অগ্নি অপর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে নির্ব্বাণ কর্‌তে পারে, অপরের মনোবেদনা দেখ্‌লে নিজেরও অনেক হ্রাস হয়ে থাকে। একের আন্তরিক

শোক অপরের শোক সন্দর্শনে একেবারে নিবৃত্ত হয়। তুমি এখন তোমার নয়নযুগল নব স্নেহরসে সিঞ্চিত কর, পূর্ব্বতন হলাহল একেবারে নিঃশেষিত হবে।

মদ। এ বিষয়ে তোমার হাঁসের মূলই উৎকৃষ্ট।

নরে। কি বিষয়ে?

মদ। তোমার আগ পা ভাঙ্গা বলে।

নরে। মদন! তুমি পাগল হলে না কি?

মদ। না, পাগল হই নাই বটে, কিন্তু পাগলের অপেক্ষা বন্ধনদশায় পড়েছি। কারাগারে আবদ্ধ—অনশন—বেত্রাঘাত—প্রবল যন্ত্রণাভোগ—আর তোমায় অধিক কি বল্‌ব।

নরে। কৌলিক প্রথানুসারে আজ রাত্রে ভীমসেনের বাটীতে তোমার প্রণয়িনী মনোরমা ও চন্দননগরের যাবতীয় সুন্দরিগণ নিমন্ত্রিত হয়েচেন। সকলেই উপস্থিত হবেন। তুমি আমার সঙ্গে চল সেইখানে তোমাকে এক পরমা সুন্দরী রমণী দেখাব; কিন্তু ভাই সরল নয়নে উভয়ের রূপের বিচার ক'র, তা হলেই তোমার রাজহংসীকে বায়সী বলে বোধ হবে।

মদ। যখন আমার সদসদ বিচারক্ষম, ধর্ম্মময় চক্ষু গুণগ্রহণ বিষয়ে এতদূর প্রবঞ্চনা ধারণ করে, তখন নয়নমুক্ত জলধারা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পরিণত হউক, এবংরে চক্ষু! তুই অনবরত জলমগ্ন হয়েও একেবারে বিনষ্ট হয়্‌নি? তোর উজ্জ্বল অধর্ম্ম এবং মিথ্যাবাদিতার জন্য অনলে ভস্মীভূত হওয়া উচিত। আমার প্রেয়সি

অপেক্ষা সুন্দরী! সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে সর্ব্বদর্শী দিবাকরও কখন তেমন সুন্দরী কামিনী আলোকন করেন নাই।

নরে। তাহার নিকট আর কোন সুন্দরী দেখ নাই, সেই জন্যই তোমার চক্ষে এত সুন্দরী বোধ হচ্চে। কিন্তু আজ যে সমস্ত প্রমদাগণ ভীমসেনের ভোজে শোভমান হবে, তাহাদের মধ্যে আমি এমন একটি কামিনীকে প্রদর্শন করাব, যে যদি তুমি তোমার এই স্বচ্ছ পরিমাণ দণ্ডে তাহাকে এবং তোমার প্রণয়িনীকে স্থাপিত কর, তা হলে তোমার নয়ন-মুকুরে যে এত দিন সুন্দরী বলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল, সে আর তাদৃশ কদাপি অনুভূত হবে না। তুমি কেবল তোমার প্রত্যেক চক্ষুদণ্ডে তারই পরিমাণের তারতম্য বিচার করেচ বই ত নয়।

মদ। আচ্ছা চল যাচ্চি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী কামিনী অবলোকন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেবল আমারি হৃদয়-স্বর্ব্বস্বের সর্ব্বাধিক সৌন্দর্য্যেই চিত্ত পরিতৃপ্ত করব।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভীমসেনের বাটীর গৃহ।

এলোকেশী ও কমলা।

এলো। কমলা, বসন কোথায়, তাকে একবার ডাকত। সে কি জানে না যে আজ কালিবাড়ী যেতে

হবে? সেখানে যাত্রা হবে, নাচ হবে, কত কি আমোদ হবে, সকাল সকাল যাওয়াই উচিত।

কম। তোমার মাথা খাই, আমি তাকে কোন যুগে আস্‌তে বলেচি। ও মা, কোথাকার অল্‌বড্ডে মেয়ে গা—আমার মাথাটা খাগ্‌ আমি বাঁচি—ও বসন, বসন!

বসন্ত। (নেপথ্যে) কি গা, কে ডাকচে গা?

কম। তোর মা।

(বসন্তকুমারীর প্রবেশ।)

বস। এই যে আমি,—কি বল্‌চেন মা?

এলো। বল্‌চি। কমলা একবার ও ঘরে যাও ত, আমাদের গোটাদুই কথা আছে; আবার এস—তোমা-কেও বল্‌ব—এর আর লুকচুরি কি—তুমি ত জানই বস-নের আমার বয়স হয়েচে।

কম। বয়স ওর যদি না আমি ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দিতে পারি, তো আমি আমার ইষ্টির মাথা খাই।

এলো। এখন বোধ হয় ১৪ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

কম। চোদ্দ! চোদ্দ হয় ত চোদ্দটা দাঁত উপড়ে ফেলব না? কিন্তু কি বল্‌ব পোড়াকপালির চারটা বই নেই। ভাল, খোলাকাটা অমাবস্যার আর ক দিন আছে?

এলো। দিন সতের।

কম। তা য দিনই থাক, সেই রাত্তিরে ওর চোদ্দ

পুর হবে, আমার ভূতি আর বসি এক বয়সি। আহা! বাছা আমার ছেড়ে গেল—ভাল খাকির ভাল সইবে কেন? কিন্তু কি বলছিলুম্—হ্যাঁ—এই খোলাকাটা অমাবস্যা এলেই বসনের চোদ্দ বৎসর পুর হবে। আমার বেশ মনে আছে, আমি তাঁবা তুলসি গঙ্গাজল ছুঁয়ে আর এঁড়ে গরুর নেজে হাত দিয়ে দিব্বি কর্‌তে পারি। আজ এগার বৎসর হল বাছা আমার মাই ছেড়েছে। সোঁৎ বছর ভুল্‌তে পারি তবু ও দিন ভুলি না—আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি—আজ—এগার বছরের কথা, সেই ভুইকম্পের দিন যেন বেগুনবাড়ীর দেল ঠেস দে বসে আছি—মাইএর বোঁটাতে নিমপাতা বেটে দিয়েছি—তোমরা তখন কাশীতে—আমার বেশ মনে পড়চে—বসি নাচতে নাচতে এসে যেমন মুখ দিয়েচে, অম্নি তেঁত তেঁত বলে তিন হাত পেচিয়ে গেল। সেও আজ এগার বছরের কথা—ভুইকম্পে দেলটা কেঁপে উঠ্‌ল—আমি অম্নি মরি মারি করে উঠে পালালুম; তখন আমার বসি দাঁড়াতে পারত,—না—শেটের বাছা আমার পায়ে হেটে বেড়াতে পারত, এমন কি গুড় গুড় করে দৌড়ুতেও পারত। তারই আগের দিন পড়ে গিয়ে কপাল কেটে ফেলেছিল—আমার তিনি অম্নি—আহা! তিনি এখন স্বর্গে আছেন—আহা বড় আমুদে মানুষ ছিলেন,—তিনি অম্নি দৌড়ে এসে কোলে তুলে কত আমোদ কল্লেন, বল্লেন, ওরে শালি উপুড় হয়ে পড়েছিস্, আচ্ছা, সময়ে আবার চিত হয়েও পড়বি, কেমন বসি? ও ছুঁড়িও অম্নি

কান্দ্‌তে কান্দ্‌তে বল্লে "হ্যাঁ"। কিন্তু এইবার দেখা যাবে কোথাকার জল কোথা মরে।

এলো। কমলা, ঢের হয়েছে, থাম বাছা ব্যগত্তা করি।

কম। আচ্ছা থাম্‌লুম্‌—কিন্তু ওর "হ্যাঁ" বলা মনে পড়লে আর হাঁসি চেপে রাখা যায় না (হাস্য); বল কি গা, কপালটা কেটে গেচে—শুপুরির মতন ফুলে উঠেচে —কাঁদ্‌চে, আর তাঁর সেই কথা শুনেই অম্নি থেমে বল্লে কি না "হ্যাঁ" (উচ্চ হাস্য)।

এলো। এখন তুমি থাম আমি বাঁচি।

কম। আচ্ছা আমি চুপ কর্‌লুম্‌—কিন্তু অনেক কষ্টে বাছাকে মানুষ করেচি, এখন বেটা দেখতে পার-লেই মনের আশ মেটে।

এলো। আমি ঐ কথাই বল্‌তে এসেছি,—কেমন মা বসন, তোমার বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা যায়।

বস। (সলাজে) আমি তার কি জানি? আমি এ সৌভাগ্যের কথা কখন ভাবি নি।

কম। সৌভাগ্য! তুমি কি আপনার মাই খেয়ে আপনি মানুষ হয়েচ?

এলো। ভাবনি, ভাব,—দেখ তোমার চেয়ে ছোট ছোট মেয়েরা ছেলের মা হচ্চে। আমিও তোমার বয়সে ছেলের মা হয়েছিলুম। কিন্তু তুমি আজও আইবুড় রইলে। বীরচন্দ্রকে তোমার মনে ধরে?

কম। কে? কে? বীরচন্দ্র—আহা বাছার বালাই নিয়ে মরি,—যেন মমের পুতুলটী।

এলো। এ সহরে ওর মতন শ্রীমান্ পুরুষ আর দুটী নাই, যেন গোলাপ ফুলটী।

কম। ঠিক বলেচ, কোন্ বেটি ভাঁড়ায়।

এলো। মা, তোমার মত কি? পাত্রটি কি মন্দ? পূজা উপলক্ষে সেও আজ রাত্রে কালীবাড়ী যাবে। সেই সময়ে দেখ ভগবান্ যেন তাকে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করেচেন। তার মুখ দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন সেই সুচারু বদন-কমলে সৌন্দর্য্য সানন্দে সর্ব্বদা বিরাজ কচ্চে। তার সর্ব্বাঙ্গই সুঠাম, যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করে পরিতৃপ্ত আছে। সুচারু নয়ন-যুগলে সরলান্তকরণের পরিচয় প্রদান কচ্চে। মাধবীলতাকে আশ্রয় দান কর্‌লেই এ সুন্দর-সহকার-তরুর সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হবে। বীরচন্দ্রের মুখলাবণ্য নিরীক্ষণ কর্‌লেই স্পষ্ট দেখা যায়, সৌন্দর্য্য স্বহস্তে তুলিদ্বারা সন্তোষ চিত্রিত করে রেখেচে। তুমিও মা আমার স্বর্ণপ্রতীমা-খানি—তোমায় আর বীরচন্দ্রে একত্র হলে সোণায় সোহাগা হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ শুভ কর্ম্ম শীঘ্র সম্পন্ন হয়——তোমার মিলনে সেও যে পরিমাণে সুখী হবে তুমিও ততোধিক—কোনক্রমে কম হবে না।

কম। কম? ও আমার ভালর মাতা খাই, বরং বেশী ত কম কিছুতেই না। স্ত্রীলোকের বাড় ত পুরুষ হতেই।

এলো। এখন স্পষ্ট কথা চাই,—তাকে তুমি ভাল বাস্‌তে পার কি না?

বস। (সলাজে) আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি দেখ্‌ব, কিন্তু বল্‌তে পারি না, দেখ্‌লেই ভাল বাসা হয় কি না? যা হোক্‌ একবার চেয়ে দেখ্‌ব, অধিকক্ষণ ধরে পছন্দ করা আমার কর্ম্ম নয়।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মা-ঠাকুরাণী সকলই প্রস্তুত—নিমন্ত্রিত সকলে কেবল আপনাদের অপেক্ষা কর্‌চেন।

এলো। তুমি যাও, আমরা যাচ্চি—বসন, চল আর দেরি ক'র না, দেশের সকল ভদ্রলোকই আজ উপস্থিত আছেন।

কম। যাও বাছা, দেখে শুনে নিও, যাতে দিন রাত সমান সুখে থাকৃতে পার তারই চেষ্টা কর।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালিবাটীস্থ রায়েদের আমোদ-গৃহ।

বাদ্যকরগণ উপস্থিত দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ।

১ম। রামলোচন কোথায় গেল? সে যে বড় এসে সঙ্গে সঙ্গে কাজ কর্ম্ম করে আমাদের সুসার কচ্চে না? ও আবার আসন সরাবে—আসন তুল্‌বে!

২য়। তুই গেলাস চুম্‌কি গুল সরিয়ে ফেল্। বগি-থালগুল সব নজর করে দেখত। ভাই আমার জন্যে ঐ রাবড়ি বাটিটে সরিয়ে রাখ—আর তুই না কি আমাকে ভারি ভাল বাসিস্ তাই বল্‌চি দরওয়ানকে বলে দে যেন কেষ্টা আর প্যালাকে ছেড়ে দেয়;—অচ্যুত! রামলোচন!

১ম। ওরে ছোঁড়া সব হয়েছে ত।

২য়। তোমাদের বড় ঘরে খুজচে, ডাকচে, কেবল কোথা গেল কোথা গেল এই কথাই হ'চে। আমরা এখানে সেখানে দু জায়গায় ত থাকতে পারি না?—খানিক চট্ পট্ করে কাজ করে নেত বাবা—সবাই মণিব বাড়ীর বড় বড় কাপড় পরি।

[ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান।]

ভীমসেন রায়, নিমন্ত্রিতগণ এবং ছদ্মবেশে মদনের প্রবেশ।

ভীম। মহাশয়গণ! আস্তাজ্ঞা হয়। আমারও এক দিন গেছে যখন আমি ছদ্মমুখে ললিত ললনাগণের শ্রবণ বিবরে চুপি চুপি কত গল্প ক'রতেম; সে সব গল্প শুনে তারা একেবারে মোহিত হত—এখন সে দিন গেছে।—আপনারা আসুন; ওহে গীত বাদকগণ! তোমরা আরম্ভ কর—আরম্ভ কর—সরে যাও—সরে যাও—মাঝখানে যায়গা দাও না—

(গীত, বাদ্য, নৃত্য ইত্যাদি)

ওরে ছোঁড়ারা আরও আলো—আরও আলো—তাকিয়াগুল সরিয়ে দে—আলোটা ফিরিয়ে দে—নিবিয়ে দে, ঘরটা বড় গরম হয়ে উঠেছে। হো—হো—বাহবা—বাহবা—বেশ নাচ হচ্চে—সাবাস—সাবাস—রায় মহাশয় ব'সুন—ব'সতাজ্জা হয়;—বাজি ছোঁড়াতে মানুষ মরে, মনে আছে? সে কত দিনের কথা?

রায়। বোধ হয় ত্রিশ বৎসর।

ভীম। কি বলেন মহাশয়? এত দিন নয়,—রাম! এত দিন কি? কখনই নয়, এই ত সে দিন—সেই হেমলতার বিবাহের সময়। আছা! এই ফুলদোল আসুক না গা, তা হলেও পঁচিশ বৎসরের অধিক নয়।

রায়। না—না তার চেয়ে বেশি বই কি? অনেক বেশি—মহাশয় তার ছেলেরই বয়স পঁচিশের অধিক হবে। তার ছেলের বয়স ত্রিশ।

ভীম। সে কি কথা বলেন মহাশয়? আজ সবে দু বৎসর হল সে সাবালক হয়েছে।

মদ। (জনান্তিকে ভৃত্যের প্রতি)

নীলাম্বর আবরণে কোন্ বিনোদিনী,
ঘনদল মাঝে যেন গুপ্ত সৌদামিনী?

ভৃত্য। মহাশয় আমি বলতে পারি না।

মদ। কিরূপ উজ্জল ভাবে, দীপালোক প্রকাশিবে,
তাই যেন শিখাতেছে হেন বোধ হয়।
যামিনীর সুকোমল কপোল উপরি,

আহা কি পড়েছে তার লাবণ্য-মাধুরী—
কমলা শ্রবণ পাশে, যেরূপ মধুর ভাসে
অমূল্য রতন ; তথা আছে শোভা করি।
এরূপ অমূল্য এই রূপের মাধুরী
ভুঞ্জিবার যোগ্য নয় হেন অনুমানি।
ভ্রমিয়া অবনিতলে, হেন কি রতন মিলে,
এ রূপের যোগ্য নয় কখন অবনী।
বায়সী বিহগী মাঝে, বিরাজে মধুর সাজে,
হিমানী বিশদ যথা কপোত কামিনী ;—
সহচরী মাঝে তথা এই বিনোদিনী।
নৃত্য সমাধান হলে, দেখিব নয়ন মেলে,
দাঁড়ায় কোথায় এই রমণী-রতন।
এ ভুজ কঠিন মম, সুখী হবে অনুপম,
তার সেই ভুজলতা করি পরশন।
হায় এত দিন মম, এ মূঢ় হৃদয়
পেয়েছে কি প্রণয়ের সত্য পরিচয় ?
যদি কিছু পেয়ে থাকে, নির্ব্বাসন দিক্ তাকে,
হে নয়ন ! আর কারে মনে নাহি লয় ;
যথার্থ মাধুরী যেই, হেরিলাম মাত্র এই,
এই যামিনীর মাত্র হইতে উদয়।

বীর। মহাশয় ! এ লোকটার গলার স্বরে স্লেচ্ছ-বংশীয় বলে বোধ হ'চ্চে,—ওরে, আমার তরয়াল খানা

দেত——পাপাত্মা ছদ্মবেশে এসে আমাদের পবিত্র আমোদ নষ্ট কর্‌তে সাহস করে; এখন যদি আমাদের বংশের গৌরব এবং মান সম্ভ্রম থাকে, তা হ'লে এ পাপাত্মাকে এখনি বধ কর্‌বো, এতে আমাদের বিন্দু-বিসর্গ পাপ নাই——

ভীম। কিসের গোলযোগ হে? তোমরা ওদিকে কিসের ঝড় তুলেছ।

বীর। খুড়া মহাশয়! এ ব্যাটা সেন-বংশের, আমাদের চিরশত্রু। পাপাত্মা কি না আমাদের অন্ধকার রজনীর আমোদ প্রমোদ ভঙ্গ কর্‌তে এসেচে।

ভীম। ও কে ও? অল্পবয়স্ক মদন না?

বীর। হাঁ—সেই ত—সেই পাপাত্মা মদনই ত।

ভীম। বৎস! তুমি প্রসন্ন ভাব অবলম্বন কর। ওকে থাকৃতে দাও; দেখ দেখি ওর আকার ঠিক প্রতিভাসম্পন্ন ভদ্র লোকের ন্যায়। যথার্থ বলিতে কি? মদন ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং জিতেন্দ্রীয় বলে এই চন্দন নগর তাহার গর্ব্বে গর্ব্বিত। যদি এই সমস্ত নগরীর যাবতীয় ধন আমাকে কেহ অর্পণ করে, তাহ'লেও আমি আমার নিজ গৃহে এর প্রতি বিন্দুমাত্রও অত্যাচার ক'র্‌ব না। অতএব তুমি শান্ত হও এবং আমার ইচ্ছা এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা পরিত্যাগ কর—যদি এইটি প্রতিপালন কর্‌বার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে সরল অন্তঃকরণে এখানে উপস্থিত থাক—এই সমস্ত ঘৃণা-সূচক মুখভঙ্গী এবং এরূপ সুন্দর আমোদের অনুপযুক্ত আকার দূরীভূত কর।

বীর। যখন এরূপ পাপাত্মা আমাদিগের অতিথি, তখন এরূপ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি ওকে কখনই এখানে থাক্‌তে দেব না।

ভীম। সে থাকুক না কেন? সহ্য করা উচিত। কি সহ্য ক'র্‌বে না! কেন? আমি বল্‌চি চলে যাও— আমি এখানকার প্রভু, না তুমি? তুমি এ বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বে না? তুমি আমার অতিথিগণের মধ্যে একটা ভয়ানক বিবাদ বিষম্বাদ তুল্‌বে দেখ্‌চি! তোমার আর কি কাজ? ঐ ক'র্‌তেই আছ বই ত নয়।

বীর। সে কি খুড়া মহাশয় এ যে বড় লজ্জার কথা।

ভীম। যা—যা—এখান থেকে চলে যা, হতবুদ্ধি বালক বই ত নস্—এরূপ কি বাস্তবিক করা উচিত? এইরূপ বদমাইসিই তোর কালস্বরূপ হবে। তুই আমার প্রতিকূলাচরণ ক'র্‌বি—তা হবে না কেন—উপযুক্ত ভাই পো—এখন সময় হয়েচে;—আমার মন ঠিক বলেচে, তুই এক জন ফুলবাবু হয়েচিস্——যা এখান থেকে সরে যা—হয় শান্ত হয়ে থাক নতুবা—আলো আলো—আরও আলো—যাতে চুপ করিস্ তাই ক'র্‌ব—নির্লজ্জ। সুন্দরিগণ ভাল করে—ভাল করে—মদন এখানে এসে বস।

বীর। (স্বগত) আমার অন্তঃকরণে বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হচ্চে। এদিকে ক্রোধ ইচ্ছার অনুগামী, ওদিকে বলপূর্ব্বক সহিষ্ণুতা ধারণ। এই উভয়ের সম্মিলনে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত—এখন এস্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। এই অনধিকার প্রবেশ আপাততঃ মধুর

বলে প্রতীয়মান হচ্চে, কিন্তু পশ্চাৎ বিষম হলাহলে পরিণত হবে।

[প্রস্থান।

মদন। (বসন্তের প্রতি)

যদ্যপি দূষিত করি, এ অযোগ্য করে ধরি,
পবিত্র প্রতিমা এই, স্বল্প পাপ হবে।
অধর উদাসী দ্বয়, দাঁড়াইয়া ভক্তিময়,
প্রতিমা চুম্বিয়া সেই পাপ বিশোধিবে॥

বস। শুন, উদাসীন্! শুন, বিশেষ দূষিত কেন,
করিবে তোমার ভুজে করি পরশন।
হাতে হাতে উপাসীর, দণ্ডে দণ্ডে সন্ন্যাসীর,
পরশন করি করে পবিত্র চুম্বন॥

মদন। না ধরে অধর তবে, প্রতিমা যাহারা সেবে,
অথবা পবিত্র-চিত সন্ন্যাসী নিচয়।

বস। শুন, উদাসীন্ শুন, তাদের অধর জেন,
স্তুতিপাঠ কালে মাত্র ব্যবহৃত হয়॥

মদন। হে দুর্ল্লভ উপাসিকে, অনুমতি কর।
এখন ভুজের কাজ সাধুক অধর॥
মনে কর, বন্দিতেছে এ অধর দ্বয়।
বিশ্বাস হতাশে নহে পরিণত হয়॥

বসন। যদিও স্বীকার করে স্তুতির কারণ।
সম্মুখীন নাহি হয় উপাসক জন॥

মদন। স্তুতিফল যতক্ষণ, নাহি করি আহরণ,
তবে ততক্ষণ তুমি ক'রোনা গমন।
তোমার অধর লয়ে, আমার অধরে দিয়ে,
হইল ইহার আজি পাপ বিশোধন। (চুম্বন)

বসন্ত। তোমার অধর পাপ লভিল অধুনা,
আমার অধর দ্বয়।

মদন। তাই কি হয়েছে?
আমার অধর পাপ? দাও ফিরি তবে।

বসন। শপথ করিয়া কহ, ফিরি দিতে পারি।

কমলা। বসন্, তোমার মা একটী বিশেষ কথার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন।

মদন। ইহার জননী কে?

কমলা। অপরিণীত যুবক, এঁর মাতা এই গৃহেরই স্বামিনী। যেম্নি শিষ্টাচার, তেম্নি জ্ঞান, আর তেম্নি ধর্ম্মশীলতা। তুমি যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে সে এঁরই মেয়ে,—আমি লালন পালন করেচি;—যে উহাকে আপনার বশে আন্‌বে, সে সত্যসত্যই অমূল্য রত্ন সঞ্চয় কর্‌বে।

মদন (স্বগত) ইনি কি রায়বংশীয়? হায়! কি ভয়ানক ব্যাপার! আমার জীবন চিরশত্রুর ঋণে ঋণী।

নরে। চল, আমরা যাই, নৃত্য প্রায় সমাধা হ'ল।

মদন। আমিও তাই আশঙ্কা কচ্চি, আর অধিক হলে আমার সুখ শান্তি নষ্ট হবে।

ভীম। না মহাশয়! আপনারা যাবার উদ্যোগ কর্‌বেন না; যৎসামান্য জলযোগ প্রস্তুত আছে। এক একটা পান খেয়ে যাবেন। একি এইরূপই হ'ল? তা কেন কেন? আচ্ছা, তবে আপনারা আসুন—এই দিক্ দিয়া যান; ওরে! এই দিকে আরও আলো দে; আসুন—(দ্বিতীয় রায়ের প্রতি) আসুন, আমরা শয়ন করি গে, রাত্র অধিক হয়েছে, চলুন বিশ্রাম লইগে।

[বসন্ত ও কমলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

বসন। হ্যাঁরে কমলা! এই দিকে আয়্ তো; এই ভদ্রলোকটী কে জানিস্?

কমলা। ভৈরব সিং মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বসন। যে এইমাত্র দরজা হ'তে বহির্গত হ'ল?

কমলা। ওই বুঝি আমাদের নলিন।

বসন। সে কে বল দেখি, যাকে বাবা এখানে দাঁড় করালেন?

কমলা। আমি তাকে জানি না।

বসন। যাও, তার নাম জিজ্ঞাসা করে এস দেখি। যদি তার বিবাহ হয়ে থাকে, আমার বাসরশয্যা আমার পক্ষে মৃত্যুশয্যা হবে।

কমলা। তার নাম মদন,—সেনবংশের,—তোমাদের প্রধান শত্রুর একমাত্র সন্তান।

বসন। নিশ্চয় আমার এই বিমল প্রণয় রে।

যারে শুধু ঘৃণা করি সেই হৃদে অধিকারী

সেই জন হতে প্রেম অঙ্কুর উদয় রে।
নিশ্চয় আমার এই বিমল প্রণয় রে॥
নাহি নাম জেনে শুনে আগে প্রেম আলাপনে,
মগন হইল চিত, হায় হায় হায় রে।
অনেক বিলম্বে আমি জানিলাম তায় রে।
এ প্রেম লৌকিক নয় হেন মনে বোধ হয়
ঘৃণিত শত্রুর প্রতি প্রণয় উদয় রে।
নিশ্চয় আমার এই বিমল প্রণয় রে॥

কমলা। ওকি ও! কি বকৃচ?

বসন। একটি গীত,—এই কতক্ষণ শিখিছি, তাই অভ্যাস করৃচি।

(নেপথ্যে। ও বসন্ত!)

কমলা। যাচ্চি, যাচ্চি;—চল, আমরা যাই; সকলেই চলে গেছে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রায়েদের বাগানবাটীর পার্শ্বস্থ ভূমি

মদনের প্রবেশ।

মদন। যখন আমার হৃদয়ই এখানে, তখন কি আর অগ্রসর হতে পারি? হে স্থির প্রাচীর! আর কেন আমার গতি রোধ কর? দ্বার উদ্ঘাটন কর, আমি প্রবেশ করি, দেখি তোমার অন্তরে কি আছে। (প্রাচীর উল্লঙ্ঘন)

নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

নরে। মদন, মদন, ভাই!

হেম। সে বিলক্ষণ বিজ্ঞ, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি সে চুপি চুপি বাড়ি গিয়ে শয্যায় বিশ্রাম লাভ ক'র্‌চে।

নরেন্দ্র। সে এইমাত্র এই দিকে দৌড়ে এলো এবং এই সম্মুখের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'র্‌লে। হেম, তুমি ডাকত ভাই।

হেম। শুদ্ধু তাই কেন দিব্বি দেলেশা দিয়ে ডাক্‌চি—ও মদন! অসম্বদ্ধন প্রলাপিন্—পাগল—একান্ত কাম-বশম্বদ—প্রেম পিপাস্নিন্—তুমি তোমার সেই বিষণ্ণমুখে একবার আমাদের কাছে এস, একটিমাত্র পছ্যময় কথা কও, তাহলেই আমি পরিতৃপ্ত হই—হা হতোস্মিন্—এই কথা একবার মুক্তকণ্ঠে বল;—কেবল প্রণয় ও কপোত এই নামই উচ্চারণ কর;—কাম জননীকে একটী মিষ্ট কথা শুনাও, তাঁর তরুণ-বয়স্ক পুত্র কামদেবকে অন্য নামে আহ্বান কর—যার তীক্ষ্ণ শরসন্ধানে নৃপতি শান্তনুও এক জন সামান্য ধীবর কন্যার প্রণয়-বশীভূত হয়ে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়েছিল।—সে কর্ণপাতও করে না,—চাগেও না—আসেও না,—বানরটা আর কি বেঁচে আছে? যাহউক—আমি পুনর্ব্বার দিব্বি দিয়ে ডাকি,—মদন! তোমার মনোরমার উজ্জ্বল নয়নের দিব্বি, তার সুঠাম ললাটের দিব্বি, তার লাল লোহিত ওষ্ঠ, সুন্দর চরণ-তল, আকম্পিত জানু প্রদেশ এবং তৎসমীপবর্ত্তী পীন জঘনের দিব্বি—তুমি একবার প্রণয়ী বেশে আমাদের সমীপে উপস্থিত হও।

নরে। যদি তোমার এ সব কথা গুলি মদন শোনে, তাহলে নিশ্চয়ই সে তোমার উপর রাগ ক'রবে।

হেম। এতে তার রাগ হতে পারে না, বরং তার মনমোহিনীর প্রতি রাগ বৃদ্ধিই হবে—এমন কি যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়-স্বামিনী তার অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে নিহিত এবং ধর্ম্মতঃ প্রোথিত না করে ততক্ষণ সেই রাগ

সমভাবে অবস্থান ক'রবে,—এই জন্য তার যা কিছু রাগ হতে পারে ;—আমি যে তাকে ঋজুতা ও ভদ্রতার সহিত আহ্বান করেচি—কেবল তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বইত নয় ?

নরেন্দ্র। এস, সে শিশিরময়ী রজনীর সহচর হয়ে তরুগণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েচে—তার প্রণয় ত অন্ধ সুতরাং অন্ধকারই তার উপযুক্ত।

হেম। প্রণয়ের যদি চক্ষু না থকে তাহলে কি সে লক্ষ্য ভেদ ক'র্‌তে পারে ? এখন সে হয় ত সহকার তরুর শীতল তলে উপবিষ্ট হয়েচে এবং মনে মনে তার মনোরমাকে মনোমঞ্জুরি বলে বাসনা ক'রচে।—মদন ! আমি চল্লেম। বিদায়,—এস, আমরা যাই।

নরেন্দ্র। চল. যে দেখা দেবে না মনে করেচে, তাকে অন্বেষণ করা বৃথা।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাচীর অভ্যন্তরস্থিত বাগান ও বাটী।

মদনের প্রবেশ।

মদন। ক্ষত দেখি সেইজন উপহাস করে,
কখন আহত নাহি হয়েছে যে জন।—

(গবাক্ষে বসন্তকুমারীর প্রবেশ।)

নিঃসরিছে কি আলোক বাতায়ন পথে!
এই প্রাচ্য দিক—বসন্তকুমারী তাহে
দীপ্ত দিনমণি। মোহন শোভন!
ভানু!—দেব, উঠ, বধ কুমুদিনী-নাথে,—
হিংসায় মলিন, বিষণ্ণ-বদন যেই,
হেরি—এ মধুর রূপে জিনিয়াছ তারে
হইয়া সেবিকা। সেবনা, সেবনা তারে,
যেহেতু ঈর্ষায় পূর্ণ সেই নিশানাথ,—
তার দাস দাসী যারা, মলিন বসন পরা,
ধুলা মাখা চিরবাস পরিধান করে,
মূঢ়মতি অবলাই, সতত পরিবে তাই,
প্রেয়সি এখনি তায় দাও দূর করে।—
এই যে প্রেয়সি মম, প্রণয় প্রতিমা;—
সে যদি জানিত আমি ভাল বাসি তারে!—
এই না কহিছে কথা;—কই তাতো নয়;
কি ক্ষতি আমার তাতে? আলপিছে তার
আঁখি, উত্তরিব তারে, যা মম মানসে হয়।—
এ অতি সাহস মম, উদ্দেশি আমারে
কভু না কহিছে কথা।——
হায় আহা মরি! যুগল তারকা যেন
আভাময় আঁখিযুগে বন্দিছে যতনে

উদিতে আকাশে, সাধিতে তাদের কাজ
যে অবধি পুনঃ তারা না যায় তথায়।
গগণে নয়ন যদি বদনে তারকা?—
কপোল প্রভায় তারা পাইবেক লাজ
দীপালোক পায় যথা দিবাকর পাশে,
বিস্তারিবে আঁখি হেন উজ্জ্বল কিরণ—
গাইবেক মহানন্দে যত পিককুল,
অনুমানি হল বুঝি নিশি অবসান।
হের কিবা করতলে কপোল বিন্যাসি
রয়েছে প্রেয়সি মম বিষণ্ণ বদনে!
কেন না হইনু আমি তার অঙ্গুরীয়
থাকিতাম সদা ওই করশাখা বেড়ি
স্পর্শসুখ লোভিতাম কপোলযুগলে!

বস। হায়! অভাগিনী আমি!

মদ। কি বলিছে প্রিয়ে মোর——
হৃদয় অপ্সরি! কহ, কহ পুনরায়,—
যেহেতু, নিশীথে মম মস্তক উপরি
শোভিতেছ সেইরূপ, রজনী মাঝারে,
যথা শোভে সুরকুল মোহিনী উর্ব্বশী
বিস্ময়ে গগণ-গত নয়ন সম্মুখে——
আহা! যবে যায় ভাসি গগণ বক্ষেতে
অতিক্রমি ধীরগামী নীরদনিচয়।

বসন। মদন! মদন! কিংহেতু এ নাম তব,
কর অস্বীকার কুল, ত্যজ তব নাম;
অথবা বাসনা যদি না হয় ত্যজিতে,
অথচ পবিত্র মনে ভাল বাস মোরে,—
কি ছার কুলেতে মম, এখনি ত্যজিব।

মদন। আর যা প্রেয়সি কয়, শুনিব কি সমুদয়,
অথবা এখনি আমি কোন কথা কব?

বসন। তোমার ও নাম মাত্র চিরবৈরী মম,
যদিও আচার তব নয় প্রাণনাথ
সেনবংশ অনুরূপ। জীবন রঞ্জন
কুলেতে কি করে বল? নহে হস্তপদ,
নহে অন্যতম কিছু মানব দেহের।
হোক তবে অন্য নাম, নামে কি করিবে?
যে ফুলে গোলাপ বলে করি সমাদর,
দিলে অন্য নাম সৌরভ কোথায় যাবে?—
তেমতি রহিবে তার সুগন্ধ মধুর।
সেরূপ মদনে যদি অন্য নামে ডাকি,
বিনা ঐ নাম রহিবে সমান ভাবে
তার গুণরাজি—অন্যথা কি কভু হবে?—
তবে নাথ ত্যজ নাম—কি ফল নামেতে;
করুন গ্রহণ নাম, করি বিনিময়
দাসীর সর্ব্বস্ব ধন।

মদন। তোমার কথাই প্রিয়ে করিনু প্রমাণ।
একবার নাথ বলি কর সম্বোধন,
ত্যজিব মদন নাম, দীক্ষিত হইব
পুনঃ অভিনব নামে।
বসন। কে তুমি
গভীর যামিনী ভেদি আসিয়া একাকী
গূঢ় অনুধ্যান মম করিছ ব্যাঘাত?
মদন। তব পাশে কি নামেতে দিব পরিচয়,
ভাবিয়া না পাই কিছু; জীবন প্রতিমে!
ঘৃণিত আমার নাম আমারি নিকটে—
তোমার প্রবল শত্রু যেহেতু এ নাম;
যদ্যপি লিখিত মম থাকিত এ নাম,
করিতাম খণ্ড খণ্ড সমূলে ইহারে।
বসন। করে নাই পান মম শ্রবণ বিবর
শত মধুমাখা তব কথার রচনা,
তবুও তোমারস্বরে চিনেছি তোমায়,—
তুমি না মদন? জন্ম সেনবংশ মাঝে?
মদন। উভয়ের কোনটাই নহিলো সুন্দরি,
যদ্যপি তোমার নাহি মনোনীত হয়।
বসন। কেমনে আসিলে হেথা কিবা অভিপ্রায়?
চতুর্দ্দিক এ বাটীর উন্নত প্রাচীরে
বেষ্টিত, সহজ নহে উল্লঙ্ঘন করা;

একাকী হেরিলে হেথা এ ঘোর নিশীথে,
প্রমাদ ঘটাতে পারে, স্বজন আমার।

মদন। প্রেমপক্ষে ভর করি, প্রাচীর লঙ্ঘন করি
আসিয়াছি প্রাণপ্রিয়ে এ ঘোর নিশিতে;
প্রণয় পারেনা হেন কি আছে জগতে?
হিমাদ্রিও প্রেমগতি না পারে রোধিতে,—
তোমার আত্মীয় জনে কি ভয় আমার?

বসন। এই ভয় করে মন, যদি পায় দরশন
নিশ্চয় করিবে তব জীবন সংহার॥

মদন। যদি বিংশ অসি ধরে, একত্র প্রহার করে,
কি ভয় তাহাতে মম, বলনা সুন্দরি;
তদপেক্ষা এ কটাক্ষে আরো ভয় করি॥
সুপ্রসন্ন তব আঁখি, হয় যদি বিধুমুখী,
তাদের শত্রুতা দেখি কি ভয় আমার,—
থাকিব অটল ভাবে সম্মুখে তাহার॥

বসন। সংসারের সারধন, তাতে কিবা প্রয়োজন,
যদি তোমা হেন জন শত্রু হাতে যায়?

মদন। ছদ্মবেশ আছে, তাহে আবরিব গায়।
কিন্তু তুমিমাত্র ভাল বাস, তাহা হলে
দেখুক দেখুক তারা আমাকে এখানে;
সহিয়া তাদের ঘৃণা এ ছার জীবন
ভাল বিসর্জ্জন করা,—কিন্তু প্রিয়তমে!

তোমার প্রণয় আশে, মৃত্যু রোধ করে,
কষ্টেতে জীবন রাখা সেতো ভাল নয়।

বসন। কে তোমায় দেখাইয়া দিল এই স্থান?

মদন। কেবল প্রণয় মাত্র তাহার নিদান।
সেই তো প্রথমে প্রিয়ে, আমায় মন্ত্রণা দিয়ে,
বলিল খুঁজিতে যথা কর অবস্থান;
তার উপদেশে দৃষ্টি করিনু প্রদান।
আমি তো নাবিক নই, জানিনা কেমনে
অর্ণবে অর্ণবযান চালাইতে হয়,
কিন্তু এ অমূল্য রত্ন রহিত যদ্যপি
অপার সাগর পারে, তথাপিও আমি
এ ছার জীবন আশা দিয়া জলাঞ্জলি—
যাইতাম লভিবারে অমূল্য রতন।

বসন। প্রেমময় কথাগুলি, গোপনে শুনেছ বলি,
কপোল হয়েছে মম লোহিত লজ্জায়—
দেখিতে, তিমির যদি না ঢাকিত তায়।
অধুনা বাসনা চিতে সাধুজন এলে,
যে ভাবে আলপে লোকে, আলপিব আমি
সেই শিষ্টাচার সহ; কণ্ঠদেশ হতে
যে সব প্রণয় কথা হয়েচে নির্গত,
অস্বীকারি এবে,—না না বিদাইনু এবে
সেই শিষ্টাচারে—ফল কি তাহারে লয়ে।

তুমি কি আমারে ভাল বাস ? আমি জানি,
উত্তরিবে—ভাল বাসি, কিন্তু শপথিয়া
যদি কহ মোরে তুমি, তবুও বিশ্বসি
নারিবে রাখিতে ইহা পরিণামে কভু ;—
যেহেতু শুনেছি আমি প্রণয়িরা কয়,
ঈশ্বর প্রমোদভরে হাসেন মধুর
নিরখিয়া প্রেমিকের প্রণয় চাতুরী।

সরল মদন !
তুমি কি আমারে ভাল বাস ? সত্য বল,
ধর্ম্মতঃ কি ভাল বাস অন্তর সহিত ?
মনে করিও না সহজে লভিলে মোরে ;—
তাই যদি হয়, হবো মানিনী না হয়
আমি, কহিব না কথা মধুর আলাপে
আর, হেরিব না কভু ও সুধাংশু মুখ
প্রণয় কটাক্ষ পাতে, জানাব না আর
খেলিছে হৃদয় মাঝে প্রণয় লহরী।—
জীবন রঞ্জন ! তা হলে সাধিবে পুনঃ,—
পুনঃ বিশারিবে নূতন প্রণয় জাল
লভিতে হৃদয় মম ; তুষিবে যতনে
মোহিতে মানস ; সখে ! পুনঃ আরাধিবে।
সত্য বটে সুন্দর মদন ! মজিয়াছে
নিতান্ত সরল চিত তোমার প্রণয়ে ;

সে হেতু মনেতে তুমি করিবে নিশ্চয়
আমার তরল মন ;· কিন্তু প্রাণনাথ
যদ্যপি বিশ্বাস থাকে কথায় আমার,
নিশ্চয় জানিও, যে সব কামিনীজন
খেলে চতুরালি, প্রণয়ি আসিলে
প্রকাশে না মুখে প্রণয় মগন মন,—
তাহাদের চেয়ে নির্ম্মল প্রণয় মোর।
পারিতাম প্রকাশিতে আমিও চাতুরী
হৃদয় মোহন! লুকাইয়ে যদি তুমি
না শুনিতে অধিনীর মনোগত ভাব।
এবে ভিক্ষা চাই, ক্ষম অপরাধ মোর—
যদি হয়ে থাকে কিছু। দূষ না আমায়
তরল প্রণয় বলে, হেরেছ যদিও
তামসী নিশার ঘোর তমোরাসি মাঝে।

মদ। আহা দেখ দেখ সই, গগণে উঠিছে অই,
প্রণয়ির প্রিয়তম কুমুদ রঞ্জন।
রজত কিরণ জালে, ফুল্ল ফল তরু ডালে,
আলো করে, তার দিব্য করিনু এখন।

বস। নীরব নীরব সখে, শশাঙ্ক শপথ মুখে,
প্রাণনাথ এন না কখন।
চপল রজনী পতি, মাসে মাসে যে মূরতি,
ভিন্ন ভাব করিছে ধারণ,

পাছে নাথ হয় তব প্রণয় তেমন।

মদ। তবে বল শপথ করিব প্রিয়ে কার?

বস। শপথ হৃদয়নাথ করো নাকো আর।
অথবা বাসনা যদি, হয় তব নিরবধি,
তোমারি করহ দিব্য প্রণয় নিধান,—
মোর পক্ষে তুমি দেবপ্রতিমা সমান;
বিশ্বাস করিবে তব বাক্যে মনঃপ্রাণ॥

মদ। যদি আমি অন্তরের কপাট খুলিয়া
অমূল্য প্রণয়ধনে——

বস। ছি ছি নাথ একি কর, এ শপথ পরিহর;
যদিও তোমাতে মন নিতান্ত মগন,
আনন্দের নহে আজি তোমার মিলন।
অকস্মাৎ অবিচারি, যদি এ প্রণয় করি
লোকে কি বলিবে নাথ; এত অল্পক্ষণ—
চমকে বিদ্যুৎ লতা, দেখ দেখ এই কথা
বলিতে বলিতে যথা হয় সে মগন।
মনোহর! এস তবে আজিকার মত;
প্রেমের মুকুল সবে, সময়ে ফুটিবে যবে
মধুর কুসুম বলে হবে পরিণত,
যেই দিনে পুনঃ হব উভয়ে মিলিত।
বিদায়! বিদায়। নাথ! যামিনী যাপন
করুন বিশ্রাম সুখে হৃদয় মোহন!

যে সুখে সুখিত ছিল আমার এখন ॥

মদ। হায় প্রিয়ে কি কঠোর, মানস চকোর মোর,
ফিরি যাবে তৃপ্ত না হইয়া ?

বস। প্রেমময় ! তৃপ্ত করি বলনা কি দিয়া ?

মদ। প্রেয়সি ! তোমার ঠাঁই, আর কিছু নাহি চাই,
চাই প্রেম বিনিময় শপথ বচন।

বস। এ মন আমার নয়, করিয়াছি বিনিময়,
প্রার্থনার আগে আমি হৃদয়-রঞ্জন !
তবু দিতে পুনরায়, মানস সতত ধায়,
আমারি সকল যদি থাকিত আমার।

মদ। তবে কি বাসনা চিতে ফিরে লইবার ?
কি ভাবে প্রেয়সি তবে এ ভাব তোমার ?

বস। অন্য আর কিছু নয়,—সরল হৃদয়ে
পুনরায় দিতে নাথ মধুর প্রণয়ে।
তথাপি বাসনা করি, পুনরায় অধিকারী
হই নাথ যা ছিল আমার।
অসীম আমার দয়া সম জলধির,
প্রণয় তেমতি সখে ! জেন সুগভীর ;
উভয়ি অপরিমিত, যেহেতু উভয়
অসীম ভাবেতে মনে সতত উদয় ॥

(নেপথ্যে কমলার আহ্বান।)

ভিতর হইতে একি শব্দ শুনি কানে ;

প্রিয়তম! এস তবে—কমলা! যেতেছি আমি—
জীবিত! রহিও মম প্রতি এক মনে।—
বিলম্ব কিঞ্চিৎ, পুনঃ আসিব এখানে।
(প্রস্থান)

মদ। হায় সুখকরি নিশে! ভীত চিত মম,
সকলি ঘটিল বলে এ ঘোর রজনী
মাঝে; কিন্তু অনুমানি সমুদায় স্বপ্ন;
কখন কি হবে প্রকৃত এ সব কথা,—
ঢালি দিল মধু শ্রবণ বিবরে যাহা?

(বসন্তের পুনঃ প্রবেশ)

বস। দুটী তিন কথা মাত্র প্রণয়ি মদন!
নিশ্চয় বিদায় তবে। যদ্যপি মানস
তব অনুরাগ রত, সততা পূরিত,
সখে! থাকে মম প্রতি, অথবা বাসনা
বিবাহিতে এ অধীনে, দিবে প্রত্যুত্তর
কালি, পাঠাইব আমি তোমার নিকটে
প্রেমময়! কোন নারী, বলিও তাহাকে
কোথা কি সময় বাঁধিবে হৃদয় মম
পরিণয় ডোরে? সখে! সমর্পিনু এবে
আমার সর্ব্বস্ব ধন ও পদ কমলে,
যাইব তোমার সহ হৃদয় ঈশ্বর।
অখিল জগত মাঝে যথা যাবে তুমি।

কমলা। (নেপথ্যে) বসন্ত!

বসন্ত। যাই গো।—

পরন্তু, নাহি রয় প্রেমভাব

যদি ও হৃদয়ে নাথ।—

কমলা। (নেপথ্যে) ও বসন্ত, বসন্ত!

বসন্ত। এই যাই, যাই।

তাহলে হৃদয় রত্ন! দাও জলাঞ্জলি,

করেছ যতন যাহা লভিতে আমারে,—

পরিত্যজ মোরে বিষাদ সাগরে নাথ!

তবে কালি পাঠাইব?

মদন। নাচিছে আনন্দে হেন মানস আমার—

বস। এস নাথ! সুখ নিশা শত শত বার!

(প্রস্থান)

মদ। বিহনে তোমার ভাতি, নহে এ সুখের রাতি,

দুঃখের রজনী এ যে শত শত বার॥

প্রণয়িনী যথা যায়, প্রণয় সে দিকে ধায়,

স্বীয় পাঠ হতে যথা বালক নিচয়।

কিন্তু দেখ মনে করি, অনিবার অশ্রুবারি,

উভয়ে পৃথক্ পুনঃ হয় যে সময়,

যেমন বালকগণ যায় পাঠালয়।

(মদনের আস্তে আস্তে গমন)

(বসন্তের পুনঃ প্রবেশ)

বস। শুন প্রাণনাথ ! শুন, বিহগ শিকারী পুনঃ
ভুলায়ে আনিতে পোসা বাজ পক্ষীবর,
উচ্চরবে যথা ডাকে, বাসনা আমার সখে
সেইরূপ স্বরে তোমা ডাকি প্রিয়বর।
কিন্তু নাথ ! প্রণয়ের সুদৃঢ় বন্ধন,
বৈরভাব ধরিতেছে ভীত তাই মন।
নহে নাথ হেন স্বরে, ডাকিতাম বারে বারে,
বিদীর্ণ হইত গুহা প্রতিধ্বনিময়,
মদন মদন নাম, মুক্তকণ্ঠে ডাকিতাম
করিতাম গহ্বরের মুখ বায়ুময় ;
আরো তীক্ষ্ণ সম সখে জানিহ নিশ্চয়।

মদ। এ নয় অপর সই, আমার হৃদয় বই,
ধরিয়া আমার নাম ডাকিছে যে জন।
প্রণয়ি রসনাদ্বয়, মধুর অমৃতময়,
নিশায় কেমন করে মিষ্ট আলাপন—
যেমন ললিত গীত পাতিলে শ্রবণ।

বস। মদন ! (নেপথ্যে—বসন্ত)

মদ। প্রেয়সি !

বস। রজনী বিগত হলে, কালিনাথ প্রাতঃকালে,
পাঠাইব বলুন কখন।

মদ। প্রায় নটা বেলা প্রিয়ে হইবে যখন।

বস। কভু না ভুলিব, ভুলিব তাহলে
বিংশতি বৎসর নাথ! অহো প্রিয়তম!
বিস্মরিনু আমি কি হেতু ডেকেছি পুনঃ,
মদন। প্রেয়সি!
অপেক্ষিনু তবে যাবত না আসে মনে।
বস। তোমার মিলন সুখ করি অনুভব,
থাকিলে হৃদয় নাথ পাশরিব সব॥
মদ। শুন শুন প্রাণসই, আমারো বাসনা ওই
অপরে হৃদয়ে যথা যাওলো পাশরি,
আমি মাত্র হৃদয়ের হই অধিকারী।
বস। যামিনী বিগত প্রায়, আসুন এখন
তবে; কিন্তু তবু বিলাসিনী প্রমদার
পালিত বিহগ হতে দূরতরে নাথ!
যেওনা বাসনা;—উড়াইয়া দেয় তায়
ভুজলতা হতে, বাঁধা ডোরে, বন্দী যথা,
আকর্ষিয়া সূত্র পুনঃ ফিরায় তাহারে
ঈর্ষি তার স্বাধীনতা ভালবাসা হেতু।
মদ। আমিও বাসনা করি হই তব পাখী।
বস। আমারো বাসনা তাই, সুধার আধার!
তা হলে যতন করে, এ হেন আদরভরে,
পালিব তোমারে আমি জীবনরঞ্জন!
আদরে, যতনে তব নাশিবে জীবন।

সুখনিশা প্রেমময়, বিদায় অমৃতময়,
বিষাদ এমতি নাহি করে বিসৃজন ;
প্রভাত অবধি সখে, সতত আনিব মুখে
সুখ নিশা সুখ নিশা, মধুর বচন।
[প্রস্থান।]

মদ। নিদ্রা-মুকুলিত আঁখি, হউক তোমার সখী,
শান্তি সুখ অনুভব করুক হৃদয়।
সেই নিদ্রা সুখকরী, সেই শান্তি হৃদে ধরি,
সুখে যাপিতাম নিশা হেন মনে হয়॥
এবে সেই নিরালয়ে, যেতে হবে দেবালয়ে,
যথা মঠ অধিপতি ধার্ম্মিক প্রবর।
তাঁহার সাহায্য চাই, বর্ণিব তাঁহার ঠাঁই,
আমার সৌভাগ্য কথা অতি মনোহর।
(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

পুষ্পাধার হস্তে গুরুদেবের প্রবেশ।

গুরু। প্রভাতকাল লোহিতলোচনে ভীষণ-মুখী ক্ষণদার প্রতি মৃদুমন্দ হাস্য বিকিরণ করিতেছে,

প্রাচ্যদেশস্থ মেঘাবলী আলোক কিরণে রঞ্জিত হইয়া বিচিত্র শোভায় শোভমান্, কর্ব্বুরীকৃত তমিশ্রা পীতমন্থা সুরাপায়িদিগের ন্যায় দিবসের পথ ও সূর্য্যের অগ্নিময় স্যন্দন চক্র হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছে। এক্ষণে সহস্ররশ্মি তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবিকারি তেজোময় চক্ষুঃ বিবর্দ্ধিত করিয়া দিবসের প্রসন্নতা সম্পাদন এবং বিভাবরীর তুষারনিস্যন্দি শিশিররাশি পরিশুষ্ক করিতে না করিতেই আমি সুরভি বিল্বপত্র এবং মকরন্দ নিঃসারি প্রসূন চয়ন করিয়া পুষ্পাধার পরিপূর্ণ করি।

(পুষ্পাচয়ন)

এই ভূতধাত্রী পৃথিবীই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রকৃতির একমাত্র উৎপাদিকা এবং তাহারই সমাধিমন্দির স্বরূপ। যেস্থানে সকলেই সমাহিত হইতেছে তাহাই তাহার একমাত্র জরায়ু। আমরা যে দিকে নেত্র প্রসারণ করি না কেন, সেই দিকেই পর্য্যবেক্ষণ করি যে, এই পৃথিবীরই জরায়ু হইতে আবির্ভূত হইয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন সন্তান সমূহ নৈসর্গিক স্তন্য দুগ্ধ পান করতঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অধিকাংশই তাহাদের সদ্গুণে সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, কেহই অসম্পূর্ণ নহে, তথাপি সমুদায়ই পরস্পর বিভিন্ন। পরমপাতা পরমেশ্বরের অনুকম্পা অপরিমিত ও অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতাশালিনী। কি উদ্ভিদ, কি বল্লরী, কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরুহ, কি পর্ব্বত, কি তাহাদিগের যথার্থ বিরাজিসদ্গুণরাজি, সর্ব্বত্রই বিরাজমান্। যে কিছু উৎ-

পাদিত হইতেছে সকলিই উৎকৃষ্ট ও মানব ব্যবহারের প্রধান উপযোগী; কিন্তু যথাস্থানে বিনিযোজিত না হইলে ধর্ম্ম যেরূপ পাপ রূপে পরিণত হয়, এবং কার্য্য কলাপ দ্বারা পাপও যেরূপে উজ্জ্বল আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেই রূপ ঈশ্বর সৃষ্ট মানবগণের ব্যবহার বিপর্য্যাসে ধরণীজাত দ্রব্যজাতও সময়ে সময়ে স্খলিত হইয়া থাকে। এই সামান্য কুসুমের অভিনব কোরকেও বিষম হলাহল ও ভৈষজ্য শক্তি অবস্থান করিতেছে; আঘ্রাণ কর, হৃদয়ের সমস্ত অংশেই প্রমোদ রসের সঞ্চার হবে, কিন্তু একবার আস্বাদন করিলেই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত এককালে বিনষ্ট হয়। কি ঔদ্ভিজ্য পদার্থ,কি মনুষ্য, উভয়েই এই রূপ পরস্পরে বিরোধী দুইটী প্রবল শত্রু অধিপতির ন্যায় আধিপত্য বিস্তার করে—দয়া ও মন্দ বাসনা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যখন নীচ গুণের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনিই আশ্রয় পাদপ অন্তঃসার শূন্য হইয়া উৎপাটিত হয়। যাহা হউক এই তো পুষ্পাধার পরিপূর্ণ হল, এখন এই নবীনর্দভ সুশোভিত প্রদেশে স্থাপন করি।

মদনের প্রবেশ।

মদ। পিতঃ! প্রণাম, আজি সুপ্রভাত।

গুরু। কোন্ প্রাভাতিক-স্বর আমাকে এত মধুর স্বরে অভিবাদন কচ্চে। বৎস! এত শীঘ্র তোমার শয্যা হইতে বিদায় গ্রহণ করাতেই প্রতিপন্ন হচ্চে, তোমার

চিত্ত অসুস্থতায় পরিপূর্ণ। চিন্তা প্রত্যেক বৃদ্ধ লোকের নয়নদ্বয়ের উপর অপ্রমত্তভাবে জাগরিত থাকে; যেখানে চিন্তা বাস করে, নিদ্রা সেখানে অবস্থান করিতে পারে না, কিন্তু যেখানে অনাহত তরুণ বয়স্ক যুবা বিষয়ান্তর বিরত মানসে শয়নোপরি স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিনিবেশিত করে, সে স্থানে সুবর্ণময়ী নিদ্রা-দেবি আধিপত্য স্থাপন করে থাকেন। সেই হেতু তোমার ঊষাকালে শয়ন পরিত্যাগ দেখে আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে কোন অসুস্থতা প্রযুক্তই গাত্রোত্থান করেচ, অথবা যদি তাই না হয়, তবে নিশ্চয় বল্‌তে পারি আমাদের মদন অদ্য রজনীতে শয্যা-সুখ অনুভব করে নাই।

মদ। দেব! এই শেষোক্তিই যথার্থ, অপেক্ষাকৃত মধুর বিশ্রাম সুখেই ছিলাম।

গুরু। ঈশ্বর পাপ মার্জ্জনা করুন্। তুমি কি মনো-রমার সহিত অবস্থিতি কচ্ছিলে?

মদ। মনোরমার সহিত? ধর্ম্মময় পিতঃ। কখনই না? আমি ঐ নামে একবারে বিস্মৃত হয়েচি, ঐ নামে দুঃখমাত্র।

গুরু। আচ্ছা প্রিয় বৎস! তবে তুমি কোথায় ছিলে?

মদ। আমাকে আর জিজ্ঞাসা কত্তে হবে না, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌বার পূর্ব্বেই আপনাকে বল্‌বো। আমি আমার শত্রুর সহিত আমোদ প্রমোদে মগ্ন ছিলাম;

কিন্তু অকস্মাৎ আমাকে যখন একজন প্রহার কল্লে, আমিও তাকে প্রতিপ্রহার কল্লাম। এখন উভয়েরই আরোগ্য আপনার সাহায্য ও পবিত্র ঔষধের উপর নির্ভর কচ্চে। পবিত্রকারিন্ ভগবন্! আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ঘৃণার উদ্রেক নাই, যেহেতু আমার এই উপকার প্রার্থনা শত্রুকে অবলম্বন কচ্চে।

গুরু। বৎস! স্পষ্ট বল, তোমার অভিপ্রায়ে সরলতা অবলম্বন কর। প্রহেলিকার সহিত বর্ণনা কল্লে পরিণামেও প্রহেলিকাতে পর্য্যবসিত হবে।

মদ। তবে স্পষ্টরূপে অবগত হউন; আমার অন্তঃকরণের প্রগাঢ় অনুরাগ ঐশ্বর্য্যশালী ভীমসেনের রূপলাবণ্যবতী দুহিতার প্রতি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়েচে। সকলিই মিলিত, কেবল পবিত্র পরিণয়ের সহিত সম্মিলিত হলেই হয়। কোথায়, কোন্ সময়ে, এবং কিরূপে আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ করি, পরস্পর প্রীতিজনক সদালাপে মগ্ন হই, তাহা আপনাকে পরে নিবেদন করিব। কিন্তু দেব! মিনতি অদ্যই আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন কত্তে সম্মতি প্রকাশ করুন্।

গুরু। পবিত্র ব্রাহ্মণ্যদেব! এ কি পরিবর্ত্তন! যে মনোরমাকে তুমি অন্তরের সহিত এত ভাল বাস্‌তে, তাকে এত শীঘ্রই পরিত্যাগ কল্লে? তরুণ বয়স্কদিগের প্রণয় অন্তরুদ্ভূত নয়, কেবল চক্ষেই তাদের প্রণয়। মনোরমার জন্যে কি লবণময় জলরাশি তোমার পাণ্ডবর্ণ কপোল প্রদেশ ধৌত করিছে; জানি না, তোমার

প্রণয় পরিপাকের নিমিত্ত কিত অধিক পরিমাণে লবণাম্বু ব্যয়িত হয়েচে, নতুবা আস্বাদনে পরাঙ্মুখ হবে কেন? নলিনী-নায়ক এ পর্য্যন্তও তোমার বিষাদ-নিঃশ্বাস গগণ-মণ্ডল হইতে নিরাকৃত করেন নাই; তোমার পূর্ব্বতন বিলাপ বাক্য বিন্যাস এখনও আমার বার্দ্ধক্যনীত শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত; দেখ, এখনও তোমার কপোলদেশে পূর্ব্বমুক্ত অশ্রুরেখা অবস্থিত, এ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ ধৌত হয় নাই। তুমি ও তোমার মনোদুঃখ সকলিই ত মনোরমার জন্য। বস্তুতঃই তোমার কি চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়েচে? তবে কাজেই বল্‌তে হলো।—

পুরুষেরি মন যদি দৃঢ় নাহি রবে
অবলা কামিনী কেন পতিত না হবে।

মদ। মনোরমার প্রতি অনুরাগ দেখে, আপনি কতবার উপহাস করেচেন্।

গুরু। বৎস! অনুরাগের জন্য নয়—কেবল তাকে আরাধনা কর্ত্তে বলেই।

মদ। এবং আপনি সেই অনুরাগ ভূগর্ব্ভে নিহিত কর্ত্তে বলেচেন্।

গুরু। তা বটে, কিন্তু এক অনুরাগ নিহিত করে, অপর অনুরাগ অবলম্বন কর্ত্তে বলি নাই।

মদ। প্রার্থনা করি, আর উপহাস করবেন্ না। অধুনা যে কামিনীকে আমি প্রণয়পাশে আবদ্ধ করেচি, সে আমার দয়ার প্রতিদয়া, এবং প্রণয়ের প্রতিপ্রণয়

অনুমোদন কচ্চে—কিন্তু অপ্সরা এরূপ ভাব কখনই প্রকাশ করে নাই।

গুরু। হুঁ—সে বিলক্ষণ জেনেচে, তোমার প্রণয় যেমন তেমন পড়্‌তে পারে বটে, কিন্তু বর্ণফলার সহিত রীতিমত উচ্চারণ অথবা অক্ষর বিন্যাস কত্তে পারে না। যা হউক, এস, কেন কম্পিত হও? আমার সহিত আগমন কর। আমি এক প্রকার তোমার অনুকূলতা কর্‌বো; কারণ, এই প্রণয়মিলন পরিণামে এরূপ সুখজনক প্রতিপন্ন হবে যে, তোমাদের কুলক্রমাগত বিবাদবন্ধন মুক্তিলাভ করে বিশুদ্ধ স্নেহ অবলম্বন কর্‌বে।

মদ। আঃ—আসুন্—আমরা এস্থান হইতে যাই চলুন; দ্রুতগমনেই আমি প্রস্তুত——

গুরু। বৎস! বিবেচনার সহিত এবং আস্তে আস্তে—জাননা, দ্রুতগমন কল্লেই পদস্খলন হয়॥—

[নিষ্ক্রান্ত]

পট-পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ পথ।

(হেমচন্দ্র ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

হেম। সে ভূতটো এখন কোথায়? মদন কি গত রজনীতে বাটী আসে নাই?

নরে। না—সে বাটী আসে নাই, আমি তার লোকের মুখে শুন্‌লাম্।

হেম। কেন বল দেখি সেই মলিনবদনা কঠিন-চিত্তা বিলাসিনী মনোরমা তাকে এত যন্ত্রণা দিচ্চে?—এ যে নিশ্চয়ই উন্মত্ত হয়ে পড়্‌বে।

নরে। পরিণত বয়স্ক ভীমসেনের আত্মীয় বীরেন্দ্র, মদনের পিতার নিকট এক খানা পত্র পাটিয়েছে—

হেম। নিশ্চয়ই সেই রাত্রের ঘটনা সকল লিখে পাঠিয়েছে, আর তার প্রতিশোধ নেবে বলেছে।

নরে। মদনই তার প্রত্যুত্তর কর্‌বে।

হেম। যে লিখ্‌তে জানে, সে এক খানা পত্রের প্রত্যুত্তরও দিতে পারে।

নরে। তা নয়, সেই পত্র-স্বামিকে প্রত্যুত্তর লিখ্‌বে,—কেমন স্পর্দ্ধাসূচক সাহসের প্রতিসাহস প্রদর্শন কত্তে পারে।

হেম। হায়, হতভাগ্য মদন, সে ত মরেই আছে? এক জন শুভ্র-বিলাসিনীর কজ্জ্বল-নয়ন-বাণেই দৃঢ় বিদ্ধ, একটী প্রণয়-সঙ্গীতেই তার শ্রবণ-বিবর আহত;—অন্ধ কামদেবের নবকুসুমাস্ত্রেই তাহার হৃদয় বিদীর্ণ। সেকি এখন বীরেন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত হবার উপযুক্ত?

(দূরে মদনের প্রবেশ।)

নরে। ঐ—এদিকেই মদন আস্‌চে।

হেম। তাইতো মুখখানি মলিন ও শুষ্ক। প্রভু

এখন ঠিক অভিরাম গোস্বামীর মত পদ্যে বাহাদুরী খেলিয়েছেন, তার স্ত্রীর কথা কি বল্‌বো, বাসন মেজে মেজেই জন্মকাল্‌টা গেল, আবার কেউ তাকে পদ্য শুনিয়ে মোহিত কর্‌বে, এইটী ভারি ভাল বাস্‌তেন্‌। গেলাম আর কি;—দময়ন্তী, তারতো মলিন বস্ত্রেই জীবন শেষ হ'ল; দ্রৌপদী,—এত শঠ আর ধূর্ত্ত কেউ আছে না কি? অহোল্যা আর কুন্তী, তারাতো ভয়ভীত এবং বেশ্যামধ্যেই গণ্য। উর্ব্বশী তার্‌তো গতিকই আর এক রকম, কেউ মনের মত নয়। মদন! আলেকম্‌ ভাই, পার্‌সি ভাষায় তোমাকে সম্ভাষণ করা যাচ্চে, তুমি নাকি পারস্য দেশের পাজামা পরিধান করেচ? যা হউক গতরাত্রে বেশ সুন্দর জাল্‌ খাটিয়েচ।

মদ। নমস্কার ভাই, আমি কি জালিয়াত, কি জাল খাটিয়েছি ভাই?

হেম। সেকি মহাশয়! সেকি, আপনি বুঝ্‌তে পাচ্চেন্‌ না।

মদ। আমাকে ক্ষমা কর, আমার একটা মহৎ কার্য্য ছিল, এবং আমার মত অবস্থায় কোন ব্যক্তি পতিত হলে বন্ধুবর্গের প্রতি প্রিয়সম্ভাষণ রোধ কত্তে পারে।

হেম। কেবল, এ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারা যায়, যে তোমার মত অবস্থার লোক পঞ্চাঙ্গ প্রণিপাত কত্তে বাধ্য হয়ে থাকে।

মদ। তুমি কি প্রিয়সন্তোষণকে উদ্দেশ করে এই কথা বল্‌চো।

হেম। তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেচো।

মদ। বেশ পরিষ্কার ব্যাখা হয়েচে।

হেম। আমার শিষ্টাচার কম্ পরিপক্ক না কি?

মদ। কম্ পরিপক্ক কে বলে, পাকা ডালিমের মত, একবারে ফেটে পড়েচে।

হেম। তুমিতো কেবল ডালিম ডালিম করেই সারা হলে, আর কি। আমি কেন ডালিমের মত ফাট্‌বো, যাওনা কেন? মনোরমার সুকোমল প্রণয়তরুবরে অমৃত সদৃশ দাড়িম্ব ফল পক্ক আছে, আহার করগে।

মদ। কিসে করে পক্ক হলো, রন্ধন না কল্লে তো আর পক্ক হয় না, তোমার মত উপযুক্ত পাচকে যদি রীতিমত রন্ধন করে, তাহলেই বিলক্ষণ পক্ক হবার সম্ভাবনা।

হেম। বাহবা, বেশ ঠাট্টা শিখেচ, আমি একবারে মলাম আর কি?

মদ। এত অল্প বয়সে; হতভাগা, তা হলে কুমারীর দশা কি হবে; ছি, অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে।

হেম। নরেন্দ্র! মদনকে ধর ধর, ও যে একবারে উন্মত্ত হয়ে পড়্‌বে, এখনি আবার নারায়ণ তৈলের অনুসন্ধান কত্তে হবে।

মদ। তোমাকে চেষ্টা কত্তে হবে না, তুমি নাকি

এখনিই ম'ত্তে চল্লে, অতএব তোমারই অন্তে নারায়ণ বিশেষ প্রয়োজনীয় ?

হেম। ছোকরাকে ধর হে—তবু ভাল, এত রসিকতা, তবু মনোরমার মনঃ মোহিত হয় নাই।

মদ। কি করি, তা হলো হলই।

হেম। দেখ দেখি তোমার চরিত্র এখন কত সংশোধিত হয়েছে;এই সমস্ত আমোদ প্রমোদ কি প্রণয়-বিলাপ অপেক্ষা মধুর নয়? এখন ঠিক্ মদন, এখন তুমি তোমারই মতন হয়েচ, তোমার যেরূপ স্বভাব, অবিকল তাই হয়েচে? অপরিমিত প্রণয়তো আর কিছুই নয়, কেবল উন্মাদ, চারি দিকে পর্য্যাকুল চিত্তে ধাবমান হয়, ভাল কি মন্দ কিছুই দেখ্‌তে পায়না, কেবল গভীর কূপেই পতিত হয়।

নরে। থাম হে থাম, ও সব কথার আর প্রয়োজন নাই।

হেম। আচ্ছা আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমার যা বক্তব্য বল্লাম, এইখানেই আমার বক্তৃতা বিশ্রাম লাভ করুক্।

মদ। ওহে, এদিক পানে একটী গাই আসিচে দেখচি।

(দূরে কমলা ও পঞ্চুর প্রবেশ।)

হেম। ও বাবা এযে পাটনেয়ে।

কম। পঞ্চু!

পঙ্কু। কেন গা ?

কম। পঙ্কু, আমার পাখী ?

হেম। ওরে পঙ্কু, মাগীটার মুখে ঢাকা দে, পাখাটী মুখ হলে বরং ভাল দেখাবে।

কম। হাঁগা, তোমরা এখানে কে সব দাঁড়িয়ে আছ ?

হেম। ওগো আমরা এখানে কেশব দাঁড়িয়ে আছি।

কম। বেশ্ বেশ্, তোমাদের কেউ বল্‌তে পার মদন কোথায় ?

হেম। মদন, সে বোধ হয় যুবতী স্ত্রীলোকের কটাক্ষে, অথবা বসন্তের সহিত ভ্রমণ কচ্চে।

কম। না, না, সেতো বসন্তের কাছে নাই, আমি এইমাত্র সেখান থেকে আস্‌চি।

হেম। তা হতে পারে বটে, তুমি ঠিক একজন বসন্ত-দূতিকা।

কল। হাঁ মহাশয় হাঁ।

হেম। তোমার বাগান্ নিত্য জোগান্
দিচ্চে নূতন ফুল।
গোলাপ টগর ডাগর ডাগর
মল্লিকে বকুল॥
তাদের সব্ কেমন কলি, দেখ্‌লে অলি
দম্ ফেটে দম্ রাখে।

হেল্‌চে দুল্‌চে, কেমন খেল্‌চে
হাত বাড়ায়ে ডাকে ॥
নিত্যই মালি, রাখ্‌চে হালি
জল ঢালি তার মূলে।
দম্‌ ফেটে যায়, বলিব কাহায়
দেখ্‌লে বাগান ফুলে ॥

কম। ওকি বল্‌চো, তোমরা কেমন লোক গা? মদন কোথায় জান?

মদ। এইতো আমি এক জন সেন বংশীয়, আমারও ঐ নাম।

কম। আমি তোমারই কাছে এসেছি।

[মদনের কমলার নিকট গমন ও কথোপকথন]

হেম। হল কি হল কি, করে কি করে কি,
দুজনে দুজনে চেয়ে।
মজিল মজিল, ডুবিল ডুবিল
লাজের মাথায় খেয়ে ॥
শ্রবণে শ্রবণে, দাঁড়ায়ে দুজনে,
মজিল কথার রসে।
কি হবে থাকিয়া, মদনে বাঁধিয়া,
বুঝিবা যাইবে বাসে।
রমণী নয়ন, মদনমোহন,
মরিগো মরিগো হেসে।

বল্‌চি তরওয়াল খুল্‌তেম্‌। যদি আইনে না বাধে, দরকারে হলে আমিও অন্যান্য লোকের মত চট্‌পট্‌ তরওয়াল ধর্‌তে পারি।

কম। পরমেশ্বর জানেন, আমি এত চটে গেছি যে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌ থর্‌ কচ্চে; নরাধম, ধূর্ত্তের শিরোমণি। মহাশয় ? একটী কথা; আমিতো বলেইচি আমার নবীনা দেবী আপনার অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তাঁহাকে প্রলোভিত করে কৃত্রিম স্বর্গে নিয়ে যান্‌, তাহলে তাঁর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার হবে। দেখুন দেবীর বয়স অল্প, অবলা ভাল মন্দ কিছুই জানে না, অতএব যদি তাঁর সহিত চাতুরি খেলেন্‌ তাহলে নিশ্চয়ই ভদ্র কন্যার প্রতি মন্দ আচরণ ব্যতিত আর কিছুই করা হয় না, —তিনি এরূপ ব্যবহারের কদাপিই উপযুক্ত পাত্রী নন্‌।

মদ। কমলা, তুমি তোমার দেবীর নিকট আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাওগে। আমি তোমার নিকট শপথ কচ্চি——

কম। এখনিই তাঁকে এই সব গুলি বল্‌বো, আহা শুনে তিনি কতই খুসি হবেন।

মদ। তুমি তাঁকে কি বল্‌বে! কমলা মন দিয়ে শুন্‌চ না যে ?

কম। মহাশয়! আমি বল্‌বো যে আপনি শপথ করেচেন; আর আমার মতে ইহাই ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট।

মদ। তাঁকে কোনরূপ কৌশলে অদ্য বৈকালে দেবালয়ে আস্‌তে বলগে, তিনি যেন গুরু দেবের মন্দিরে উপস্থিত হন্। সেই খানেই ধর্ম্ম সাক্ষী করে গান্ধর্ব্ব মতে আজ বিবাহিতা হবেন্। আর তোমার কষ্টের জন্য এই নাও।

কম। না মহাশয়, বাস্তবিক বল্‌চি এক পয়সাও না।

মদ। আচ্ছা যাও, এর্ পরে যা হয় হবে।

কম। আজ্ বৈকালা মহাশয়?—আচ্ছা, তিনি সেখানে উপস্থিত হবেন।

মদ। কমলা, একবার এই দেবালয়ের প্রাচীরের পাশে দাঁড়াও, এখনিই আমার একজন লোক তোমার নিকট উপস্থিত হবে এবং সিঁড়ীর মত কতকগুলি দড়ি-দাড়া আন্‌বে; ইহাই নির্জ্জন রজনীতে আমার আনন্দ-লতিকার নিকট আরোহণে যথেষ্ট সহায় হবে। এখন এস, দেখ, যেন বিশ্বাস ভঙ্গ না হয়, আমি তোমার কষ্টের প্রতিশোধ কর্‌বো।এস,—তাঁকে আমার মিনতি জানাও গে।

কম। জগদীশ্বর আপনাকে সুখী করুন; শুনুন্ মহাশয়!

মদ। কমলা, আর কি বল্‌বে?

কম। আপনার লোক্‌টী বিশেষ বিশ্বস্ত তো? সেতো এই গূঢ় চক্রান্ত প্রকাশ কর্‌বে না? সকলেই বলে থাকে—ছ-কান হলেই মন্ত্রণা ভেদ হয়।

মদ। তোমাকে নিশ্চয় বল্‌তে পারি, আমার লোকটী চির-বিশ্বস্ত, তাহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কম। উত্তম মহাশয়——

আমাদের দেবী, কিবা মুখ-ছবি
কিরূপ মাধুরি তার।
তাহারি কারণ, সাধু একজন
হয়েছে চরম সার॥
বীরচন্দ্র নাম, সহরেই গ্রাম
হয়েচে ব্যাকুল প্রায়।
কিন্তু এই ধনী, কি কব কাহিনী
কভু না তাহারে চায়॥
নয়নে হেরিলে, যায় শীঘ্র চলে
বিরস বদন শশী।
আমি এই দেখে, রাগাই তাহাকে
কখন কখন বসি॥
বীরচন্দ্র গুণ, বলি পুনঃ পুনঃ
প্রশংসা তাহারি করি।
শুনিয়া অমনি, তোমার মোহিনী
বদন করেন ভারী॥
দুঃখেতে ভাসিয়া, যায় শুকাইয়া
তাহারি কপোল দেশ।

মলিন বদন, হয় অনুক্ষণ
না থাকে সুখের লেশ ॥
আমরি মদন, দেখিতে মদন
উভয়ে সমান নাম।
তাহারি কারণে, সঁপেছে জীবনে
অবলা সুধার ধাম ॥

মদ। তোমার দেবীর নিকট আমার মিনতি জানাইও।

(প্রস্থান)

কম। শত শত বার।—পঞ্চু?

পঞ্চু। কেন গা।

কমলা। এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভীমসেনের উদ্যান।

বসন্তকুমারীর প্রবেশ।

বস। নটার সময়ে তারে, পাঠানু যতন করে,
বলিল আসিব ফিরে দণ্ডটাক পরে—

যথায় জীবন ধন, বুঝি তার অন্বেষণ,
কোনরূপে হতভাগি করিতে না পারে ;—
নতুবা বিলম্ব এত কি কারণে করে ?
তাই কি ? মনেতে হেন না হয় উদয় ;
বিকল চরণ যার, এ কাজ কি সাজে তার,
প্রণয়ের বার্ত্তাবহ চিন্তা যদি হয়—
মোর মতে ভাল তবে হয় সুনিশ্চয় ॥
নলিনী-নায়ক কর, যাইতেছে নিরন্তর
ছায়াময় দেশ যত পশ্চাত করিয়া,
ধাইছে প্রবল বেগে নত শৈল দিয়া—
তার দশগুণ জোরে, এ চিন্তা যাইতে পারে,
উচিত চিন্তার প্রেম বার্ত্তাবহ হওয়া।
দ্রুতগামী পাখা-বলে, কপোত কপোতী মিলে
করিতেছে সুধাময় প্রেম উপার্জ্জন।
তাই ত মদন পাখা, যেমন অনল সখা
সমীরণ, তথা দ্রুত করে সে গমন ॥
হায় বিভাবসু এবে, মধ্যাহ্ন পর্ব্বতে সেবে
গগণের মধ্য দেশ করেছে আশ্রয়—
নটা হতে দ্বিপ্রহর বিষম সময় !
হায় ! তিন ঘণ্টা কাল যাইতে না চায়—
এখন এলোনা ঝি যে কি করি উপায় ॥
যদি সে ধরিত স্নেহ, অথবা ধরিত

যৌবন সতেজ রক্ত, অবশ্য আসিত ;—
অবশ্য কামান চেয়ে, আসিত সে দ্রুত ধেয়ে,
প্রিয়তম প্রিয়ভাষে প্রাণ জুড়াইত।
মোর প্রিয় সম্ভাষণ, যথায় জীবিত ধন,
বলিত তাহার কাছে ; আসি পুনরায়
জুড়াত এ প্রাণ তার মধুর কথায়॥
কিন্তু বহু বৃদ্ধলোক আছে এ সংসারে
দেখায় মরেছে তারা যেন একেবারে,
অতি জড়, গতি হীন, শীশা সম সুমলীন
চলিতে শরীর ভার বহিতে না পারে॥

(ঝি এবং পঞ্চুর প্রবেশ)

ও মা এই যে আস্‌চে। লক্ষ্মী ঝি কি সংবাদ? তুমি কি দেখা পেয়েছিলে? তোমার লোককে এখান থেকে পাঠিয়ে দেও।

কম। অরে পঞ্চু ফটকে বস্‌গে।

(পঞ্চুর প্রস্থান)

বস। এবে প্রিয় সহচরি, বল মোরে শীঘ্র করি,
তোর মুখ কেন লো মলীন?
এই সমাচার যদি, ভাবায় বিষাদ নদী,
বল হৃষ্ট-মুখে ; কেন প্রসন্নতা হীন।
শুভ যদি সমাচার, তবে কেন কদাকার
মুখের ভঙ্গিমা এত করিছ বলিতে?

গাইয়ে বিষাদে হেম, লজ্জা বল দিবে কেন
সুমধুর সমাচার ললিত সঙ্গীতে ?

কম। পথ-চলে মোর শরীর গেল, এলাম মরে মরে,
আসি এখন খানিক ক্ষণ তুই বিদায় দে লো মোরে।
আমি কি বেঁচে আছি, মরে গেছি ; বেদনাতে হাড়গুল
খুড়্‌চে এমন, কচ্চে কেমন, বল্‌ব কি আর চুলো,
গেঁটে গেঁটে, ধর্‌লে এঁটে বাতেই প্রাণ্‌টা গেল ॥

বস। আমার সতেজ অস্থি হউক তোমার,
বাসনা আমার হোক্‌ তব সমাচার ;
আয় ওলো সহচরি, তোমারে যতন করি,
মিনতি করি লো বল্‌ বল্‌—
বল্‌ বল্‌ তথাকার কি হলো কুশল ?

কম। একি তোর তাড়াতাড়ি, ওলো ছুঁড়ি,
দেখিনে এমন,
এ তোর কেমন ধারা, সবুর করা
হয় না কি একক্ষণ !
বাপ্‌রে বাপ্‌ গেলাম গেলাম, এবার মলাম,
হাঁপরাখা দায় হলো,
চকে দেখ্‌ছ দমফেটে যায় তবুও বল "বল"।

বস। হায় লো কেমন করে, শ্বাশহীন কলেবরে,
যখন কহিছ কথা এত মোর সনে—
বলনা, নিশ্বাস হীন বলিব কেমনে ?

বলিতে পারিনে বলে, যত কথা প্রকাশিলে,
বরং অধিক সেতো শোন সহচরি—
তবে কেন না বলিবে বৃথা ছল করি,
ভাল কিম্বা মন্দতম তোর সমাচার,
এর মাত্র প্রত্যুত্তর দেলো একবার।
উভয়ের অন্যতম যে কিছু বলনা—
সহিবে সহিবে চিত, চলিত হবে না।
হয় মন্দ, হোক হোক, নির্ভয়ে হৃদয় সোক,
হয় ভাল, হয় হউক, ভয় নাহি করি।
উভয়েই আনন্দিত হব সহচরি॥

কম। বেশ বেশ বেশ পছন্দ, কি আনন্দ
তুমি এম্‌নি মেয়ে,
আচ্ছা ধারা, মানুষ ধরা, ভালই বেয়ে চেয়ে।
মদন কি? না না সে নয়, মদন, কি? না না সে নয়,
যদিও হয়, তার সুধা মুখশশী,
সবার চেয়ে মন জুড়ায়ে অধিক করে খুসি;
তবু তার চরণ এমন, দেখ্‌নু যেমন, সবার চেয়ে বড়
যদি তার, হাতের, পায়ের, গায়ের কথা
সকল গুলিই ছাড়—
তবু দেখ্‌লে পরে বুঝ্‌বে সবাই,
সবার চেয়েই বড়॥
শীলতার কুসুম সে নয়, মোর মনে হয়;

কিন্তু বল্‌তে পারি,
মেষ-শাবকের মতন সরল,
যেন স্বভাব তারি ॥
এখন সই পথ দেখে নাও, যাও যাবে যাও,
ঈশ্বর সাধন কর,—
খাওয়া দাওয়া হয়েচে কি না এই কথাটীই ধর

বস। না—এখনও হয় নাই—
প্রিয়সখি মোর ভাল, জানি আমি নহে ভাল
আগেতেই জানিয়াছি হইবে এমন ;
বিবাহের কি বলিল মানস-মোহন ?

কম। উ—হু—হু গেলাম্ গো মাথাটা এমনি বেদনা কচ্চে—কি আর বল্‌বো—এমনি কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ কচ্চে—যেন—কুড়ি টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে—আবার পিট্‌টে যে কেমন করে গা—কি করি—উঃ—পিট্ যায়—পিট্ যায়, গেলাম—ও বাবা তোর দিব্বি—উপর নিচি কর্ত্তে গেলেই আমি একেবারে মর্‌বো—

বস। যথার্থ বল্‌তে কি তুমি এখনও আরাম্ হচ্চ না বলে আমার মন অত্যন্ত দুঃখিত হচ্চে—
মধুর মধুর ঝি মা ! জীবন আমার
কি বলিল বল বল বল একবার ?

কম। ওলো
তোর যে নাগর, কথা মনোহর,

সরল সাধুর মত।
অতি রূপবান্, দয়ার নিধান,
মধুর শীলতাযুত॥
বিশেষ করিয়া, দিই জানাইয়া,
ধরমী প্রণয়ী তোর—
তোমার জননী, কোথা আছে তিনি,
বল তো সম্মুখে মোর?

বস। মা কোথায়? কেন? তিনি বাড়ীতেই আছেন। কোথা আর্ থাক্‌বেন্, তুমি যে অসম্বন্ধ উত্তর কচ্চো—

"তোর যে নাগর, কথা মনোহর,
সরল সাধুর মত"।

আবার, "তোমার জননী কোথা আছে তিনি—" এ কি?

কম। এঁ্যা! তুমি একবারে এত গরম হয়ে উঠ্‌লে? এখন এস, আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি. এই আমার হাড় বেদনার ওস্থুদ। ভালই, এর্ পর্ থেকে তুমি তোমার নিজের সমাচার নিজে নিয়ে যেও।—

বস। এখানে মেলা গোলযোগ এস, এদিকে যাই। হ্যাঁগা মদন কি বল্লেন?

কম। তুই দেবালয় যেতে ছুটী নিয়েছিস্ তো?

বস। হ্যাঁ নিয়েছি।

কম। তবে লো এখনি, যাও চলে ধনি,

গুরুজি গোঁসাঞি বাসে।
সোমি একজন, পতিনি কারণ,
আছে লো তোমার আশে॥
এখন আসিছে, মধুর খেলিছে,
শোণিত তোমার গালে।
এবে ঘোর লাল্‌, হবে তোর গাল,
যে কিছু খবর দিলে॥
দেবালয়ে যাও, মোরে ছেড়ে দাও,
যাইব অপর পথে।
ওলো প্রাণ সই, লয়ে যেতে মই,
একটা করিয়া হাতে॥
যায় আরোহিয়ে, পাখির কুলায়ে,
উঠিবে প্রণয় তোর।
রজনী যখন, হইবে গহন,
আঁধারে বিষম ঘোর॥
আমি তোর তরে, তবু মরে মরে,
করিব কঠিন শ্রম।
শুধু তোর চিত, হবে পুলকিত,
ঘুচাতে মনের ভ্রম॥
আসিলে রজনী, ওলো চন্দ্রাননি,
সহিবি সকলি ভার।

যাও তবে চলি, হয়ে কুতূহলী,
বলিনু তোমারে সার ॥
যালো তুই ঠাকুর বাড়ী,
আমিও এবার তাড়াতাড়ি
ভাতে পড়ি।
আর কিলো সই খেতে ছাড়ি ॥

বস। ঈশ্বর সৌভাগ্য তব করুন বর্দ্ধন।
সদাশয় সহচরি, বিদায় এখন ॥

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গুরুদেবের আবাস গৃহ।

গুরুদেব ও মদনের প্রবেশ।

গুরু। হাঁসিছে ত্রিদিবস্থদেবতা
সুপবিত্রে তব পানি পীড়নে।
ভয় কিন্তু যথা অতঃপরে
চিরদুঃখে চিত নাহি জর্জ্জরে।

মদন। সেকি দেব! দেব!
আসুক আসুক দুঃখ আসিতে যা পারে।
মুহূর্ত্ত প্রেয়সী-মুখ, হেরিলে যে হয় সুখ

পরষ্পর যে আনন্দ অমৃত সঞ্চরে—
আবরিতে পারে ইহা কখন কি তারে?
আসুক আসুক দুঃখ আসিতে যা পারে।
কেবল করুন্ দেব এ ভুজ বন্ধন,
পবিত্র বৈদিক মন্ত্র করি উচ্চারণ;
প্রণয়ের গ্রাসকারী, কৃতান্তে কি ভয় করি
ধরুক ক্ষমতা যত, শঙ্কা কিছু নাই।
আমার বলিয়া তারে, একবার ডাকিবারে
যদি পাই গুরুদেব, কিছু নাহি চাই॥

গুরু। এবম্বিধা বলবতী পরিতোষ মালা
উৎপাদিবে বিষমতা পরিণাম কালে!
দেখুন্ যবে পরিলভে জয় শব সীমা
যায় প্রণষ্ট হইয়া তখনি সমস্ত॥
হুতভুক সহ চূর্ণ প্রায় সংলগ্ন থাকে;
যখন উভয় চুম্বে, তৎক্ষণাৎ নষ্ট দোঁহে।
সু-মধুর মধু, তারি প্রাজ্য মিষ্টতা হেতু
দৃত নয়, বিপীরত স্বাদিলে ক্ষুব্ধচিত্ত॥
অবলম্ব প্রণয়ার্থ সম্প্রতি
নাতি উচ্চ সরলা সুপদ্ধতি;—
অতি উচ্চ প্রেম শেষ ঈদৃশ,
সহসা প্রেম অতি মন্দ সঞ্চরে॥

বসন্তকুমারীর প্রবেশ।

এই যে, দেবী এইদিকে আস্‌চেন। আহা, 'এত মৃদু পদ বিন্যাস যে চির অক্ষত উপলখণ্ডও কোন কালে বিন্দু-মাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হবেনা। যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুষার সূত্র. ক্রীড়া চপল নিদাঘ সমীরণ ভরে ইতস্ততঃ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করে, প্রণয়িজনের কোমল পদবিক্ষেপে তাহাও কখন পতিত হয় না।

বস। পিতঃ! আপনার কুশল তো?

গুরু। বৎস! মদন আমাদের উভয়ের হয়েই তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করুক্।

মদ। বসন্ত!

আনন্দ তোমার মনে, যদি সেই পরিমাণে
স্তূপাকার থাকে যথা হৃদয়ে আমার;
উজলিতে যদি তায়, সু-মতি তোমার ধায়,
সুরভি নিঃশ্বাস-বায়ু বিসারি তোমার,
পার্শ্ব সমীরণ প্রিয়ে কর সু-কুমার॥
পরস্পর লভি আজি প্রিয় দরশন,
যে সুখ উদয় মনে হয়েছে এখন,
করি সুললিত গান, শীতল করিয়া প্রাণ,
প্রেয়সি! সে সুখদ্বার কর উন্মোচন।

বস। মনের কল্পনা নাথ! কি কব কথায়?
বিরাজে হৃদয় মাঝে সার সমুদায়॥

আনন্দ অমূল্য ধন, বিরাজিছে অনুক্ষণ;
সেই ধনে ধনবতী, এই অহঙ্কার!
বাসনা না হয় চিতে, হেন ধনে সাজাইতে
কি ছার সামান্য অন্য দিয়া অলঙ্কার॥
আনন্দ চরম সীমা কে গণিতে পারে,
সামান্য ভিক্ষুক সেতো আমার বিচারে,
এ আনন্দ সীমা নাথ আছে কি সংসারে?
যথার্থ প্রণয় ধন, হইয়াছে বিবর্দ্ধন
এরূপ অধিক ভাবে হৃদে অধিনীর।
অর্দ্ধাংশও এবে তার, সঞ্চয় করিতে আর
পারি নাই প্রাণনাথ হৃদয় অস্থির।
গুরু। মম সহ চল বৎস! করিব সাধন
শুভ কার্য্য;—তোমা দোঁহে ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি
অন্তরে অন্তর বাঁধি পরিণয় ডোরে,
অন্তরে থাকিলে তবু একই অন্তর।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

হেমচন্দ্র, নরেন্দ্র ও ভৃত্যগণের প্রবেশ।

নরে। হেমচন্দ্র, চল ভাই আমরা এখান থেকে যাই। একে আজ কাল এই গোলযোগ চল্‌চে আর দৈবাৎ যদি রায়েদের কারুর সঙ্গে দেখা হয় নিশ্চয়ই একটা আকুণ্ডু কুণ্ডু বাধ্‌বে, আর দেখ্‌চ ত আজ কাল অম্‌নি-তেই মেজাজ্‌ সপ্তমে চড়ে আছে।

হেম। তবে তোমার ইচ্ছা আমরা পালাই? তোমার ভাই ঠিক মেগের কাছে পেগের বড়াই; ঘরের দোর তাড়া বন্ধ করে স্ত্রীকে ডেকে, "আও বিবি গাঁট্টা লড়ি" বলা, কিম্বা স্ত্রীর হাতে একখানি তরওয়াল দিয়ে তাকে পয়তাড়া কর্‌তে বলা—

নরে। তুমি কি আমায় তেম্‌নি ঠাওরাও?

হেম। বাপ্‌রে তুমি বীর চূড়ামনি। তোমার রাগ আর শিয়ালের রাগ,—তুমি যেমন চট্‌ করে রাগ, তেমনি চট্‌ করে গায়েও হাত তোল।

নরে। কিসে?

হেম। তা বই কি, যেমন দুটো নেড়ের একজায়গায় গোর হয় না, তেমনি তোমার মত দুটো লোকের একজায়গায় থাকা হয় না, কারণ এক জন এক জনকে নিশ্চয়ই কষ্ট পাওয়াবে। তুমি ত এ'দিকে ঝকড়া কত্তে খুব মজবুৎ—তোমার মত দাড়ি নিয়ে লোকের চল্‌বার যো নেই, তুমি তেড়ে গিয়ে তারে দুই চড় মারো, আর বল,—শালা আমার মতন দাড়ি রাখ্‌তে পাবিনি। সে দিন রাস্তায় একজনকে খামকা ধরে তিন ঘুসো মাল্লে, অপরাধের মধ্যে সে হাঁপানি কেসো, যেতে যেতে হাঁপানি চেগেছে, কেসেচে, তাই শুনে তোমার কুকুরের ঘুম ভেঙ্গেছেল—ভায়া আমার এরকম ঝকড়ায় খুব তয়ের কিন্তু কাযের সময় নেজ গুটুতে চান— আবার হিতোপদেশ দেওয়া হচ্ছিল।

নরে। হাজার হই তবু তোমার মত নই; তোমার মত হলে লোকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই জীবনের সত্ব কিনে নিত,—বল্‌তে না ফল্‌তে ঐ দেখ রায়েদের কে আস্‌চে।

হেম। শর্ম্মা গ্রাহ্য করেন না।

কতিপয় লোকসহ বীরচন্দ্রের প্রবেশ।

বীর। তোরা আমার কাছে কাছে থাক্‌, ওদের গোটাকত কথা শুনিয়ে দিই। মহাশয় আপনাদের একজনের সঙ্গে আমার একটী কথা আছে।

হেম। একজনের সঙ্গে একটি কথা? উহুঁ, আর

কিছু যোগ করুণ; শুদ্ধ কথায় হবে না; কথা আর কিল চাই।

বীর। তাতে আমি ভারি দক্ষ। যদি কারণ ঘটিয়ে দেও।

হেম। কেন? না দিলে কি করে নিতে পার না?

বীর। হেমচন্দ্র! তুমি সদাই মদনের পেছনে পেছনে বেড়াও কেন হে?

হেম। পেছনে পেছনে বেড়াই? আমি কি ভেড়ুয়া? আর যদি তাই হই, তবে এই আমার সারিঙ্গির ছড়ি দেখ, এরি জোরে তুমি বাইও নাচ্‌বে।

নরে। এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বকাবকি কিছু নয়, চল বরং নিভৃতে যাই। দেখ্‌চ না সকলেই আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে—হয় আস্তে আস্তে কথা কও, নয় এখান থেকে চল।

হেম। চোক্ দিয়েছেন বিধি, দেখ্‌বে নিরবধি;—
—দেখ্‌বে বলেতো পালাতে পারি না?

মদনের প্রবেশ।

বীর। আর আপনার সঙ্গে কায নাই, আমার লোক এয়েচে।

হেম। ও তোমার লোক? তা হলে ত আমি নাই? একবার হাতা হাতি হয় তো বল্‌বে—হ্যাঁ ও একজন লোক।

বীর। মদন! তোকে আর কি বল্‌ব তুই নরাধম!

মদ। নরেন্দ্র, তোমায় বড় ভক্তি করি বলে এখনও সহ্য কচ্চি, এখনও উত্তেজিত ক্রোধ সম্বরণ করে তোমার সঙ্গে মিষ্টালাপ কর্‌চি। আমি নরাধম নই; দেখ্‌চি আপনি আমায় চেনেন না।

বীর। ও সব কথায় দমি না, চিনি কি না চিনি এস দেখা যাক্ (অসি নিষ্কোষণ) তলওয়ার খোল্।

মদ। মহাশয় ক্ষান্ত হন্, দেখুন আমি আপনার কখন কোন অনিষ্ট করি নাই, বরং আপনাকে প্রগাঢ় স্নেহ ও ভক্তি করি,—কেন যে করি তা আপনি এখন বুঝ্‌তে পাচ্চেন না, আর যত দিন না কারণ প্রকাশ হয়, তত দিন বুঝ্‌তে পারবেনও না, তাই বলি রায় মহাশয়—আহা এখন এ উপাধি আমার নিজের উপাধির চেয়েও প্রিয়তর বোধ হচ্চে—তাই বলি ক্ষান্ত হন।

হেম। এ সহ্য হয় না (অসি নিষ্কোষণ) অগ্রেসর হও।

বীর। তুমি কি চাও—আমি প্রস্তুত আছি।

মদ। হেম কর কি? কর কি? অসি কোষিত কর।

নরে। শীঘ্র থামাও, আঘাত নিবারণ কর! আঘাত নিবারণ কর। মহাশয়রা বড় লজ্জার কথা, এ রকম বিবাদ কর্‌বেন না। হেমচন্দ্র! বীরেন্দ্র! জান না কি যে মহারাজের বিশেষ আজ্ঞা চন্দন নগরের রাজমার্গে আর কেহ রক্তপাৎ না করে। হেমচন্দ্র থাম, বীরেন্দ্র ক্ষান্ত হও।

হেম। উঃ গেলেম [পতন]

(বীরচন্দ্র ও তাহার লোক সকলের প্রস্থান।)

পাপাত্মা! পাপাত্মা! পালিয়েচে, উঃ যাই যে!

নরে। কি, আঘাত পেয়েচ ?

হেম। হাঁ।—একটী। সাংঘাতিক,—কবিরাজ আনাও।

মদ। কৈ কি হয়েচে? এই টুকুতে এত কাতর ? ওঠ।

হেম। হাঁ, কূপের ন্যায় গভীর নয় বটে, সিংহ-দ্বারের ন্যায় প্রসস্থ নয় বটে, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট, ইহাই প্রচুর। কাল আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না; আমার বোধ হচ্চে এই আঘাতেই আমার মৃত্যু হবে। ভাই আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, কিন্তু মনে এই খেদ রইল, যে একটা ইন্দুর একটা ছুঁচো—একটা মানুষ মাল্লে। তুমি মধ্যস্থলে এসেই ত আমাকে এই আঘাত পাওয়ালে?

মদ। আমি ভাল ভেবেই গিয়েছিলাম।

হেম। আমার শরীর অবসন্ন হচ্চে, আমায় শীঘ্র বাড়ী নিয়ে চল।

(হেম ও নরেন্দ্রের প্রস্থান।)

মদ। আহা ইনি আমাদের মহারাজার পরম আত্মীয়, আমার প্রকৃত বন্ধু—উনি আমারই জন্য এ সাংঘাতিক আঘাত পেলেন, উনি আমারই জন্য প্রাণ ত্যাগ কল্লেন! বীরেন্দ্র! আমার চিরোপার্জ্জিত সুনামে কলঙ্ক

দিলে? বীরেন্দ্র তুমি কেন এক ঘণ্টার জন্য আমার আত্মীয় হলে না? বসন্ত! তুমি আমায় স্ত্রীলোক কল্লে? আমায় নিস্তেজ কল্লে? লৌহসম কঠিন সাহসকেও দ্রবীভূত কল্লে?

নরেন্দ্রের প্রবেশ।

নরে। মদন, মদন! হেমচন্দ্র নাই! যে আত্মা এতক্ষণ পৃথিবীকে ঘৃণা কচ্ছিল, সে আত্মা এখন স্বর্গারোহণ করেচে।

মদ। চিন্তা কি? শোকেই আরম্ভ শোকেই শেষ হবে।

নরে। ঐ দেখ রুদ্রমূর্ত্তী বীরেন্দ্র আবার সগর্ব্বে এই দিকে আস্‌চে।

মদ। সগর্ব্বে? জীবন্ত? আর হেথা হেমচন্দ্র মৃত! জগদীশ্বর! আর আমার নম্রতায় আবশ্যক নাই। অগ্নিমূর্ত্তী ক্রোধই আমার পথ প্রদর্শক হউক। বীরেন্দ্র তুমি না আমাকে নরাধম বলেছিলে?

বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

আমি নরাধম নই, তুই নরাধম! ঐ দেখ্ তোকে সঙ্গী করবার জন্য হেমচন্দ্রের আত্মা তোর মস্তকোপরি ভ্রমণ কচ্চে। হয় তোকে, নয় আমাকে, নয় আমাদের উভয়কেই ওর সঙ্গে যেতে হবে।

বীর। তুই ওর প্রাণের বন্ধু, এ জন্মে ওর সঙ্গী ছিলি, তোকেই সঙ্গে যেতে হবে।

মদ। কে যায় এতেই মিমাংসা—(যুদ্ধ ও বীরচন্দ্রের পতন।)

নরে। বীরেন্দ্র নিহত, বীরেন্দ্র নিহত। মদন পালাও, লোক জন আস্‌চে, পালাও। দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো কি ? ধৃত হলে রাজা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেবেন্, পালাও।

(মদনের প্রস্থান।)

নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম না। কোন্ দিকে পালাল, হেমচন্দ্রকে পাপাত্মা বীরেন্দ্র মেরেচে, কোন্ দিকে গেল।

নরে। ঐ যে পাপাত্মা পড়ে রয়েচে।

১ম না। রাজাজ্ঞা পালন কর্, আমার সঙ্গে চল্।

যুবরাজ, সস্ত্রীক ভীমসেন ও সূর্য্যনাথের সহিত কতিপয় লোকের প্রবেশ।

যু-রা। যে পাপাত্মারা এ বিবাদের সূত্রপাত কল্লে তারা কোথায় ?

নরে। নরনাথ। অনুমতি হয় ত এ দাস আদ্যোপান্ত বর্ণন করে। ঐ দেখুন বীরেন্দ্র মদনের আঘাতে ভূতলে পতিত হয়ে রয়েচে ; ঐ আপনার আত্মীয় বীরশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্রকে বধ করে।

ভী-স্ত্রী। কি ? বীরেন্দ্র নাই, আমার ভ্রাতৃপুত্র বীরেন্দ্র

নাই? মহারাজ—হা বৎস—প্রাণনাথ—আমার আত্মীয়ের রক্তস্রোত—হা বৎস বীরেন্‌——মহারাজ! যেমন আমাদের আত্মীয়ের রক্তপাত করেচে, তেমনি ওদেরও যেন রক্তপাত হয়।

যু-রা। নরেন্দ্র, এ বিবাদ কে উত্থাপন কল্লে?

নরে। মহারাজ! মদনের আঘাতে এই স্থানে বীরেন্দ্রের পতন হয়। মদনের দোষ নাই, তিনি কত বোঝালেন্, বল্লেন দেখ সামান্য বিষয়ে বিবাদ করা উচিত নয়, আরও বিশেষতঃ মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন্; মদন এ সকল কথা অতি ধীর ও শান্ত মূর্ত্তিতে বলেছিলেন্, কিন্তু বীরেন্দ্র এ সকল কথায় কর্ণপাত না করে হেমচন্দ্রের বক্ষে তরবারি আমূল বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন্, হেমচন্দ্রও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ কল্লেন এবং বীরোচিত ঘৃণাসহকারে, এক হস্তে সেই সাংঘাতিক আঘাত রক্ষা ও অপর হস্তে শমনকে বীরেন্দ্রের দিকে প্রেরণ কল্লেন। বীরচন্দ্রও মুহূর্ত্ত মধ্যে আঘাতের প্রতিআঘাত করিলেন। সেই সময় হেমচন্দ্র উচ্চৈস্বরে বল্লেন্, মদন দেখ—বন্ধুগণ পালাও, এই কথা বল্‌বামাত্রেই মদন বিদ্যুতের ন্যায় উহাদের মধ্যস্থলে পড়্‌লেন্, বীরেন্দ্রও সুবিধা পেয়ে এক আঘাতেই বীর হেমচন্দ্রের প্রাণ সংহার করে পলায়ন কল্লেন। কতক্ষণ পরে পুনরায় মদনের নিকট উপস্থিত হলেন, মদন তখন প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে

অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন সুতরাং প্রতিহিংসা বিদ্যুতাগ্নি তেজে হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু আমি উভয়কে পৃথক করবার পূর্ব্বেই দেখি যে মদন একাঘাতেই বীরেন্দ্রের প্রাণ নাশ করে পলায়ন করিয়াছেন। মহারাজ, এই যথার্থ; ইহার যদি বিন্দু বিসর্গও মিথ্যা হয় ত আমার জীবন দণ্ড কর্‌বেন।

ভী-স্ত্রী। ও ব্যক্তি সেনেদের আত্মীয়, আত্মীয়তাই ওকে মিথ্যা কথা বলাচ্চে। ও নিশ্চয়ই মিথ্যা বল্‌চে। আমার বেশ বিশ্বাস যে ওরা কুড়ি জনে পড়ে বীরচন্দ্রকে মেরেচে। মহারাজ, আপনি দেশের রাজা, আমার মিনতি আপনাকে এর উচিত বিচার কত্তে হবে। মদন যখন বীরচন্দ্রকে হত্যা করেচে, তখন সে কখনই এ পৃথিবীতে থাকৃতে পাবে না।

যু-রা। মদন তাকে বিনাশ করেচে। হেমচন্দ্রকে কে বিনাশ কল্লে? হেমচন্দ্রের জীবনের মূল্য কে দান কর্‌বে?

সূর্য্য। মহারাজ, মদন এবিষয়ে দায়ি নয়; সে হেমচন্দ্রের পরম বন্ধু, রাজকীয় আইনে যে দণ্ড বিধান কত্তো, মদনও তাই করেচে; বীরেন্দ্রের প্রাণ দণ্ডই আইন সঙ্গত।

যু-রা। সেই অপরাধেই মদনকে এখনই নগর হতে নির্ব্বাসিত করা গেল। তোমাদের পরস্পর ঘৃণা হতে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপন্ন হচ্চে; এমন কি তোমাদের

এই বিবাদের জন্য আমার পরম আত্মীয়ও শোণিত-স্রোতে ভাসমান! এবং এই জন্য আমি তোমাদের এরূপ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত কর্ব্বো যে তখন তোমরা বিস্তর অনুতাপ কর্ব্বে। আমি আর কখনই তোমাদের অনুনয় বিনয় বা ক্ষমা প্রার্থনায় কর্ণপাত কর্ব্বো না। কি অশ্রুধারা, কি সবিনয় স্তব স্তুতি কিছুতেই আমার অন্তঃকরণস্থিত বিরাগরাশির হ্রাস হবে না, মদনকে এখনই এ নগর হতে নির্ব্বাসিত হতে বল, নতুবা যদি নয়নপথে পতিত হয় তবে তখনি তার জীবন দণ্ড হবে হত্যাকারির প্রতি দয়া প্রকাশ করাও দুষ্য।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভীমসেনের গৃহ।

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। অনল-চরণ তপনবাহকগণ!
যাও দ্রুত বেগে তপন নিলয় যথা;
অরুণ সারথে! দেব! চালাও তুরগ
দ্রুত করি, কষাঘাতে; কর আনয়ন
দেব! এখনি যামিনী,—গভীর তামসী।
প্রেমময়ি নিশিথিনী! বিসার এখনি
তব তম আবরণ! অজ্ঞাতে জগৎ
আঁখি করুক মুদিত,—আসুক মদন,

অলক্ষিতে, আচম্বিতে মম আলিঙ্গনে।
প্রণয়ীর প্রণয় জীবন, আলোকেতে
নাহি প্রয়োজন, সৌন্দর্য্য আলোকে জ্বলে
প্রণয়ী নয়ন। প্রেম কি নয়নহীন?
তিমীর যামিনী তবে প্রিয়তর তার।
এস তমস্বিনি! এস সুন্দর মদন!
বিমল তপন তুমি তামসী নিশায়——
বায়সের পক্ষে যথা শোভে হিমরাশি,
তামসি নিশায় তুমি শোভিবে তেমতি।
এস মধুর রজনি! এস সুখকরি,
কৃষ্ণ-ভালী নিশিথিনী! দাও দেবি মোরে
আমার হৃদয় ধন—মদনে আমার।
আর, যবে সে পশিবে অমর কেতনে,
অমর কেতন নিখি এ ভব মণ্ডলে,
তারকা-আকারে কাটি ল'ও দেহ তার——
শোভিবে গগণে হেন সুন্দর শোভনে,
জগত সতত ভাল বাসিবে রজনী,
আর না পূজিবে কেহ উজ্জ্বল তপন।
হায়! কিনিয়াছি বটে প্রণয় ভবনে
আমি; কিন্তু এ দুখিনী নয় অধিকারী।
করিনু বিক্রয় বটে এ নব যৌবন,

কিন্তু হায়! ক্রেতা না ভুঞ্জিল প্রেম-রস।
দারুণ যাতনাকর, এ দিবস ঘোরতর,
কোন ক্রমে যাইতে না চায়।
কালি আছে নিমন্ত্রণ, অধীর বালক মন,
নব পরিচ্ছদ তোলা নাহি পরে তায়,
ভাবে যথা কতক্ষণে যামিনী পোহায়।
সেই পূর্ব্ব বিভাবরী, যেমন যাতনাকরী
অধীর বালক পক্ষে অনুমিত হয়,
আমার তেমতি হায়, হয় এ সময়।
এই যে আসিচে প্রিয় কমলা আমার।

(কমলা তন্ত্রী হস্তে প্রবেশ।)

আনিতেছে সমাচার ; যে রসনা করে গান
মদনের নাম,—গায় ত্রিদিব সঙ্গীত।
কি বারতা এবে আই? কি হলো সেথায়?
এ তন্ত্রী মদন বুঝি করেছে প্রেরণ?

কম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তন্ত্রী

তন্ত্রী নিক্ষেপ।

বস। কেন আই হেন কর কিবা সমাচার!
কেন কহ করে করে করিছ ঘর্ষন?

কম। মরেছে, মরেছে, হায় মরেছে সে জন!

আমাদের সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হলো!

বস। আরে রে নিদয় বিধি! অভাগীর সুখ-
ঊষা অসহ্য কি তোর?

কম। নহে বিধাতা নিদয়, নিদয় মদন;
কে কবে ভাবিয়াছিল হইবে এমন?

বস। নিষ্ঠুর পিশাচী তুই, কেন রে আমারে
বল জ্বালাস এমন? এ যাতনা যে রে
নরক যাতনা সম—ভীষণ, কঠোর।
সত্য কহ, আত্মঘাতি হয়েছে মদন?
হ্যাঁ, কি না, কহলো ত্বরা, উত্তরে আমায়,
অথবা নিহত কোন চণ্ডালের হাতে?
একই কথায় মোর বাঁচন মরণ।

কম। দেখেছি আঘাত দেবি! স্বচক্ষে দেখেছি!
দারুণ আঘাত—এইখানে—বক্ষঃস্থলে—
হায় রে!—ভাসিছে শব শোনিত প্রবাহে।
বিদরে হৃদয় হেরি সে সুন্দর বপু
রক্তমাখা; সে বদন মলিন এখন,
ভস্ম-যথা;—দেহ মম এখন শিহরে
স্মরিলে সে দরশন ভীষণ নিঠুর।

বস। বেরো রে পোড়া পরাণ, কি সাধে বাঁচিব
আর এ সংসারে আমি; জনমের মত

এ মোর নয়নদ্বয় হউক মুদিত ।
হে মৃন্ময় দেহ ! যাও মাটিতে মিশায়ে !
আর না ! পারিনা আর সহিতে যাতনা !
ভস্ম হোক একেবারে ছারতনু মম
মদনের চিতানলে মদনের সহ ।

কম । হা বীরেন্দ্র ! হা বীরেন্দ্র, বাছারে আমার !
কত ভাল বাসিত সে কি বলিব আর !
হা বীরেন্দ্র ! আহা ! কিবা সুধীর সুশীল—
এখন ধরিছি প্রাণ তোমার নিধনে !

বস । কেন হায় বায়ু এত প্রতিকুল বয় ?——
মদন নিধন হলো, বীরেন্দ্রও গেলো !—
হায় প্রিয়তম ভাই !——কোথায় প্রাণের
পতি গেল রে আমার ! বাজুক প্রলয়
ডঙ্কা নাশিতে জগত ! কে আছে জীবিত,
নিহত যখন দুই পুরুষ রতন !

কম । বীরেন্দ্রর প্রাণ নাশ করেছে মদন,
নির্ব্বাসিত হইয়াছে সে হেতু সে জন ।

বস । হা রে বিধি ! মদনের নিজ হাতে হায়,
হইল কি বীরেন্দ্রের শোণিত পাতন ?

কম । মদনি মেরেছে হায় ! স্বহস্তে মেরেছে ।

বস । মায়ামাখা মুখখানি ফুল্ল ফুলসম,

কে জানে মা হৃদি তার কাল বিষধর!
ভুজঙ্গ নিবসে হেন সুন্দর বিবরে!
কপোতের পুচ্ছপরা ঘৃণিত বায়স!
ওরে পিশাচ দানব! মায়াবী মদন!
সন্মান ভাজন মূর্ত্তি হৃদি পূর্ণ পাপে!—
রে বিধি। নিবসে যদি হেন প্রেত আত্মা
মর দেবতনু মাঝে, কিবা বিধি তবে
তব, প্রেতকুলে? বিষম গরল কি রে
কণক কলসে! রত্ন কোষে তরবাল!
উজ্জ্বল কেতনে করে চাতুরি বসতি!
কম। বিশ্বাস, শীলতা, ধর্ম্ম ত্যজি ধরাধাম
সকলি গিয়াছে চলি; প্রবঞ্চক সব,
সকলেই মিথ্যাবাদী পদার্থ বিহীন,
অধরে অমৃতরাশি অন্তরে গরল।
কোথা বীরেন্দ্র আমার? হায় রে বীরেন্দ্র!
জল দাও, করি পান, না সরে বচন;—
এ বিষাদ, মনস্তাপ, করিছে অকালে
স্থবিরা আমায়! ছি ছি কি লজ্জা, মদন!
বস। দগ্ধ হোক্ জিহ্বা তোর এ কামনা হেতু!
নাথের জনম কিরে লজ্জার লাগিয়ে?
লজ্জা লাজ পায় যেরে পাতিতে আসন

সুন্দর ললাটে তাঁর ; যে ললাট আহা,
সিংহাসন করি বসিরে গৌরব পরি
রতন মুকুট। হায় পাপীয়সী আমি ;
পশুর অধম ! কৈনু নাথে কুবচন ?

কম। বধেছে ভ্রাতায় তব স্বহস্তে যে জন,
তাহার সুখ্যাতি গাবে রসনা তোমার ?

বস। করিব কি নিন্দা আমি পতির আমার ?
হৃদয়-ঈশ্বর ! কাহার রসনা কহ
তুষিবে সোহাগে আর তোমায় প্রাণেশ,
যদি প্রহরেক-মাত্র গৃহিনী এ দাসী,
করিছে তোমার কুৎসা কর্কশবচনে ?—
কিন্তু দুরাত্মন্ ! কহ, কি লাগি বধিলে
ভ্রাতায় আমার ?—তা না হলে বিনাশিত
প্রাণনাথে মোর, সেই পাতকী বীরেন ;
ফিরি যাও অশ্রুধারা স্বস্থানে তোমার ;—
এ নহে বিষাদ-বিন্দু, আনন্দ রোদন।
কি দুঃখ আমার, জীবিত জীবিতনাথ ;
জয় পরাজয় সতত সংশয়ময়,
বিধির ইচ্ছায় হত সমরে বীরেন ;
সুখের ত এ সকল ; তবে বৃথা কেন
করি আমি অশ্রু বিমোচন ? বীরেন্দ্রের

নিধন বারতা হতে দারুণ কঠোর
বাণী শুনিয়াছি আমি,—জীবিতে মরণ
তাহে মোর ; ইচ্ছা ভুলিবারে ; কিন্তু নাহি
পারি বিস্মরিতে ;—পাপীর হৃদয়ে যথা
সতত উদয় ভীষণ পাপের স্মৃতি।
নিহত বীরেন্দ্র, হা মদন——নির্ব্বাসিত ;
নির্ব্বাসিত—এই একই কথায় হত
সহস্র বীরেন। হায় বীরেন্দ্র নিধনে
উচ্ছ্বলিত শোকনীর প্রচুর প্রবাহে—
হায় রে যথেষ্ট !—বিষাদের অন্ত যদি
হোত ভ্রাতার নিলয়ে। বিষাদ কখন
যদি একা নাহি আসে,—দুখের সঙ্গিণী
যদি দুঃখ—তবে, শুনিনু যখন আমি
গিয়াছে বীরেন, কেন না শুনিনু গত
জনক জননী মোর ? ভ্রাতার মরণ,
পরে মদনের নির্ব্বাসন—এ কঠোর
কথায় নিহত আজি পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
বসন্ত, মদন ;——হায় নির্ব্বাসিত
হয়েছে মদন ; এ অনন্ত—এ অসীম,
এ মোর বিষম শোক অসাধ্য বর্ণন
কথায়। ঝি ! কোথা মোর জনক জননী ?

কম। বীরেন্দ্রের শব কোলে হাহাকার রবে
কাঁদিছে উভয়ে। তুমি যাবে কি তথায়?
আমি লয়ে যাব, চল আমার সহিত।
বস। ফেলি কি নয়ন বারি তার ক্ষতদেশ
ধৌত করিছেন এবে পিতা মাতা মোর?
শুখাইলে তাঁহাদের নয়নের বারি
আমি বরষিব ধারা—নির্ব্বাসন হেতু।
তুলে লও তন্ত্রীগুলি—তোরাও অভাগা,—
তোরাও ত প্রবঞ্চিত এ দাসির মত।
তোদের সহায় করে মন্দিরে আমার
আরোহিবে প্রাণনাথ, কিন্তু বৃথা আশা।
বিসর্জ্জিবে নিজদেশ আজি হৃদয়েশ—
মরিবে কুমারী আই বিধবা হইয়া।
লয়ে চল তন্ত্রীগুলি, এস সহচরী,
বাসর শয্যায় আমি সুখে নিদ্রা করি;
না আসে মদন যদি আসুক শমন,
হরে ল'ক কুমারির সতীত্ব রতন॥
কম। যাও যাও গৃহে যাও ভেবনাক আর;
খুঁজে এনে দেব আমি মদনে তোমার।
লুক্কাইত এবে তিনি গুরুদেব বাসে;
নিশিতে বসিবে নাথ আসি তব পাশে।
চলিলাম এবে আমি তাঁহার সদন—

বস। কোথায় জীবন ধন, পাও যদি অন্বেষণ,
এই অঙ্গুরীয় তাঁরে করিও অর্পণ।
বলিও যতনে তাঁরে, এই খানে আসিবারে
বিদায় লইতে আজি জনম মতন॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুরুদেবের মন্দির।

গুরুদেব উপবিষ্ট।

মদনের প্রবেশ।

গুরু। এস বৎস মদন; বিষম দুরন্ত
তুমি; আপনি এনেছ বিপদ ডাকিয়া,
দুঃখের সলিলে দেখ স্বেচ্ছায় ডুবিলে,
মজিলে আপন দোষে।

মদ। কি সংবাদ দেব! কি দণ্ডের অনুমতি
দিয়াছেন মোর প্রতি কুমার? না জানি
কি নব বিষাদ-হ্রদে হব নিমগন।

গুরু। নহে নব তব সম ভীষণ দোষীর
পক্ষে। শুন কুমারের দণ্ডের বারতা।

মদ। যমদণ্ড হতে কিছু লঘুতর দণ্ডে
করেছেন কি কুমার দণ্ডিত আমায়?

গুরু। লঘুতর দণ্ড দিয়া তুষ্ট যুবরাজ,

তব প্রতি নির্ব্বাসন আজ্ঞা আজি তাঁর।
মদ। হায়! নির্ব্বাসন?—দেব! কহ, কৃপা করি
মরণ আদেশ মোর প্রতি। মৃত্যু হতে
ভীষণ এ নির্ব্বাসন আজ্ঞা মোর পক্ষে;—
নির্ব্বাসন কথা আর এনোনা ও মুখে।
গুরু। নির্ব্বাসিত তুমি এবে এ নগরী হতে;
ধর ধৈর্য্য; এ বসুধা অতীব মহতী,—
এ নগরী ছাড়ি, যথা ইচ্ছা কর বাস।
মদ। এ পুর প্রাচীর অন্তে কোথায় বসুধা,—
দেব! বিষাদ, যাতনা সুধু, মূর্ত্তিমান
ভীষণ নরক। হেথা হতে নির্ব্বাসন,—
নির্ব্বাসন এ ভব মণ্ডল হতে;—তবে
নির্ব্বাসন মরণের অন্যতর নাম।
সম্ভাষি শমনে নির্ব্বাসন নামে
হাসিয়া কাটিছ শির সুবর্ণ কুঠারে।
গুরু। কি ভীষণ পাপ! ভয়ানক কৃতঘ্নতা!
যেই দোষে দোষী তুমি, রাজবিধি মতে
উচিত তোমার পুত্র জীবন গ্রহণ;
কিন্তু যুবরাজ দেখ দয়ার আধার,
তব পক্ষ লয়ে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আজি
মরণের পরিবর্ত্তে, নির্ব্বাসন আজ্ঞা

দিয়াছেন তব প্রতি। দেখিছ না পুত্র,
কি অসামান্য দয়ার জীবন্ত প্রমাণ।
মদ। এতো দয়া নহে, অতিশয় নিষ্ঠুরতা;
চির স্বর্গ যেই খানে বসন্ত বিরাজে।
অধম পতঙ্গ আদি যত জীবগণ,
তারাও—সতত হেরি সে বদন কান্তি,
ভুঞ্জে সুরসুখ, কিন্তু এ অভাগা হায়!
বঞ্চিত সে সুখে। জঘন্য মক্ষিকাকুল
সুখী—গুঞ্জরিয়া বদন কমল পাশে,
চুরি করি পিয়ে দেব, অধর অমৃত,
ঘন ঘন চুম্বি ঘোরে অমল কপোলে।
কিন্তু মদন—মদন নির্ব্বাসিত আজি,
মদন বঞ্চিত আজি হতে সেই সুখে;
তবে হেন নির্ব্বাসন, কহ দেব, কিসে
সুখকর মৃত্যু হতে? নাহি হলাহল,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা, নাহি কি উপায় কোন
নির্ব্বাসন বিনা নাশিতে জীবন মোর?
হতভাগ্য আমি; দেব কুলপ্রিয় তুমি,
হিতে সদা রত, পাপীর কাণ্ডারী দেব
এ ভব মণ্ডলে তুমি, তবে কেন আজি
দয়াময়! বধিছ আমারে এ বচনে?

গুরু। নির্ব্বোধ প্রলাপি! কহি শুন মন দিয়া।
মদ। পুন কি কহিবে দেব নির্ব্বাসন কথা?
গুরু। সঙ্কটে সান্ত্বনা নীতিশাস্ত্র দিব পুত্র
তুষিতে তোমার মন,—এই নীতিশাস্ত্র
সহায় বিপদে, যদি নির্ব্বাসিত তুমি।
মদ। তবু নির্ব্বাসিত?—ফেলে দাও নীতিশাস্ত্র
ভাগিরথী-জলে, যদি না প্রসবে শাস্ত্র
এরূপ মাধুরী, যদি নাহি চিত্রে শাস্ত্র
সেই শশীমুখ, নাহি উপাড়ে নগর,
ফেরায় রাজার আজ্ঞা; কেন অনর্থক
তবে নীতিশাস্ত্র কথা, কেন কহ বৃথা।
গুরু। তবে রে প্রলাপী জন নিশ্চয় বধির।
মদ। যখন পণ্ডিত জনে দর্শন বিহীন,
বধির উন্মাদে তবে না হইবে কেন?
গুরু। শুন বৎস বর্ণি আমি অবস্থা তোমার।
মদ। কেমনে বর্ণিবে যেই অবস্থায় প্রভু
পড়োনি কখন। নবীন যৌবন তার
আমার মতন, সে নবীনা ইন্দুমুখী
প্রণয়ি তোমার, দণ্ড মাত্র পরিণীত,
বীরেন্দ্র নিহত, সর্ব্বক্ষণ আরাধিতে
আমার মতন, আমার মতন শেষে

জন্ম তরে নির্ব্বাসিত হতে যদি দেব !
তাহলে, তাহলে শুধু পারিতে বর্ণিতে,
তাহলে ছিড়িতে কেশ পাগলের প্রায়,
লুটিতে ভুমেতে ধড়্ ফড়ি ; হতো তবে—
যে দশা দেখিছ দেব আমার এখন।

গুরু। উঠ বৎস ! উঠ দ্বারে আঘাতিছে কেহ,
সরি যাও অন্তরালে, লুকাও সত্বর।

(দ্বারে আঘাত)

মদ। লুকাবে মদন ? ক্ষম দেব ; যে অবধি
অন্তর দহন ধূম নিশ্বাস প্রবাহে
আসি আবরিবে তনু, তুষার যেমতি,
ঢাকিবে আমায় মানব নয়ন হতে,
সে অবধি আমি লুকাব না কভু।

(দ্বারে আঘাত)

গুরু। শুন আঘাতিছে পুনরায় !—কেও তুমি ?
মদন, মদন ওঠ ; এখনি পড়িবে
ধরা ;—দাঁড়াও ক্ষণেক ; যাও ত্বরা মোর
পুস্তক আগারে ; ওঠ, একি নির্বুদ্ধিতা ;
যাই যাই,—কেও আঘাত দুয়ারে এত
করিছ সঘনে ; কোথা হতে আগমন,
কিবা সমাচার ?

কম। (নেপথ্যে) খোল দ্বার, শুনিবে এখনি সমাচার
মোর; বসন্তকুমারি হতে আগমন মম।

গুরু। এস এস, আশীষি তোমারে।

কমলার প্রবেশ।

কম। কহ দেব, কহ কৃপা করি, কোথা এবে
দেবীর হৃদয়নাথ, কোথায় মদন?

গুরু। লুটিছে ভূমেতে, বিহ্বল নয়ন জলে।

কম। দেবির যে দশা হায়! ইনি ও যে দেখি
তেমতি কাতর শোকে।

গুরু। হায় রে, কি শোচনীয় অবস্থা নিচয়!
সমদুঃখী পরস্পরে,—বিদরে হৃদয়।

কম। তিনিও এমতি,—উচ্চ অবরোধে হায়!
নয়নের জলে তিতি কাঁদিছে রূপসী;—
ওঠ, ওঠ, পুরুষ ত তুমি, কেন তবে
পুরুষত্ব হীন?—বসন্তের মাথা খাও,
ওঠ, কেন, কহ বিলাপে মগন এত,
কি ফল বিলাপে।

মদ। কমলা!

কম। মহাশয়! কালের কবল মাত্র এর
পরিণাম।

মদ। এনেছ কি বসন্তের কুশল বারতা?

কহ, কেমনে আছেন প্রাণের রতন
মোর ? হায় রে বধিয়ে আত্মীয়ে তার,
আপনি ছিঁড়েছি নব প্রণয় কুসুম,
আপনি ঢেলেছি বিষ অমৃত কলসে !
তাহার আত্মীয় রক্ত করেছি প্রপাত !
বিমল প্রণয়ে দান করেছি কালিমা !
কমলা ! তাই কি আমি হয়েছি তাহার
নিতান্ত ঘৃণার পাত্র ? নিষ্ঠুর ঘাতক
আমি, ঘোর দুরাচার তাহার নয়নে ?
কোথায় এখন মোর হৃদয়ের ধন ?
কেমন আছেন ? কি বলিল গুপ্ত নারী
মোর লুপ্ত প্রেম কথা ?

কম। কি আর বলিবে ? উচ্চ বিলাপে মগন
সদা ; ক্ষণেক কাঁদিছে, ক্ষণেক উঠিছে,
শয্যায় পড়িছে কভু, আবার উঠিছে
বীরেন্দ্রের নাম ধরি ডাকিছে আবার ;
মদন মদন বলি অধীর হতেছে,
তখনি পড়িছে পুন ভূমেতে লুটায়ে।

মদ। যেন সেই পাপ নাম কঠিন বাজিল
কাণে তীক্ষ্ণ শর সম ; যেন কলুষিত
সেই পাপ নাম তার আত্মীয় শোণিতে।—

দেব ! বলুন আমায়, মিনিত চরণে,
বলুন, কোথায় এই জঘন্য দেহের—
কোন অংশে আমার এ নামের নিবাস ?
বলুন, ছেদন করি ঘুচাব সে বাস।
(অসি নিষ্কোষণ)

গুরু। কিও ? শান্ত হও, অসি কর সম্বরণ ;
পুরুষ ত তুমি ; কেন তবে অশ্রুধারা
নারীর মতন ? মানুষ ; কার্য্য কলাপে
তবে দুরাচার অজ্ঞ পশুদের মত
ঘোর উন্মত্ততা কেন করিছ প্রকাশ ?
আশ্চর্য্য করেছ ; কোথা ভেবেছিনু মনে
ব্রাহ্মণ আদেশে শান্ত হবে হৃদয়ের
বেগে তব ; কিন্তু এ কি ? বীরেন্দ্রে বধেছ
তুমি নিজ হাতে ; এবে আত্মঘাত সাধি,
বধিবে জীবনে নিজ কামিনি রতনে,
তব মুখ চেয়ে যেই ধরিছে জীবন ?
শুখাইলে তরুবর, শুখায় লতিকা,
তবে কেন ছেদি বৃক্ষে নাশিবে লতায়।
পূর্ব্ব জন্ম ফলে লভেছ মানব জন্ম,
ঈশ্বর কৃপায় জন্ম তব এ জগতে,
স্বহস্তে বিনাশ সাধি হারাবে সকল ?

হা ধিক তোমারে! কেমনে মানব ব'লে
দিবে পরিচয়? ছি, ছি একি ভালবাসা
তব? তুমি না শুনেছি বুদ্ধিমান্ বড়;
এ মূঢ়তা কভু পুত্র সাজে কি তোমারে?
কোথা বলেছিলে তুষিবে যতনে অতি
প্রণয় রতনে; কিন্তু একি প্রবঞ্চনা,—
স্বহস্তে নাশিবে সেই মধুর প্রণয়ে।
ওঠ; যাহার কারণ আত্ম-বিসর্জ্জনে
এখনি উদ্যত ছিলে, জীবিত সে জন;
নহে কি এ সুখের কারণ? বীরেন্দ্রের
সহ যুদ্ধে, মৃত্যু তার তোমার অসিতে;
জয় তব পক্ষে; এও তব সুখ হেতু;
নরহন্তা তুমি, এবে উচিত তোমার
প্রাণদণ্ড; কিন্তু বিধি অনুকূল তব
প্রতি; প্রাণদণ্ড পরিণত নির্ব্বাসনে;
ইহাও সুখের তরে। সুখ রাশি রাশি
উজ্জ্বলিত এ তোমার দুঃখের মাঝারে;
তুমি কিন্তু নিজ দোষে নাশিছ সৌভাগ্য,
দলিছ চরণ তলে প্রণয় কুসুম,
ভাঙ্গিছ মঙ্গল ঘট নিজ পদাঘাতে।
মূঢ়ের জীবন সদা দুঃখে অবসান।

যাও চলি এবে যথা প্রেয়সি তোমার ;
মন্দিরে তাহার যাও, চিত্ত বিনোদন
মধুর সান্ত্বনা দানে কর তার। কিন্তু
দেখ বৎস! তিষ্ট তথা যাবৎ প্রত্যুষ ;
রাজ আজ্ঞা থাকে যেন মনে ; সাবধান ;
বিলম্ব করিলে হবে সর্ব্বনাশ তব।
প্রহরী নিযুক্ত হলে তোমার উদ্দেশে
সংশয় যাইতে পার নিরাপদে তুমি
সরগ্রাম বাসে। না পোহাতে বিভাবরী
ত্যজিও নগর। আশিষী তোমায়, যাও
নিরাপদে তুমি। আমরা হেথায় পুত্র,
তব প্রিয়জনে সান্ত্বনিব ; সুসময়ে
যাচিয়া রাজার ক্ষমা, মিলাইব তোমা
দোঁহে পরিণয় পাশে, ডুবাব এ-দুঃখ
তব আনন্দ সাগরে ; যে বিষাদ-নীরে
তিতি ত্যজিছ নগর, ফিরিবে আবার
শতগুণ আনন্দাশ্রু করি বরষণ।
যাও ধাত্রি, যাও জানাও আশীষ মোর
দেবীর সমীপে—কহিও তাঁহায়, ত্বরা
কৌশলে প্রেরিতে সবে বিরাম লভিতে ;
মগ্ন এবে এই পুরী বিষম শোকেতে,

প্রয়োজন তাহাদের বিশ্রাম এখন।
আসিবে মদন বলো মন্দিরে তাহার।
কম। লালসা আমার এই উপদেশ মালা
সারানিশি শুনি বসি; জগদীশ! কিবা
বিদ্যার মহিমা চমৎকার। আসি আমি
এখন; বলিগে তবে দেবীকে আমার
তোমার আসার আশে থাকিতে তাহারে।
মদ। এস; বলো প্রেয়সিরে মোর, এখনই
যাইব সহিতে আমি গঞ্জনা তাহার।
কম। এই নাও; এই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন
পাঠায়ে তোমায়; এস তুমি ত্বরা করি,
ক্রমে বাড়িছে রজনী।

(প্রস্থান।)

মদ। এই মাত্র একমাত্র সান্ত্বনা আমার।
গুরু। যাও এবে তুমি; প্রহরী নিয়োগ পূর্ব্বে
ত্যজিও নগর, অথবা প্রত্যুষে তুমি
ছদ্মবেশ ধরি যেও চলি সরগ্রামে।
হেথাকার সমাচার সময়ে সময়ে
পাঠাব তোমায়। আশীর্ব্বাদ করি যাও
তুমি নিরাপদে। এস, বিদায় এখন।
মদ। জগতে অতুল সুখ, দরশন প্রিয়া-

মুখ বিরাজিছে হৃদে সদা ; তা না হলে
ত্বরিত বিদায় এত আপনার সনে
নিতান্ত বিষাদময় ; বিদায় এখন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভীমসেনের গৃহ।

ভীমসেন, হৈমবতী ও বীরচন্দ্র আসীন।

ভীম। মহাশয়! এই সমস্ত ব্যাপার এরূপ দুর্ভাগ্যের সহিত আপতিত হয়েচে যে, আমার কন্যার অন্তঃকরণ বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট কর্‌বার আর সময় নাই। আপনি দেখ্‌ছেনই তো, আমরা বীরেন্দ্রকে যেরূপ ভাল বাসি, আমার দুহিতাও তাহার পরমাত্মীয় বীরেন্দ্রকে প্রগাঢ় স্নেহ চক্ষে দেখে। আর কি বল্‌বো, আমরা কেবল জীবম্মৃত হবার জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি।——আজি রাত্রি অধিক হয়েচে—বসন্ত এত রাত্রে নিম্নকক্ষে কখন আগমন কর্‌বে না। আমি কেবল তোমারই সহবাস অভিলাষে এখনও জাগরিত আছি, নতুবা কখন্ শয়ন করিতাম।

বীর। এই নিদারুণ শোকের সময়ে তাহার মানসরঞ্জনের সময় নহে। দেবি! আমি এখন আসি—

আপনি আপনার কন্যাকে আমার আগমন বার্ত্তা দিয়ে বাধিত কর্‌বেন।

হৈম। আমি জানাবো,—এবং তার কিরূপ মন কালি অতি প্রত্যুষেই অবগত হবো। অদ্য রজনীতে সে তাহার দুঃখপিঞ্জরে বদ্ধ।

ভীম। দেখ, বীরচন্দ্র—আমার দুহিতা তোমার প্রতি প্রণয়সম্মতি প্রকাশ করে, তদ্বিষয়ে আমি প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো। আমার বোধ হয় আমি সর্ব্বতোভাবে তাকে আমার বশতাপন্ন কর্‌বো; এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; প্রেয়সি! শয়ন করিবার পূর্ব্বে একবার তাহার কাছে গমন করে, প্রিয়বৎস বীরচন্দ্রের এতাদৃশ অনুরাগের পরিচয় দিও, এবং আদেশ করিও, আগামী বুধবারে——ভাল—আজ্‌কে কি বার।

বীর। সোমবার মহাশয়।

ভীম। সোমবার? বেশ্—বেশ—আচ্ছা, বুধবার অতি নিকট। বৃহস্পতিবার হউক———তাকে বল, আগামী বৃহস্পতিবারে এই সৎকুলোদ্ভব বীরচন্দ্র তাহার পাণিগ্রহণ কর্‌বেন। তুমি প্রস্তুত হবেতো? এত শীঘ্র তোমার মনোনীত কি না? আমরা মহাসমারোহ কর্‌ব না—দুই এক বন্ধু হইলেই পর্য্যাপ্ত। তুমিতো জানই, বীরেন্দ্র এই মাত্র নিধন হয়েচে, যদি অধিক আমোদ প্রমোদে মত্ত হই—তাহলে সকলেই মনে কর্‌বে—যে আমরা আমাদের আত্মীয় জনের প্রাণ বিনাশে তাচ্ছীল্য

ভাব প্রকাশ কচ্চি। অতএব জন পাঁচছয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেই কার্য্য সমাধা করা যাবে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের বিষয়ে তোমার কি কোন বক্তব্য আছে?

বীর। মহাশয়! আমার বাসনা, যেন আগামী কল্যই বৃহস্পতিবার হয়।

ভীম। আচ্ছা—তবে এখন এস, বৃহস্পতিবারই নির্দ্ধারিত হলো। (স্ত্রীর প্রতি) তোমার শয়নের পূর্ব্বে বসন্তকুমারীর নিকট গমন কর। প্রেয়সি! তাহার পরিণয় দিবসের জন্য প্রস্তুত হতে বলগে; বীরচন্দ্র—এখন এস; ওরে আমার শয়ন কক্ষে আমার অগ্রে অগ্রে আলোক নিয়ে চল। রাত্রি অধিক হয়েচে—প্রায় ভোর হয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—০:০—

(বসন্তকুমারীর শয়ন)

(মদন ও বসন্ত)

বস। এখনি যাবেন নাথ? এতো উষা নয়,
এ নয় শ্যামার রব;—কোকিল কাকলী
শ্রবণ বিবরে বিদারিছে নিরদয়।

এই অশোকের ডালে, প্রতিনিশা কুতুহলে,
গায় বসি প্রিয়তম, কহিনু নিশ্চয়।
পীকবর বটে ইহা, শ্যামা কভু নয়।

মদ। প্রভাত দেবীর দূত এই শ্যামাপাখী—
নহে এ কোকিল রব, হে সুধাংশুমুখি!
ওই পূবে যায় দেখা, নূতন কিরণ রেখা,
ছিন্ন ভিন্ন জলধর করিয়া রঞ্জিত;
মোর সুখ না সহিয়া, হতেছে উদিত।
যামিনীর দীপমালা নিবিল এখন;
আছে পায় ভর দিয়া, সুখ দিন দাঁড়াইয়া,
হিমময় গিরি শিরে পাতিয়া চরণ।
জীবনের সাধ থাকে, এখনি যাইব ফাঁকে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব যদি করি প্রাণধন,
নিশ্চয় করিতে হবে প্রাণ বিসর্জ্জন।

বস। এ আলোক দিবালোক নয় কদাচন;
এ কোন উল্কা হবে জানিনু এখন,—
এ ঘোর রজনী মাঝে, মসালধারীর সাজে
পাঠাইল তব লাগি নলিনীরঞ্জন,
আলোক করিয়া হাতে, তব সরগ্রাম পথে
দেখাইয়ে আগে আগে করিবে গমন।
অতএব অপেক্ষিয়া থাকুন এখন;

এখনি যাইবে নাথ! কিবা প্রয়োজন।

মদ। হই বন্দী হই হব, মৃত্যু-মুখে প্রবেশিব,
যদি তব এ বাসনা হয়লো সুন্দরী!
সন্তোষ ধরিয়া চিতে থাকিবারে পারি।
ঐ যে কিরণমালা চিকন বরণ,
বলিব উষার কভু এ নয় নয়ন;—
যামিনী কপোল দেশে, অতি সুমলিন বেশে
পতিত হয়েছে ছায়া, চাঁদের এখন।
এ নয় শ্যামার রব, আহা! যেই স্বর—
পূরিল গগন উচ্চ মস্তক উপর।
যাবার বাসনা হতে, রই এই আশা চিতে,
আয় মৃত্যু আয়, আয়, ভয় নাহি করি;
জীবন-প্রতিমা আছে এই আশা করি।
রে প্রাণ! কাতর কেন হতেছ এমন?
মিটায়ে মনের দুখ, করি আলাপন সুখ,
এখনো প্রভাত নয় কর নিরীক্ষণ।

বসন্ত। প্রভাত প্রভাত নাথ! আসুন এখন।
ওই তো বিষমস্বরে, গাহিতেছে শ্যামাবরে,
নহে প্রীতিকর কাণে জীবন-রঞ্জন।
সবে বলে শ্যামা করে, মধুর বিচ্ছেদ ভরে,
সুললিত সুমধুর সঙ্গীত সুস্বরে।

আজি এই শ্যামা কেন, গাইছে কর্কশ হেন,
দারুণ বিচ্ছেদ কেন ঘটাল এ স্বরে।
কেহ কহে শ্যামা পাখী, বিনিময় করে আঁখি,
অস্পৃশ্য ঘৃণিত যত ভেককুল সনে।
করে স্বর বিনিময়, এখন বাসনা হয়,
নতুবা এ স্বরে কেন হানে শর কাণে।
এই নিদারুণ স্বরে, বিষম প্রমাদ করে,
পৃথক্ করিছে নাথ আমা দুই জনে।
টুটি প্রিয় সহবাস, নাশি চির সুখ আশ,
তোমা ধনে তাড়াইয়া আনিছে তপনে।
বাড়িছে আলোক ক্রমে, আসুন এক্ষণে।

মদ। আলোক উদিছে যত, ক্রমশঃ ক্রমশঃ তত
হতেছে আঁধারময় হৃদয় বিষাদে।

কমলার প্রবেশ।

কম। দেবি!

বস। কে ও কমলা।

চপ। তোমার জননী তোমার শয়ন কক্ষে আস্‌চেন; রজনী প্রভাত; সাবধান হও,সাহস অবলম্বন কর।

[কমলার প্রস্থান।

বস। তবে হায় বাতায়ন, কর গৃহে আনয়ন
দিবসের আলোক এখন;
বাহির হইয়া মম যাউক জীবন।

মদ। বিদায় বিদায়, প্রিয়ে! নাবিনু এখন।
একবার মাত্র ওই অধর চুম্বন।
(মদনের অবরোহণ)

বস। গেলে কি নিতান্ত, আমার প্রণয়ধন!
নিতান্ত কি অধিনীরে, ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
চুরি করি মন প্রাণ পালালে এখন।
কি কব তোমারে আর, দিও শুভ সমাচার,
আশা-পথ চেয়ে আমি রব প্রতিক্ষণ।
তব অদর্শনে প্রিয়, পলকে প্রলয় হয়,
সাধ পুরে মন ভরে দেখি প্রাণ ধন।
না জানি অদৃষ্ট লেখা, হয় কি না হয় দেখা,
যুগ যুগান্তরে পুন প্রাণনাথ সনে;—
পলকে প্রলয় গণি, হেন মনে অনুমানি,
হেরিব কখন কি না পুনঃ প্রাণধনে।

মদ। বিদায় প্রেয়সি তবে, যখনি সুবিধা হবে,
তখনি তোমারে প্রিয়ে দিব সমাচার।

বস। ভাব কি উভয়ে দেখা হইবে আবার?

মদ। কি সংশয় সুধা-মুখি, মনে ভেবে দেখদেখি
এ হেন করিবে পুন দিন আগমন।
যখন উভয়ে বসি, আনন্দ সাগরে ভাসি
করিব এ দুখময় কথা আলাপন।

বস। হা বিধাতঃ—

প্রাণ যে কেমন করে, পাঠাতে এ প্রিয়বরে
প্রাণনাথ একবারে হইলে বিলীন।
হায়! তব মুখশোভা হয়েছে মলিন।

মদ। হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন! তোমার ও চন্দ্রানন,
সুমলিন নিরখিছে আমার নয়ন।
দারুণ বিষাদ বাণ, করিছে শোণিত পান,
বিদায়, বিদায় প্রিয়ে! বিদায় এখন।

[মদনের প্রস্থান।

বস। হা ভাগ্য! চপল তোরে, বলে এই চরাচরে,
চপলতা যদি তোর থাকে রে কিঞ্চিৎ।
একান্ত যে জন মন, করিয়াছে সমর্পণ,
হেন ধনে কেন তুই করিলি বঞ্চিত।
তুই রে চপল হলে হেন আশা করি,
বহুদিন দেশান্তরে, না রাখিবে প্রিয়বরে,
পাঠাইয়া পুনঃ তারে দিবি শীঘ্র করি।

হৈম। বৎসে! উঠেছ কি?

বস। আমাকে কে ডাকৃচে? মা? তিনি এত অধিক রাত্রে শয়ন করে এত সকাল সকাল উঠেছেন! জানি না তিনি কেনই বা এখানে এলেন; কই তিনি কখন ত এরূপ আসেন না।

হৈমবতীর প্রবেশ।

হৈম। বসন্! তুমি এখন কেমন আছ মা?

বস। বড় ভাল নই।

হৈম। তোমার আত্মীয়ের মরণে অনবরত অশ্রু মোচন কচ্চো। অশ্রুবারিতে কি তার শ্মশান ভূমি ধৌত কর্‌বে? যদিও ইহা তোমার সাধ্যাতীত নয়, কিন্তু তুমি তাকে পুনরুজ্জীবিত ত কত্তে পার্‌বে না। তবে আর কেন?—যথেষ্ট হয়েচে। শোকে নিতান্ত বিহ্বল হলেই স্নেহাধিক্য প্রকাশ পায় না; অধিক দুঃখ বরং নির্ব্বোধতা মাত্র।

বস। মা, আত্মীয় বিয়োগে কে না কাঁদে? প্রাণ কাঁদে যে।

হৈম। মা কেঁদে কি কর্‌বে, তাকে তো আর ফেরাতে পার্‌বে না; তবে বৃথা কান্না কেন।

বস। এরূপ বন্ধু হারাইয়া না কেঁদে যে থাক্‌তে পারিনা মা, তাই কাঁদি।

হৈম। আচ্ছা, বৎসে! যে দুরাত্মা তাহার প্রাণ-সংহার করেচে, সে জীবিত বলে তুমি যতদূর বিলাপ কচ্চো—ততদূর বীরেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হও নাই।

বস। মা! কে সে দুরাত্মা?

হৈম। সেই দুরাত্মা—মদন।

বস। দুরাত্মা!—সে এখন অনেকদূর অন্তর্হিত হয়েচে; ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করুণ! আমার সর্ব্বান্তঃ-

করণের সহিত তাকে ক্ষমা করিছি ; তাহার ন্যায় কেহই আমার হৃদয়ে এত যন্ত্রণা প্রদান করে নাই।

হৈম। সেই বিশ্বাসঘাতক নরহত্যাকারী এখনও জীবিত আছে, তাই তোমার এত কষ্ট বোধ হচ্ছে।

বস। তা নয় মা, সে নিকটে নাই তাই এত কষ্ট ; আমি যে স্বহস্তে আমার আত্মীয় জনের মরণের প্রতিশোধ নিতে পারিলাম না, তাই এত দুঃখ হচ্চে।

হৈম। তোমার কোন আশঙ্কা নাই, আমরা অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেব। আর রোদন কেন? কেঁদনা? আমি সরগ্রামে একটী লোকের নিকট সংবাদ পাঠাচ্চি, সেই খাঁনেই সেই নির্ব্বাসিত নরাধম অবস্থিতি কচ্চে ;—সে তাকে এমনি পানীয় প্রদান কর্‌বে যে সেবন মাত্রই তাহাকে বীরেন্দ্রের সহগামী হতে হবে,—কেমন তাহলেই ত তুমি পরিতৃপ্ত হবে।

বস। বাস্তবিক মদনকে স্বচক্ষে না প্রত্যক্ষ করিলে আমার আর পরিতৃপ্তি নাই। আমার আত্মীয়ের নিধনসংবাদে আমার জীবনে আর জীবন নাই। জননি! যদি বিষ নিয়ে যাবার জন্য লোকের অনুসন্ধান করে থাকেন্, আমি বিষ দিচ্চি—পাঠাইয়া দিন, মদন পান মাত্রই অনন্ত নিদ্রায় শুপ্ত হবে। ওঃ, তাহার নাম শ্রবণ কত্তে আমার অন্তঃকরণে ঘৃণা বোধ হয় ; বীরেন্দ্রর প্রতি আমার যে রাগ তাহা তাহার হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত অস্থির।

হৈম। তুমি উপায় উদ্ভাবন কর, আর আমি একটী উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করবো; কিন্তু বৎসে তোমাকে একটী আনন্দকর সংবাদ দিই।

বস। এমন প্রয়োজনীয় সময়ে আনন্দ সংবাদ অত্যন্ত সুখের বিষয়। মিনতি করি, কি সংবাদ বলুন।

হৈম। বৎসে! সুখের বিষয় যে তোমার পিতা চারি দিক্ দেখে শুনে কাজ করেন্। তিনি তোমাকে তোমার দুঃখভার হতে অপসৃত কর্‌বার জন্য অকস্মাৎ একটী আনন্দের দিন নির্দ্ধারিত করেচেন্;—তুমি কখন এরূপ আশা কর নাই এবং আমিও কখন মনে ভাবি নাই।

বস। মা কি মা, কবে?

হৈম। বৎসে! আগামী বৃহস্পতিবার বীরপুরুষ, তরুণবয়স্ক, সৎকুলোদ্ভব, সাধু, সমাজগণ্য বীরচন্দ্র, গোঁসাইজীর দেবালয়ে তোমাকে তার সহধার্ম্মিনী রূপে গ্রহণ কর্‌বে।

বস। মা! সেই দেবালয় এবং গুরুদেবের দিব্য, সে আমাকে সহধর্ম্মীণী রূপে গ্রহণ করে সুখী হবে না ও সুখী কর্‌বে না;—আমি এই ত্বরা দেখেই বিস্মিত হলাম। মা, মিনতি করি পিতৃদেবকে বলুন আমি এখনও বিবাহ কর্‌বো না। এবং আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি যদি বিবাহ করি ত মদন,—যাকে আমি বীরচন্দ্র অপেক্ষা ঘৃণা করি,— মদনই আমার স্বামী হবেন। আপনার বুঝি এই সমাচার?

হৈম। তোমার পিতা এই দিকে আস্‌চেন; তুমি স্বয়ং তাঁকে বলে দেখ তিনি কি বলেন।

ভীমসেন ও কমলার প্রবেশ।

ভীম। যখন দিনমণি অস্তমিত হন্ তখনিই শূন্যমার্গ মৃদুমৃদু তুষার শীকর বর্ষণ করে; কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবনসূর্য্য অস্তমিত, তজ্জন্য প্রবল বেগে জলধারা বিনির্গত হচ্চে। এ কি? বৎসে! বারিপ্রবাহ! এখনও কি অশ্রুনীরে নিমগন? অনবরতই বারিবর্ষণ? একটী সামান্য দেহেই যেন অর্ণবযান, সাগর এবং ভয়ঙ্কর বাত্যার সৃজন করেচ;—যেহেতু এখনও তোমার নয়নদ্বয় এরূপ অশ্রু প্রবাহে প্রবাহিত, যে ইহাকে একটী সমুদ্র বলে উল্লেখ যোগ্য, তোমার শরীর সেই সমুদ্রের অর্ণবযান—এই লবণময় বারি প্রবাহে ভাসমান্; তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাসই ভয়ঙ্কর ঝটিকা স্বরূপ। এই সমস্ত পরস্পরের আনুকূল্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অকস্মাৎ প্রশান্ত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করতঃ এরূপ ভাব ধারণ করিবে, যে এখনিই তোমার ঝটিকাক্রান্ত অর্ণবযান জলমগ্ন হবে। প্রিয়সি! কি হলো, কি কল্লে? আমাদের সিদ্ধান্ত ইহার নিকট বর্ণনা করেচো তো?

হৈম। মহাশয়—তা করেচি—কিন্তু ইহার সম্মতি নাই, ইনি কেবল আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেচেন; আমার এম্‌নি ইচ্ছা হতভাগীর যেন শ্মশানভূমে বিবাহ হয়।

ভীম। কি এর সম্মতি নাই? কি, আমাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়? এতে কি আপনাকে গর্ব্বিতা বিবেচনা করেনা? এতে কি আপনাকে সুখিনী বলে গণনা করে না? হায় এমন অযোগ্য পাত্রীর এমন সুযোগ্যে পরিণয় নির্দ্ধারিত করেচি!

বস। পিতঃ! আমি গর্ব্বিতা নই; আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। আমি তাহাকে ঘৃণা করি, তবে তাহার পত্নী হয়ে আমার গর্ব্বের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু যে প্রণয় আপনাদের অভিপ্রেত, যদিও তাহা আমার পক্ষে ঘৃণাস্পদ, তথাপি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

ভীম। কি! কি! তর্কশাস্ত্র! এ আবার কি? গর্ব্বিতে! এখনও বল্‌চি গর্ব্ব পরিত্যাগ কর্। আমি তোমার ধন্যবাদ বাক্য প্রার্থনা করি নাই। তুই আর আমার প্রতি গর্ব্বভাব প্রকাশ করিস্ না। প্রস্তুত হও, আগামী বৃহস্পতিবার বীরচন্দ্রের সহিত দেবালয়ে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে; যদি অন্য আচরণ কর, তোমার এই সুকুমার দেহ আবদ্ধ করিয়া সেখানে লইয়া যাব। হতভাগি! এখনিই দূর হও; তোমার মুখে আগুন!

হৈম। ছি, ছি! আপনি পাগল হলেন নাকি?

বস। পিতঃ! আপনার চরণে ধরে মিনতি করিতেছি, স্থির হয়ে আমার একটী কথা শ্রবণ করুন।

ভীম। তোমার গলায় দড়ী; তরল চিত্তে! তোমার শৈশব ভাব এখনও যায় নাই; হতভাগিনী! কথার অবাধ্য? আমার যা বল্‌বার তা বলেচি,—বৃহস্পতিবার-দিন দেবালয়ে যাস্‌ নচেৎ জন্মাবচ্ছিন্নে আমার আর মুখাবলোকন করিস্‌ না, আমার সঙ্গে কথা কহিস্‌ না। রাগে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হচ্চে। প্রেয়সি! জগদীশ্বর আমাদিগকে একমাত্র কন্যা প্রদান করেচেন্,—মনে করেছিলাম সুখী হব, কিন্তু এখন এই একমাত্র কন্যাই দুঃখের কারণ; আমাদের কপালে এমন কন্যাও প্রাপ্ত হয়েচি! দূর হ—পাপীয়সী!

কম। পরমেশ্বর ইহাকে সুখী করুণ। তোমরা বাছাকে এত গালাগালি দিলে, এত ভাল নয়।

ভীম। থাম্‌না লক্ষ্মী, চুপ্‌ করে থাক্‌। আমার কাছে তোর বুদ্ধি খরচের আবশ্যক নাই; যা—ফিচেল্‌ ছোঁড়াদের কাছে বিদ্যা জাহির কর গে।

কম। আমিতো কিছু অন্যায় বলি নাই, আমার কথায় কিছুমাত্র চাতুরী নাই।

ভীম। আঃ পরমেশ্বর! এ মাগী তো বড় জ্বালালে দেখ্‌চি!

কম। কোন কথা কইবার যো নাই যে?

ভীম। থাম্‌—খিট্‌খিটে নির্ব্বোধ মাগি! তোর লম্বা লম্বা কথা ছেলেদের খেল্‌বার সময় কহিস্‌; এখানে তোর কথায় কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।

হৈম। আপনি গরম হয়ে উঠেছেন যে।

ভীম। ঈশ্বর জানেন আমাকে পাগল করে তুলেচে; কি দিন, কি রাত্রি, কি ঘণ্টা, কি পল, কি সময়, কি কার্য্য, কি খেলা, কি একাকী, কি বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত, সকল সময়েই এর অনুরূপ বর পাত্রের জন্য আমার দিবা রাত্রি বিষম চিন্তা; যদিও সৌভাগ্য ক্রমে সদ্বংশজাত, ভদ্র, সুগঠন, তরুণ-বয়স্ক, সুশিক্ষিত, প্রশংসনীয়, সুন্দর, অধিক কি মানসকল্পনার অনুরূপ একটী বরপাত্রের অন্বেষণ কল্লেম,—এখন হতভাগী কাককণ্ঠি নির্ব্বোধ, ভাগ্যের দিক লক্ষ্য না করে উত্তর কল্লেন,—আমি বিবাহ কর্‌বো না, আমি প্রণয় প্রকাশ কত্তে পার্‌বো না,—আমি নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য বালিকা—জোড় হাত করি—আমায় ক্ষমা করুণ। কিন্তু শোন্ যদি তুই বিবাহ না করিস্, তাহলে তোকে কি আমি ক্ষমা প্রদর্শন কর্‌বো? তোর যেখানে মন্ যায়,—যা; আমার বাড়ীতে কদাপিই থাক্‌তে পাবি নে। যা বল্লাম্ মন দিয়ে শোন্—বিবেচনা কর্। আমি ঠাট্টা কর্‌চিনা; অতি নিকটেই বৃহস্পতিবার। আপনার মনের সহিত পরামর্শ কর্।—যদি আমার হও, তাহলে আমার বন্ধুকে সমর্পণ কর্‌বো। যদি তা না হও, ফাঁসি যাও, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর, ক্ষুধায় অস্থির হও, অথবা রাস্তায় প্রাণত্যাগ কর,—আমার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। নিশ্চয় জেন,—আর তোমাকে আমার বলে স্বীকার কর্‌বো না, আর আমার আত্মীয় কোন ব্যক্তিই তোমার ভালর চেষ্টা পাবেনা। এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস কর;

এখন তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর; আমার কদাপিই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

[ভীমসেনের প্রস্থান।

বস। মা! এ ভবমণ্ডলে কি করুণার লেশ-মাত্র নাই? অন্তর বিষাদে পূর্ণ, এতেও কি কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হয় না? জননী! আপনি আমাকে এখন ফেলিবেন্ না। বিবাহ একমাস কিম্বা আর এক সপ্তাহ বিলম্ব কর; আর যদি তাই না হয়, বীরেন্দ্রের অন্ধকার শ্মশানভূমে আমার বিবাহ শয্যা সজ্জিত করুণ্।

হৈম। আমাকে কোন কথা বলোনা, এবিষয়ে আমি একটী কথাও কহিব না; তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, আমার যা বল্‌বার তা বলেছি।

হৈমবতীর প্রস্থান।

বস। হা বিধাতঃ! কমলা! কিরূপে এ নিবারণ করি? বল কি উপায় করি; আমি যে একজনকে বরমাল্য প্রদান করেচি, মন প্রাণ সকলই তার পদতলে সমর্পণ করেছি; আমায় শান্ত্বনা দাও, আমায় পরামর্শ দাও। হায়! বিধির এ কি বিড়ম্বনা, আমার কোমল হৃদয়ের সহিত এতদূর চাতুরী! কি বলে আমায় শান্ত্বনা দেবে? কমলা বলে দাও, এর কি কোন উপায় নাই।

কম। কেবল এই মাত্র উপায় আছে,—মদন স্বদেশ হতে নির্ব্বাসিত, সে আর তো তোমায় গঞ্জনা দিতে

আস্‌বে না; যদিই আসে তাহলে প্রচ্ছন্ন ভাবে আস্‌তে হবে,—তবে আর কেন, আমার মতে এমন অবস্থায় বীরচন্দ্রকে বিবাহ করাই উত্তম কল্প। আহা একে দেখ্‌লেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়, মদন তার কাছে কোথা লাগে? দেবি! তার বিলোল সুন্দর চক্ষুর নিকট মৃগচক্ষুও পরাভূত। আমার সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত দিব্য কর্ত্তে পারি, আমার বোধ হয় এই বরপাত্রে তুমি সুখিনী হবে; কারণ মদনের অপেক্ষা এটি সর্ব্ববিষয়েই উৎকৃষ্ট। আর যদি তাই না হয়, তোমার পতি বাসর শয্যায় মৃত বলেই বিধবা বিবাহ তো কর্‌তে পার।

বস। তুমি কি অন্তঃকরণের সহিত এই কথা বল্‌চো?

কম। হ্যাঁ এ সিদ্ধান্ত আমার অন্তর হতে, আমার আত্মা তাই বল্‌চে; না হয় এখনই আমার আত্মা ও অন্তঃকরণ নিপাত যাউক্‌।

বস। তাই হউক।

কম। কি?

বস। আশ্চর্য্য শান্ত্বনা দান! চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেচ। যাও জননীকে জানাওগে, আমার পিতাকে অসন্তুষ্ট করেচি, তাই গুরুদেবের মন্দিরে চলিলাম, সেখানে আমার দোষ স্বীকার করে পাপ হতে মুক্ত হব।

কম। এখনই চলিলাম, দেখ দেখি কেমন জ্ঞানপূর্ণ কার্য্য হলো!

বস। পাপিয়সি! পিশাচী! এইরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যে রসনায় আমার হৃদয়স্বামীর শতসহস্রবার অতুল প্রশংসা করেচ, সেই রসনায় পুনর্ব্বার নিন্দা করা, সমধিক পাপ। পরা-মর্শদায়িনী! দূর হ। আজ হতে তোকে আমার হৃদয় হতে বিচ্ছিন্ন কল্লেম। এ বিষয়ে কোন প্রতীকার আছে কি না, জান্‌বার জন্য গুরুদেবের নিকট গমন করি; যদি সমস্তই বৃথা হয়, স্বয়ংই জীবন পরিত্যাগ কর্‌বার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে,—না হয় তাই কর্‌বো।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গুরুদেবের মন্দির।

গুরুদেব ও বীরচন্দ্রের প্রবেশ।

গুরু। বৃহস্পতিবার মহাশয়? সেও অতি নিকট।

বীর। রায় মহাশয় এরূপ অভিপ্রায় করেছেন। আমিও তাঁহার সত্বরতা নিবারণে ইচ্ছুক নই।

গুরু। তুমি বল্‌লে যে,—আমার ভাবি পত্নীর অন্তঃকরণ কিরূপ জানি না। তবে এ কার্য্য নিতান্ত অসঙ্গত, আমারও নিতান্ত অনভিমত।

বীর। সে বীরেন্দ্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যাকুল, দিবা-নিশি অশ্রুনীরে নিমগ্ন, তজ্জন্যই আমি প্রণয়ের কোন কথাই উত্থাপন করি নাই। বিবেচনা করে দেখুন প্রণয়া-ধিষ্ঠাত্রী কামপত্নী অশ্রুপরিপূর্ণ গৃহে হাস্য বিতরণ করেন্ না। কিন্তু তাহার পিতা স্বীয় দুহিতার এতাদৃশ মনোদুঃখ দেখে পদে পদে বিপদ গণনা কর্চ্চেন, এবং তাহার শোকাশ্রু নিবারণার্থ এই পরিণয় কার্য্য অবিলম্বে সমাধা কর্‌বার মনস্থ করেচেন্। কারণ নির্জ্জনতা ও নিভৃতি, বিলাপ-বিষয়ক-চিন্তা অনবরত মনোমধ্যে উদিত করে, কিন্তু জনসহবাস তাহার এই চিন্তা অনেক অপসৃত কর্‌বে।

সে যাহা হউক, আপনি জানেন্ এই ব্যস্ত সমস্ততার কারণ কি ?

গুরু। (স্বগত) এ শুভ কার্য্যে কি জন্য বিলম্ব হওয়া উচিত, তাহা না জানাই আমার উচিত ছিল! (প্রকাশ্যে) ঐ দেখুন্ মহাশয়। বসন্তকুমারী আমার আশ্রমাভিমুখে আগমন কর্চ্চেন্।

বসন্তকুমারীর প্রবেশ।

বীর। কি সুখের দিন! সহধর্ম্মিনীর সহিত সাক্ষাৎ অতুল সুখকর।

বস। মহাশয়! আমি আপনার সহধর্ম্মিনী হলে, এ সাক্ষাৎ সুখের বটে।

বীর। প্রেয়সি! আগামি বৃহস্পতিবারে ত অবশ্যই হবে।

গুরু। তাই স্থির নিশ্চয় বটে।

বীর। এস, গুরুদেবের নিকট বাগ্‌দান কর।

বস। এ বিষয়ে তোমার নিকট বাগ্‌দত্তা হওয়াই আবশ্যক।

বীর। "তুমি আমাকে ভাল বাস," এ কথা তাঁর নিকট অস্বীকার ক'রোনা।

বস। আমি তোমার নিকট এই বাগ্‌দান কচ্চি, যে আমি তাকে ভাল বাসি।

বীর। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হচ্চে যে তুমি আমাকে ভাল বাস।

বস। যদি আমি তোমায় ভাল বাসি, তোমার সাক্ষাতে বলা অপেক্ষা অসাক্ষাতেই বলা শ্রেয়।

বীর। সরলান্তঃকরণে! অশ্রুধারায় তোমার বদন-কমল বিবর্ণ হয়েছে।

বস। অশ্রুবারির ইহাতে কিছুমাত্র জয় নাই; অশ্রুপাতের পূর্ব্বেই আমার মুখ বিবর্ণ হয়েছে।

বীর। তোমার অশ্রুবারি অপেক্ষাও এই কথা অধিকতর অপ্রীতিকর।

বস। মহাশয়! আমি অণুমাত্রও উপহাস করি নাই, যাহা কহিলাম সম্পূর্ণ সত্য।

বীর। তোমার ও চন্দ্রানন আমারই—কিন্তু ও মুখে উপহাস প্রয়োগ ভাল হয় নাই।

বস। যখন আমি আমারই নই, তখন জানি না—তোমার হতে পারি কি না। পবিত্র পিতঃ! আপনার কি এখন অবসর আছে? অথবা আমি সায়ংকালে আপনার নিকট আগমন কর্‌বো?

গুরু। বৎসে! এখনই আমার অবকাশ সময়। মহাশয়! আমাদের একান্ত অনুরোধ নির্জ্জনে এই সময় অতিবাহিত করি।

বীর। ঈশ্বর রক্ষা করুণ, আমি সন্ধ্যাবন্দনাদির ব্যাঘাত কত্তে ইচ্ছুক নই; বসন্ত! বৃহস্পতিবার দিনে প্রত্যুষে তোমাকে জাগরিত কর্‌বো—সেই পর্য্যন্ত বিদায়! এই পবিত্র চুম্বন ধারণ কর (হস্তে পরিচুম্বন)

(প্রস্থান)

বস। দেব! দ্বাররুদ্ধ করুন্। যখন আপনিই এত-দূর কল্লেন, তখন আমার সহিত নয়ন-সলিলে ভাসমান্ হউন্। হায়! আমার আশা অতীত, প্রতিবিধান অতীত সাহায্য অতীত!

গুরু। বসন্ত! আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমার মনো-দুঃখ অবগত হয়েচি, অধিক কি এই দুঃখে বুদ্ধিহারা, জ্ঞানহারা হয়েচি। শুনিলাম আগামী বৃহস্পতিবারে বীরচন্দ্রের সহিত তোমার নিশ্চয় বিবাহ হবে—কিছুতেই নিবারিত করিবার উপায় নাই।

বস। দেব! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি প্রতিবিধানের কোন উপায় না বলেন্ ততক্ষণ "শুনিয়াছি" এ কথা বল্‌বেন্ না। যদি আপনার জ্ঞাত বলে আমাকে সাহায্য প্রদান করিতে না পারেন্ তবে আমার সিদ্ধান্তই জ্ঞান-পূর্ণ; এই ছুরিকাই এখন আমার সিদ্ধান্তের সাহায্য কর্‌বে। বিধাতা আমার ও মদনের অন্তরে অন্তর মিলিত করেছিলেন, ও আপনি আমাদিগের উভয়ের হস্ত মিলিত করেচেন; কিন্তু গুরুদেব! আপনি জান্‌বেন, এই হস্ত এখন অপরের সহিত মিলিত হবার পূর্ব্বে, ও আমার অন্তরে অন্য কেহ স্থান পাবার পূর্ব্বেই এই ছুরিকাই উভয়ের বিনাশ সাধন কর্‌বে। আপনি পরিণত বয়স্ক প্রযুক্ত সময়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে বিলক্ষণ নিপুণ, আমায় এখন সময়োপযোগী পরামর্শ দিন্,নচেৎ এই নর-শোণিত-লোলুপ ছুরিকাই আমার সকল মিমাংসা কর্‌বে। আপনার কৌশল এবং পরিণত বয়ঃক্রম এই উপস্থিত

কার্য্যের সিদ্ধান্ত করিলে আপনার বিন্দুমাত্র মানহানির সম্ভাবনা নাই। আপনি প্রত্যুত্তর দানে বিলম্ব কর্‌বেন না। প্রতীকারের কোন উপায় না করিলে এখনই জীবন পরিত্যাগ করে সকল জ্বালা নিবারণ কর্‌বো।

গুরু। বৎসে! নিরস্ত হও, দেখ্‌চি এ বিষয়ে এখনও আশা আছে, এখনও উপায় আছে; কিন্তু যে দুঃসাহসিক বিষয় নিবারণের জন্য আমরা এতদূর যত্নবান্‌, নিবারণোপায় ও কার্য্য-সম্পাদনও ততোধিক্‌; যদি বীরচন্দ্রের পাণিগ্রহণ অপেক্ষা তোমার জীবন পরিত্যাগ বাসনা বলবতী হয়, যদি প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়ে থাক, তাহাহইলে এই লজ্জা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত একটী দ্রব্য সেবন কর; ইহা মৃত্যু হতে পরিত্রাণ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, কিন্তু মৃত্যুরই অবিকল সমকক্ষ। তোমার সাহস থাকে উপায় বলে দি গ্রহণ কর।

বস। বীরচন্দ্রের সহিত বিবাহ অপেক্ষা বরং ঐ সন্মুখস্থ দুর্গের অত্যুচ্চ প্রাচীর হতে অধঃপতিত হতে অথবা ভুজগ-পরিপূর্ণ বিবরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে অনুমতি করুন্‌; চীৎকার-নিনাদী বিষম ভল্লুকের সহিত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করুণ, ঘোর রজনীতে শব্দায়মান্‌ কঙ্কালরাশি পরিবৃত, বিকট নরকপাল পরিপূর্ণ শ্মশানে অবরুদ্ধ করুন্‌; কিন্তু আমার হৃদয়বল্লভ, প্রাণ প্রিয়তমের নিষ্কলঙ্ক পত্নীভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে কিছুতেই বিন্দুমাত্র ভীতা হব না।

গুরু। তবে নিবৃত্ত হও। বাটী প্রত্যাবর্ত্তন কর,

সকলের নিকট অন্তঃকরণ প্রফুল্ল দেখাও, বীরচন্দ্রের পাণি-গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ কর। কালি বুধবার। সাবধান, কল্য যামিনীতে একাকিনী শয়ন ক'রো, তোমার ধাত্রীকে তোমার শয়ন-কক্ষে থাকিতে দিও না। এই তরল পানীয় পান করিও, তৎক্ষণাৎ শরীর শীতল এবং অবসন্ন হয়ে সজীব জীবাত্মাকে আক্রমণ করিবে। নাড়ীসমূহ নৈস-র্গিক গতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হবে ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হয়ে সকলই স্থির ও স্পন্দহীন হবে। কি উষ্ণতা কি নিশ্বাস কিছুতেই তোমার সজীবতা সপ্রমাণ কত্তে পারবে না। গোলাপ কুসুমের ন্যায় তোমার এই লোহিত অধর এবং কপোলদেশ ধূসর ভস্মের ন্যায় শুষ্ক হবে, নয়ন বাতায়ন নিমীলিত হবে ও প্রত্যেক অঙ্গই সচ্ছন্দ সঞ্চা-লনে বঞ্চিত হয়ে মৃতব্যক্তির ন্যায় কঠিন ও দৃঢ় ব'লে প্রতীয়মান্ হবে। মৃত্যুর এই কৃত্রিম আকারে তুমি বিল-ক্ষণ রূপে দ্বিচত্বারিংশৎ ঘণ্টা অবস্থিতি করিবে; এবং তদ-নন্তর যেন প্রীতিপ্রদ নিদ্রা হতে জাগরিত হবে। যখন পরিণেতা প্রভাতকালে তোমাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত আগমন করিবে, তখন তুমি যথার্থই মৃত; তাহলেই অকস্মাৎ মৃত্যুহেতু অন্ততঃ দ্বাদশ ঘণ্টা তোমার দেহ রক্ষিত হবে। ইত্যবসরে আমাদের এই ষড়যন্ত্র পত্রদ্বারা মদনকে পরিজ্ঞাত করিব, তিনি তোমার জাগরণের পূর্ব্বেই এখানে আগমন করিবেন্। তিনি ও আমি তোমার জাগরণ বিষয়ে সতর্কতার সহিত তত্ত্বাবধারণ করবো এবং সেই রজনীতেই মদন তোমাকে এস্থান হইতে সরগ্রামে লইয়া

যাইবেন। এই হইলে তো বর্ত্তমান লজ্জা হতে মুক্তি লাভ হবে। যদ্যপি চঞ্চল না হও, স্ত্রীজাতি সুলভ ভয় বিন্দুমাত্র না থাকে, এই কার্য্য সম্পাদনে সাহস অবলম্বন কর।

বস। আপনি দিন্, এখনি দিন্ ; ভয়ের কথা বল্‌-বেন না।

গুরু। স্থির হও ; এই স্থির সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা অবলম্বন কর, কৃতকার্য্য হবে। আমি এখনিই পত্র লিখিয়া একজন সন্ন্যাসীকে সরগ্রামে তোমার হৃদয়স্বামির নিকট প্রেরণ করিতেছি।

বস। প্রণয়! আমাকে বল প্রদান কর, সাহস আমার সহয়তা করুক। পিতঃ! এখন আসি, প্রণাম—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভীমসেনের গৃহ।

ভীমসেন, হৈমবতী, কমলা ও ভৃত্য।

ভীম। যে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নাম লেখা আছে তাদের নিমন্ত্রণ করগে। আর দেখ কুড়ি জন বেশ্ নিপুণ পাচক ডেকে নিয়ে আয়।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

ভীম। যাও যাও;—আমাদের এমন সময়ে অনেক আয়োজনের অসদ্ভাব হবে। যা হউক বসন কি গুরুদেবের নিকটে গ্যাছে?

কম। হাঁ—নিশ্চয় গ্যাছে। যাচ্চে, আমি দেখে এয়েছি।

ভীম। বেশ্ বেশ্, হয়তো তিনিও তাকে কতক সৎপরামর্শ দেবেন্। ভারি দুষ্ট, নিজের মতলবেই চলে।

কম। দেখুন তিনি দেবালয় হতে মুখ্টী খুসি করে আস্চেন।

বসন্তের প্রবেশ।

ভীম। কি দুর্ব্বিনীতে? কোথায় গেছলি।

বস। আমি আপনার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন ও প্রতিকূলাচরণ করে যে পাপ করেছি, সেই পাপের নিমিত্ত যেখানে অনুতাপ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইখানে গিয়াছিলাম। পবিত্র গুরুদেব আপনার চরণতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন; পিতঃ! আপনার চরণে ধরে মিনতি করি আমাকে ক্ষমা করুন্? আপনি যা আদেশ কর্বেন্ তাই কর্বো।

ভীম। বীরচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাও, তাকে এই সংবাদ বলগে। কল্য এই পরিণয় সূত্র দৃঢ়বদ্ধ হবে।

বস। গুরুদেবের দেবালয়ে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল; এবং নম্রতার সীমা অতিক্রম

না করে, যতদূর পর্য্যন্ত প্রণয় প্রকাশ করা উপযুক্ত আমি তা করেছি।

ভীম। দেখ দেখি, এই কথায় আমি সন্তুষ্ট হলাম্। এ বেশ হয়েছে, উঠ উঠ; যেমন হওয়া উচিত, তাই হয়েছে, আমি বীরচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিগে, যাই তাকে এখানে লয়ে আসি। পবিত্র গুরুদেব তুমিই ধন্য; সমস্ত নগরী তোমার নিকট চিরবাধিত।

বস। কমলা! আমার ঘরে এস, কল্য প্রভাতের বেস বিন্যাসের জন্য যে সকল অলঙ্কার আবশ্যক তাই গুছাব; তুমি আমার সহায়তা করিও।

হৈম। না, সে বৃহস্পতিবার; এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

ভীম। কমলা যাও, বসনের সঙ্গে যাও, আমরা কাল প্রাতঃকালেই দেবালয়ে যাব।

হৈম। আমাদের খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুল হবে,—সন্ধ্যা হয়ে এলো।

ভীম। থাম; আমি চারিদিকে বিলক্ষণ নজর রাখ্‌বো; প্রেয়সি! তুমি নিশ্চয় জেন সকল বস্তুরই সুচারুরূপ আয়োজন হবে। তুমি বসনের কাছে যাও, তাহাকে ভালরূপে সুসজ্জিত কর, আমি অদ্য রাত্রে শয়ন কর্‌ব না, একাকী অবস্থান কর্‌বো, বাটীর গৃহিণীর কার্য্যে ব্যাপৃত হবো। কি আনন্দের বিষয়, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত। উত্তম; আমি স্বয়ংই তার নিকট গমন

করে কল্য প্রভাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলিগে; অত্যন্ত সুখের বিষয় যে পাগ্‌লী আমার দৌরুত্তি ছেড়েছে।

(সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০*)০(*০—

বসন্তকুমারির গৃহ।

বসন্ত ও কমলা।

বস। ঐ পরিচ্ছদ গুলি খুব উত্তম। কিন্তু কমলা। তোমাকে বিনয় করি রাত্রে আমি একাকিনী থাক্‌বো। দেবতাদিগের স্তবপাঠের আমার অধিক প্রয়োজন, তুমি বিলক্ষণ জানই তো আমার অবস্থা পাপে পরিপূর্ণ; সুতরাং দেবতাগণ যাহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হন্, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

হৈমবতীর প্রবেশ।

হৈম। কি? তোমরা কাজে ব্যস্ত? আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি?

বস। না মা; কাল প্রাতঃকালের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাকে একলা থাকৃতে অনুমতি করুন্; আর কমলা আজ রাত্রে আপনার নিকট থাকুক, কারণ আমার

নিশ্চই বোধ হচ্ছে, এই আকস্মিক কার্য্যে আপনাদের সকলকেই ব্যস্ত থাক্‌তে হবে।

হৈম। আচ্ছা; এখন আসি; রাত্রি সুখে অতিবাহিত হউক; তুমি শয়ন করগে, তোমার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।

[হৈমবতী ও কমলার প্রস্থান।

বস। বিদায়, বিদায় সবে জনম মতন;
কবে পুনঃ দেখা হবে জানেন বিধাতা।
ভয়েতে অবশ অঙ্গ, বিরস রসনা.
হৃদয় অস্থির সদা বিচলিত প্রাণ,
শীতল শোণিত স্রোত ধমনী ভিতরে
আতঙ্কে আমায়; কি বলে বুঝাই প্রাণে?
ডাকিব কি পুনঃ সবে সান্ত্বনিতে মোরে।
আর কারে ডাকি?—কমলা, কমলা মোর,—
আর কেনই বা আমি ডাকিছি তাহায়,
কিই বা করিবে আসি এখন আমার
একাকিনী অভাগিনি করিব সাধন
ভীতিপূর্ণ দুঃখময় এই অভিনয়।
এস পানপাত্র তুমি একমাত্র মোর
উপায়, সহায়, মিত্র এমন সময়;—
এই মিশ্র যদি নাহি হয় কার্য্যকর

তবে ত নিতান্ত কালি হবে পরিণয়,
ফুরাবে সকল আশা জনমের মত,
ফুরাইবে চিরসুখ জীবনের তরে।—
পরিণয়!—না, না, সুতীক্ষ্ণ সুহৃদ এই
ছুরিকা আমার, ঘুচাইবে সব জ্বালা;
দয়ার আধার তুমি থাক এইখানে।

(ছুরিকা স্থাপন)

আমাদেঁাহে গুরুদেব বেঁধেছে গোপনে
পরিণয় ডোরে; সেই অপমান ভয়ে
অমৃত বলিয়া, গরল প্রদান মোরে
করেছেন বুঝি;—তবে ত মনের সাধ
মনেতে মিটিল; তবে, আর কি শুনিতে
আমি পাবনা সে বাণী,—শুনিলে জুড়ায়
যাহে মন প্রাণ মোর; জানি কিন্তু আমি
পরম দয়ালু তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ;
এই অধর্ম্ম নিষ্ঠুর কর্ম্ম অসম্ভব
তাঁর। কিন্তু যবে বিকট শ্মশানে মোরে
রাখিবে একাকী নিদাঘ যামিনী মাঝে,
প্রাণেশ আসার পূর্ব্বে নিদ্রা যদি ভাঙ্গে,
তাহলে, তাহলে হবে বিষম বিভ্রাট,—
দেখিব চৌদিকে, সেই বিকট শ্মশানে,—

ভয়ানক স্থান,—ছিঁড়িতেছে নাড়ি ভুঁড়ি
মাংসাহারী জীবে, কোথাও বা খেদাইছে
দূরে সমলোভীজনে ভীষণ হুঙ্কারে
কড়মড়ি বিকট দশন ; কোথাও বা
ছুটিছে শৃগাল ভয়ে কুক্কুর তাড়নে,
কোথাও স্বনিছে সর্প ; কেহ বিদারিছে
শব অসি সম নখে ; অস্থি মাংস মুখে
দৌড়িছে মাংসাশী জীব আনন্দে চৌদিকে ;
সমীর দুর্গন্ধময় বহিছে তথায় ;—
হয় তো জাগিয়া আমি মরিব তখনি,
নহে বা দেখিব সেই তমরাশি মাঝে,—
বিভীষিকাপূর্ণ সেই শ্মশান মাঝারে,—
দৌড়িতেছে প্রেতকুল ; ভূত, প্রেত আদি,
পিশাচ পিশাচি মহানন্দে খেলিতেছে
শব লয়ে কোলে ; নরমুণ্ড লয়ে কেহ
লুফিতেছে মহোৎসাহে ; নাড়ী ভুঁড়ি গলে
কেহ, হাঁসিছে বিকট হাঁসি খিল্ খিল্
রবে, পুরি স্থান ভৈরব আরবে ; কোথা
প্রেতকুল অস্থি করে কলহে বিব্রত ;—
এ সকল দেখে শুনে উন্মাদ হইব,
নর অস্থি লয়ে খেলিব তাদের সঙ্গে,—
হয় ত খেলিতে রঙ্গে বীরেন্দ্রের সনে—

অপমান প্রেতকুলে, করিব অজ্ঞানে,
সেই অপমানে আঘাতিয়া শির মোর
শতধা করিবে। ঐ যে আমি, দেখিতেছি,—
ঐ যে প্রেত আত্মা প্রিয় ভ্রাতার আমার,
ভ্রমিতেছে যেন, খুঁজিয়া মদনে ;—অই!
প্রাণেশ আমার! করি পান এই পেয়,
হউক অমৃত কিম্বা গরল বিষম,—
বাঁচি মরি, যাহবে তাহবে,—পায়ে রেখো
প্রাণনাথ, সর্ব্বস্ব আমার—কণ্ঠরত্ন
অভাগির জীবনে মরণে!

(পান ও শয্যায় পতন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভীমসেনের গৃহ।

হৈমবতী ও কমলার প্রবেশ।

হৈম। দাঁড়াও এই চাবীগুলি নাও ; কমলা আরও কিছু মসলা নিয়ে এসো গে।

কম। তারা পিঠে পরমান্নের জন্য দারচিনি আর ছোট এলাচের কথা বল্‌ছিল।

ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। উঠ উঠ কাক কোকিল দুতিন্ বার ডেকেচে, পড়ে পড়ে রাত্রি পাঁচটা হয়েচে। হরিদাসী! দ্রব্যাদির প্রতি বেশ্ নজর রেখ; খরচের জন্য কোন অপ্রতুল না হয়।

কম। যাও যাও; তোমরা বিছানায় শোওগে। আজ্ এত রাৎ জেগে কাল নিশ্চয়ই জ্বরে পড়্বে।

ভীম। না—না—কি? আমি এ অপেক্ষা সামান্য কাজে কত দিন সমস্ত রাত্র জাগরণ করেচি, কই আমার তো কখন কোন অসুখ করে নাই।

হৈম। সে এক কাল গেছে তখন রাত জেগেছ; কিন্তু দেখা যাবে এখন কেমন করে রাত জাগ।

[হৈমবতী ও কমলার প্রস্থান।

ও ভৃত্যের প্রবেশ।

ভীম। ওরে ওতে কি রে?

ভৃত্য। রাঁধ্বার জিনিস পত্র মহাশয়! জানিনা কি কি আছে।

ভীম। দৌড়ে যা, দৌড়ে যা বড় কড়াখানা নিয়ে আয়। কেশবকে ডাক, কোথা আছে সে দেখিয়ে দিবে।

ভৃত্য। মহাশয় আমার কপালের মাঝে দুটো চোক আছে, এর জন্য আর কেশবকে কষ্ট দিতে হবে না।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

ভীম। বেশ বেশ—হা হা! ও সর্ব্বনাশ! দিন হলো যে; এইখানেই বীরচন্দ্র, বাদ্যকারগণ সঙ্গে করে এখনি আসবে বলেছেল;—ঐ আস্‌ছে শুন্‌তে পাইযে। কমলা! প্রেয়সী! ওগো ওগো তোমরা সব কোথায় গো?

কমলার প্রবেশ।

ভীম। যাও, যাও, আমি যাই, বীরচন্দ্রকে আদর আহ্বান করিগে, যাও দৌড়ে যাও, দৌড়ে যাও, বর এখানে এল বলে, যাও শীঘ্র যাও, বলচি। বসন্তকে তোলোগে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বসন্তের গৃহ।

বসন্ত শয্যায় সুপ্ত।

কমলা। দেবি! ও দেবি! বসন্ত! এত ঘুম? উঠ, আমি এত ডাক্‌চি, এত জাগাচ্ছি তবু এত ঘুম, এ কি রকমের মেয়ে! ওগো ও বসন্ত! বসন্ত! বসন্ত! দিব্বি, বেশ ঘুম যা হোক; ছি ছি! একি গা? এখন ঘুম যায়না; দেবি! দেবি! একি গো? কেন, আমি ডাক্‌চি, উঠো

উঠো—তোমার আনন্দের দিন, আজ বিয়ে হবে, কনে সাজ্‌বে। ছি—ছি—এখনও ঘুম, একটা কথাও নাই। আমি বল্‌চি কাল রাৎ থেকে তুমি সাত দিন সাত রাৎ ঘুমিও—বীরচন্দ্র সকাল বেলাই ঘুম থেকে উঠে এসেছে। একি গা তোমার কি এত ঘুমান উচিত; ওমা এত ঘুম! যাহোক আমায় জাগাতে হবে। দেবি! দেবি! দেবি! একি! বীরচন্দ্রকে তোমার বিছানায় নিয়ে আসি,—সে না ঘুম ভাঙ্গালে দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার ঘুম ভাঙ্গবে না। একি দিব্বি বেশ ভূষা করে বিছানায় শুয়ে রয়েছে?—জাগাই; না জাগালেই নয়—দেবি দেবি! বসন্ত! ও বসন্ত! হায়! হায়! কি হলগো! কে কোথায় গো—আমাকে ধর—ধর—হায়! হায়। বসন আর নাই। কি হলো গো! এই দেখ্‌তে কি আমার জন্ম হয়েছিল? আমি মলেম না কেন, হায় হায়! ওগো জল জল, তেষ্টায় আমার জীব শুকিয়ে গেল; ও গিন্নিমা গিন্নিমা! কর্ত্তা মহাশয়! কর্ত্তা মহাশয়! ওগো ওগো!

হৈমবতীর প্রবেশ।

হৈম। এখানে কিসের এত গোলযোগ গা?

কম। হায়! কি শোকের দিন।

হৈম। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

কম। ঐ দেখুন, ঐ দেখুন! ওমা কি সর্ব্বনেশে দিন!

হৈম। হায়! আমার কি হলো! আমার কি হলো! আমার বাছা, আমার একমাত্র জীবন ধন! মা আমার উঠো উঠো, মা একবার চক্ষু মেল, বসন্ত একবার চেয়ে দেখ্ মা, না হলে আমাকে তোর সঙ্গে কর্। ওমা কি হবে গা? কে এখানে? ওগো সবাই এসগো আমার বসন্তকে বাঁচাও; ডাক্ ডাক্ সবাইকে ডাক্ না গা।

ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। আ—খেলে—যা! বেহায়ারা লজ্জা নাই, বসন্তকুমারীকে এখানে নিয়ে আয়। বর এসে বসে আছে।

কম। সে কি আর আছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে, বসন্ত নাই, হায় হায়!

হৈম। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ বাছাকে হারালেম, হায় জন্মের মত বাছাকে হারালেম!

ভীম। কৈ আমাকে দেখ্‌তে দাও। হায়! গা যে একবারে ঠাণ্ডা! রক্ত স্থির, হাত পায়ে খিল গুলো শক্ত? অনেকক্ষণ হলো প্রাণ-পুরুষ এই নশ্বর অধর ত্যাগ করে গেছে। অসময়ে যেমন অকাল হিমরাশি উদ্যানের কুসুমে আপতিত হয়, পোড়া কাল সেইরূপ এই সুকুমার দেহ আচ্ছন্ন করেছে। এ বুড় বয়সে আমার কপালে এই ছিল!

কম। কি শোকের দিন! কি দুঃখের দিন!

হৈম। হায় কি দুঃসময়! ওমা—

ভীম। করাল কাল! তুই কেবল আমাকে কাঁদাবার জন্যই কি আমার বাছাকে হরে নিলি? আমার কি হলো আর যে মুখে কথা সরে না।

গুরুদেব, বীরচন্দ্র ও বাদ্যকরগণের প্রবেশ।

গুরু। আসুন—কন্যাটী কি দেবালয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েচে?

ভীম। যেতে প্রস্তুত, কিন্তু বাছা আর ফিরে আস্‌বে না। হায় বৎস! বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রেই কাল শমন তোমার পত্নীকে গ্রাস করেচে—দেখ আমার সেই বসন্ত এই পতিত; আহা! সেই প্রস্ফুটিত কুসুম করাল কালের গ্রাসে নিপতিত, শ্রীহীন; এখন মৃত্যুই আমার জামতা, মৃত্যুই আমার উত্তরাধিকার, আমার কন্যা করাল কালেরই পাণিগ্রহণ করেচে; আমি এখনই মর্‌বো, কালের হস্তে সমস্তই সমর্পণ কর্‌বো।

বীর। গত রজনী সুপ্রভাত হবে, কত আশা করে-ছিলাম, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! শেষে এই শোচনীয় ঘটনা দেখ্‌তে হলো?

হৈম। কি দুর্দ্দিন! কি দুর্ভাগ্য! কি সর্ব্বনাশ! অবিশ্রান্ত সময় স্রোত ও কখন এমন শোকপূর্ণ ব্যাপার, এমন দুর্ঘ-টনা দেখে নাই। হায়! কেবল একমাত্র কাঙ্গালিনীর ধন, প্রাণের রতন, এক মাত্র প্রাণ জুড়ান ধন, সংসারের সুখ, এক মাত্র সকল দুঃখনিবারক, এক মাত্র ভরসা, পোড়া নিষ্ঠুর যম চক্ষের উপর হতে ছিঁড়ে নিয়ে গেল?

কম। হায়! এমন দিন ত কখনই দেখি নাই! কি মনস্তাপ, কি শোকের দিন!

বীর। নারকী যম! তুমিই তাকে মোহিত করেছ। নিষ্ঠুর নিদারুণ! তুমিই তাকে সম্পূর্ণ হরণ করেছ। হায় প্রেয়সি! হায় জীবিতে—আর জীবিতে কেন—প্রেয়সী কি জীবিত আছে?

ভীম। কত অনাদর করেছি, কত কষ্ট দিয়েছি, কত ঘৃণা করেছি, হায়! এখন বিনষ্ট। আর কি এসময় হৃদয়ে শান্ত্বনা হয়? শান্তি গ্যাছে। শমন! এমন সুখের সময় কি এমন কষ্ট দিতে হয়? হায় বৎসে! হৃদয় সর্ব্বস্বে! তুমি বই আর আমার কেউ নাই; মা তুমিই আমার হৃদয়ের ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। মা তুমি প্রাণত্যাগ কল্লে মা হায়! আমার বসন্ত নাই বসন্তের সঙ্গে আমার সকল সুখ বিনষ্ট হলো।

গুরু। স্থির হও, স্থির হও, ছি লজ্জার বিষয়, বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট উত্থাপন কল্লে কি তার নিবৃত্তি হয়? জীবলোকে ঈশ্বরের অংশ আত্মা ও মানবের অংশ শরীর; এখন শরীর ও আত্মা,সকলই ঈশ্বর লইলেন; সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অনুঢ়া কামিনীর পক্ষে এ উত্তমই হয়েচে। তোমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা কল্লেও মৃত্যু মুখ হতে রক্ষা কর্ত্তে পারবে না; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ইহার আত্মাকে চারিযুগ স্থায়ীকরবেন। এখনই যাহাতে পরলোকে উন্নতি হয় তারই অন্বেষণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ সে এখন দেবলোকঅভিমুখে অগ্রসর হচ্চে,এখন্ কি তোমা-

দের অশ্রু মোচনের সময়, দেখ্‌চনা মেঘমণ্ডল অতিক্রম করে জীবাত্মা অত্যুন্নত বিষ্ণুলোক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়েচে। কি আশ্চর্য্য। সন্তানের প্রতি এরূপ স্নেহ প্রকাশ ত ভালবাসা নয়, এরূপ ভালবাসা নিতান্ত মন্দ; স্বচক্ষে তার কুশল দেখ্‌ছো, তার মঙ্গল দেখ্‌ছো, আর একবারেই উন্মত্ত হচ্ছো। যে বিবাহের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তার বিবাহ, কদাপিই প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু নব পরিণয়ের পরই যার মৃত্যু হয়, তার পরিণয় প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট। অশ্রু সম্বরণ কর। এই কোমলাঙ্গ, কুসুমে ও কুসুমদামে সুসজ্জিত কর, এবং রীতিমত উত্তম পরিচ্ছদে বিভূষিতা করে সমাধি-মন্দিরে লয়ে চল। এরূপ অবস্থায় বিলাপ ও পরিতাপ আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ লোকের পক্ষে আনন্দপ্রদ।

ভীম। আমোদ প্রমোদের জন্য যত আয়োজন হয়েছিল, এখন সকলই এই শোকপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পরিণত হউক। বাদ্যযন্ত্র শোকপূর্ণ বাদ্য আরম্ভ করুক, বিবাহ-আমোদ দুঃখময় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হউক। বাসর পুষ্প এখন মৃত কলেবর উপযোগী হউক। বিবাহের মঙ্গল গীতিকা এখন শোকময় ঈশ্বরের স্তব পাঠে বিনিযোজিত হউক। সকলই বৈপরিত্তে পরিবর্ত্তিত হউক।

গুরু। মহাশয় আপনি ভিতরে যান; দেবী! তুমিও সঙ্গে যাও, বীরচন্দ্র তুমিও যাও; সকলে প্রস্তুত হও; সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই রূপবতীর অনুগমন কর।

দেখ দেবলোক তোমাদের উপর ক্রোধ দৃষ্টি করুচেন। এখন পর্য্যন্ত এ অবস্থায় রাখা ভাল হয় নাই। আর বিলম্ব ক'রোনা। তাঁদের মহিয়ষী ইচ্ছার বিরুদ্ধ সাধন করে আরো অধিক ক্রোধান্বিত ক'রোনা; সত্বর হও অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে দ্বাদশ ঘণ্টার পরে সৎকার করা উচিত। এখন সে অবধি তীর্থে দেহরক্ষা করা আবশ্যক।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সরগ্রাম রাজমার্গ।

মদনের প্রবেশ।

মুদিত নয়নে একি দেখিনু স্বপন!—
সত্য বলি যদি মোর জন্মায় বিশ্বাস,
এখনি আসিবে কোন আনন্দ বারতা;
চিন্তা-মেঘ শূন্য আজি হৃদয়-আকাশ,
অপূর্ব্ব আনন্দ ভাব যেন সারাদিন
উদিছে মানসে; প্রীতি কর চিন্তা কত
উঠিছে সঘনে মানস মন্দিরে মোর;
দেখিনু স্বপন, যেন প্রাণ প্রিয়তমা
আসিয়া হেরিল মোরে মৃত কলেবর,
(বিস্ময় জনক স্বপ্ন! স্বপ্নে মৃতজন
চিন্তায় মগন!)—এ মম অধরে প্রিয়ে
করিয়া চুম্বন পুনঃ দিল প্রান দান,

উঠিয়া হইনু আমি নব অধীশ্বর—
আহা কি মধুর এই প্রণয় মাধুরি,
যখন প্রেমের ছায়া এত সুশীতল!

চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দন নগর হতে আনিছে সংবাদ।
চন্দ্রনাথ! কি সংবাদ? গুরুর প্রেরিত
এনেছ কি লিপি কিছু? আছে ত কুশলে
জীবনের ধন মম? কেমনে আছেন
জনক জননী মম? আবার জিজ্ঞাসি,
সুখে তো আছেন মম প্রেয়সি রতন?—
সংসার মঙ্গলময় যাহার মঙ্গলে।

চন্দ্র। তবে মহাশয় তিনি ভাল আছেন। কিন্তু তাঁর অমর জীবাত্মা অমর লোকে অমরগণের সঙ্গে বাস কর্চ্চে। তাঁহার মৃতদেহ সৎকারার্থে নদী-তীরে লয়ে যাওয়া হচ্চে দেখেই আমি আপনাকে সংবাদ দিতে এলেম। এমন অমঙ্গল বার্ত্তা আপনার পদে নিবেদন করলেম, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার দোষ নাই— আমাকে আপনিই এ নিষ্ঠুর কার্য্যের ভার দিয়ে ছিলেন।

মদ। বটে! গ্রহগণ, মঙ্গলের বা অমঙ্গলের আধার হও, আর আমি তোমাদের ভাবিব না—ভাবিবার আবশ্যক নাই। দেখ তুমি শীঘ্র আমার বাসা থেকে কাগজ ও কলম নিয়ে এস, আর শীঘ্র আমার অশ্ব সজ্জিত কর, আমি এখনিই চন্দন নগরে যাত্রা করিব।

চন্দ্র। মহাশয় অধীর ও ব্যস্ত হবেন না। আপনার যে রকম মনের ভাব দেখছি, তাতে এখন আপনার যাওয়া উচিত নয়। কি জানি যদি কোন বিপদ হয়।

মদ। তুমি পাগল, তোমার সে ভাবনা নাই—তুমি যাও, যা বল্লুম কর। তুমি কি কোন পত্র এনেছ?

চন্দ্র। আজ্ঞে না।

মদ। দরকার নাই। তুমি যাও।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান।

প্রাণেশ্বরি! আজি নিশ্চয় শুইব আমি
অনন্ত শয্যায় তব সনে। কি উপায়?—
এই খানে কোথা, আমার স্মরণ হয়,
নিবসে বণিক এক সমীপ প্রদেশে,
জীর্ণতম বাস, আকুঞ্চিত ভ্রূ যুগল,
মুখশ্রী মলিন, শীর্ণ; তীক্ষ্ণ দরিদ্রতা
করিয়াছে তারে মাত্র অস্থিচর্ম্ম সার;—
হেন অনুমানি, যদি কার এ নগরে
হয় প্রয়োজন তীব্রতম হলাহল
নাশিতে জীবন,—উপেক্ষিয়া রাজ আজ্ঞা
অনায়াসে সে বণিক অর্থের কারণ,
হেন হলাহল পারে করিতে বিক্রয়।

মদ। বাড়িতে কেআছ? (নেপথ্যে—কেও দাঁড়াও যাচ্চি—)

ঝাঁপ উদ্ঘাটন ও পীতাম্বরের প্রবেশ।

মদ। দেখ তোমার সময় অতি মন্দ, তুমি অতি

কষ্টে দিন যাপন কর ; তা এই তুমি ৪০ টাকা নাও, আর এর পরিবর্ত্তে আমাকে এক পাত্র এমন বিষ দাও যে পান করবামাত্র জীবন নাশ হয়।

পীতা। আজ্ঞে হাঁ, এ রকম বিষ আমার নিকট আছে। কিন্তু মহাশয় তো জানেন যে এ নগরে বিষ বিক্রয় করিলে বিক্রেতার প্রাণদণ্ড হয়।

মদ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, এত কষ্টতেও মৃত্যুকে ভয়! (প্রকাশ্যে) দেখ তুমি অনাহারে শীর্ণ হয়ে গেছ ; কষ্টে এবং দুর্ভাবনায় তোমার মুখশ্রী মলিন হয়ে গিয়েছে। তোমার কষ্ট দেখে লোকে তোমাকে ঘৃণা করে। এ পৃথিবী তোমার মত লোকের নয়, আর এর নিয়মও তোমার মত লোকের জন্য নয়। দেখ এ পৃথিবীতে ত আর বড় মানুষ হবার কোন নিয়ম নাই। তবে তুমি কেন না এ টাকা গ্রহণ কর ?

[পীতাম্বরের প্রস্থান ও বিষ আনয়ন।

পীতা। মহাশয় আমি ইচ্ছা করে একর্ম্মে সম্মত হতে পারি না। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন দেখচি আমাকে সম্মত হতে হ’ল।

মদ। এ মুদ্রা আমি ত তোমার ইচ্ছাকে দিচ্চিনা, তোমার দরিদ্রতাকেই দিচ্চি। এই নাও (মুদ্রা প্রদান)

পীতা। এই নিন্। ইহা কোন রূপ পানীয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অসুরেরও মৃত্যু হয়।

মদ। দাও—আচ্ছা, তুমি যাও। অর্থ! জগতে

তোমা অপেক্ষা মানব জাতির পক্ষে তীব্রতম হলাহল আর কিছুই নাই। অর্থ লোভে মত্ত হইয়া লোক যে সকল গুরুতর পাপ কর্ম্ম সমাধা করে, তার সহিত তুলনায় এ বিষ বিক্রয় অতি সামান্য। যথার্থ বিষ ত আমিই উহাকে বিক্রয় করেছি; ও করে নাই। এস সুধা—আর তোমাকে গরল বলিয়া সম্বোধন কর্‌তে পারি না—এস, আমার সঙ্গে আমার হৃদয়েশ্বরীর নিকট পর্য্যন্ত এস।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান সংলগ্ন গৃহ।

বসন্তকুমারী শায়িত।

ভৃত্যসহ বীরচন্দ্রের প্রবেশ।

বীর। দেখ্ তুই আমাকে ফুল গুলি দিয়ে ঐ শ্মশানের বট-বৃক্ষতলে দাঁড়াগে;—কেউ এদিকে আসে ত সীস্ দিবি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে কিন্তু বড় ভয় কচ্চে যে।

[প্রস্থান।

বীর। রচিব বাসর শয্যা কুসুমে তোমার
কুসুম নির্ম্মিতা বালা!—কি বিষাদ হায়!
অনলে হইবে ভস্ম পারিজাত মালা!

তা আমি দিব না হতে ;—নয়নের নীরে
নিত্য শিক্ত করি, প্রফুল্ল রাখিব সদা
ও ফুল রতন, দিবনা শুখাতে কভু ;
অভাগার শোক শ্বাস নিয়ত নিশীথে,
সুমন্দ অনিল হয়ে রাখিবে ফুটায়ে।

(ভৃত্যের সীস দেওন।)

সঙ্কেত করিল ভৃত্য, না জানি কে আসে।
কোন্ পিশাচের এই শুনি পদ ধ্বনি
প্রণয় অর্চ্চনা মম ভাঙ্গিবার তরে
আসিছে এ নিশা কালে এঘোর শ্মশানে।
যাই অন্তরালে।

অন্তরালে অবস্থান।

মদন ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

মদ। চন্দ্রনাথ! এই পত্র খানি আমার জনককে প্রত্যূষেই দিও। আর দেখ তুমি ক্ষণকাল কিঞ্চিৎ অন্তরালে দাঁড়াও। যা কিছু দেখ কি শোন তার কারণ জিজ্ঞাসু হইও না। আমি জন্মের মতন একবার হৃদয়েশ্বরীর প্রিয়মুখ দর্শন করিব ও তাঁহার বাম হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিব। ইহা ব্যতীত আরও কিছু করিব। যদি তুমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমার কার্য্যের ব্যাঘাত কর, তা হলে তদ্দণ্ডেই তোমার প্রাণ সংহার করিব, তোমার প্রতি সন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্মশান-

বাসী মাংসাশি জীবদিগের উদর পুরণ করিব ও তোমার রক্তে শ্মশান ভুমি ধৌত করিব। দেখ আমি এখন ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভয়ানক, আমি এখন সকল দুষ্ক্রিয়াই সাধন কর্ত্তে পারি।

চন্দ্র। যে আজ্ঞে মহাশয় আমি যাচ্চি। (স্বগত) যে রকম মুর্ত্তি, বোধ হয় কোন ভয়ানক কর্ম্মই সমাধা কর্ব্বেন।

[প্রস্থান।

বীরচন্দ্রের প্রবেশ।

বীর। এই না সেই নির্ব্বাসিত মদন, এই দুরাত্মাই না আমার প্রাণপ্রতিমার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছে; আহা, সেই শোকেই আমার হৃদ্‌বিলাসিনী প্রাণত্যাগ করেছেন। আমি কখনই ওর ও পাপ হস্তে এ পবিত্র প্রতিমা স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিতে দিব না। রে পাপাত্মা! এততেও কি পরিতৃপ্ত হস নাই? মৃত ব্যক্তির উপর আর কি বাদ সাধবি? এখনই এস্থান পরিত্যাগ কর, নচেৎ তোর মৃত্যু নিশ্চয়।

মদ। তা আমি জানি, ও সেই জন্যই আমার হেথায় আসা। দেখ, আমি তোমায় মিনতি করচি তুমি এখান থেকে যাও। যুবক! হতাশ-তাড়িত জনকে কেন বল পুনরায় নরহত্যা পাপে নিমগ্ন কর্‌বে,—কেন বল আমার মস্তকে এক কলঙ্কের উপর আবার কলঙ্কভার অর্পণ কর্‌বে? যাও, চলে যাও; আমি তোমাকে আপন অপেক্ষা ভাল বাসি; যাও, এর পর বলিও বাতুলে দয়া করে আমার প্রাণদান করেছে।

বীর। পাপী! ধরা পড়েছিস্ ; তোর এরূপ দয়া ঘৃণার যোগ্য।

মদ। নিতান্তই কি আমায় উদ্দীপিত কর্‌বে? তবে এই নে। (অসি প্রহার)

বীর। ওঃ, গিছি ; (পতন)—যদি তোমার দয়ার লেশ মাত্র থাকে, আমাকে বসন্তকুমারীর সঙ্গে এক চিতায় দগ্ধ করিও। (মৃত্যু)

মদ। শেষ সাধ শেষ আশা এই অভিলাষ
অবশ্য করিব পূর্ণ ;—দেখি ভাল করে
ইনি কোন্ জন,—এযে দেখি বীরচন্দ্র—
হেমের আত্মীয়!—কিযে বলেছিল মোরে
অনুচর মোর যখন উভয়ে আসি
অশ্বে অরোহিয়া, চিত্তের বৈকল্য হেতু
নাহি দিনু কান ; ছায়ার মতন এবে
স্মরণ পটেতে যেন হতেছে উদয়,
বলিল আমায় যেন বীরচন্দ্র সহ
প্রাণের বসন্ত মোর হবে পরিণীত।
তাই কি বলেছে? কিম্বা দেখিনু স্বপন,
অথবা প্রিয়ার কথা শুনি তার মুখে
ব্যাকুল হইল চিত পাগলের প্রায়,
তাই এ সংশয় হয় হৃদয়ে উদয়।
প্রাণের প্রিয়সী মম প্রেমের প্রতিমা!

নিঠুর করাল কাল নিবায়েছে আজি
জীবন প্রদীপ তব, নাশিতে ও রূপ
রাশি সেও পরাজিত। মরণে জীবনে
তুল্য ও ফুল্ল বদন, সহাস সরল,
কি সাধ্য, রে কাল তোর হরিতে মাধুরি।
বারেক জনম মত দেখরে নয়ন
প্রিয়সির হাঁসি হাঁসি সুচারু বদন!
জনমের শেষ এই করি আলিঙ্গন,
জনমের শেষ এই একটি চুম্বন,
ইহ জনমের শোধ, প্রণয়ের প্রতিশোধ
এজনমে এভুবনে প্রিয়সিরে পাবনা।
চল চল চল প্রাণ, এখনে হলনা স্থান,
প্রিয়াশূন্য পৃথিবীতে আর আমি রবনা।
এস সখা হলাহল, অভাগারে লয়ে চল,
এ ভগ্ন তরণী বাহি নাহি প্রয়োজন।
নাহিক বিলম্ব আর, জীবনের বিজয়ার
নিরঞ্জন আগে আর একটি চুম্বন।

[চুম্বন ও বিষপান।

বস। কোথায় কোথায় মম প্রাণের মদন।
সর্ব্বনাস সর্ব্বনাশ কি হল কি হল!
ধরায় পড়িয়ে কেন প্রানেশ আমার!

ওঠ ওঠ হৃদয়েশ প্রাণের মদন,
কাতরে তোমারে ডাকে অভাগী বসন।
একি এ ! নাথের হাতে কিসের আধার !—
বুঝিনু গরল তব হরিয়াছে প্রাণ।
নির্দ্দয় ! একাকী সব করিয়াছ পান ?
রাখনি প্রসাদ বিন্দু দাসীর কারণ ?
চুম্বিব অধর তব, ভাগ্যে অভাগীর
থাকিলে থাকিতে পারে হলাহল তাহে
নাশিতে দাসীর প্রাণ এজ্বালা জুড়াতে, (চুম্বন)
অভাগী কপালে হায় এতেও বঞ্চিত।

মদ। বি—দা—য়।

বস। কোথা যাবে প্রাণনাথ ত্যজিয়ে আমায় ?
সঙ্গে করি লয়ে যাও দাসীরে তোমার।

মদ। ব—স—ন—যা—ই।

(মদনের মৃত্যু।)

আমিও যাইব নাথ তোমার সহিত।
আর কেন ? এস অসি চিরসহচর
মদনের—এস এ পোড়া হৃদয় হ'ক
পিধান তোমার ; যতনে পুরিয়া রাখি
অন্তরে তোমায়।

(বক্ষে অসি বিদ্ধ করণ।)